

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (পঞ্চম খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯৩/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪১

ISBN : 984-06-0525-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০০৩

ফাল্গুন ১৪০৯

মহররম ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ

সবিহ-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ পাহ্লোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৪৮.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (5TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2003

Price : Tk 148.00 ; US Dollar : 5.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	এ
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	এ
৫. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	এ
৬. মাওলানা রুহুল আমিন খান	এ
৭. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	এ
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	এ
৪. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	এ
৫. মাওলানা ইমদাদুল হক	এ
৬. মাওলানা আবদুল মান্নান	এ
৭. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা	সদস্য সচিব

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাত্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুনাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুলত্রুটিমুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : সন্ধি

মানুষের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দেওয়া	২৩
সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়	২৫
‘চলো আমরা মীমাংসা করে দেই’ সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি	২৭
মহান আল্লাহর বাণী : তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়	২৮
অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য	২৯
কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে?	৩০
মুশরিকদের সাথে সন্ধি	৩৩
ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি	৩৪
হাসান ইব্ন আলী (রা) সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি :	
আমার এ সম্মানটি নেতৃস্থানীয়	৩৪
আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?	৩৬
মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার ফযীলত	৩৭
ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে	৩৭
পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে আপস মীমাংসা করে দেওয়া	৩৮
ঋণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা	৪০

অধ্যায় : শর্তাবলী

ইসলাম গ্রহণ, আহকাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জাযিয়	৪৩
তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা	৪৫
বিক্রয়ে শর্তারোপ করা	৪৫
নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পশু বিক্রি করা জাযিয়	৪৬
বর্গাচাম ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী	৪৮
বিবাহ বন্ধনের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী	৪৯
চাষাবাদের শর্তাবলী	৪৯

বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয়	৫০
দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয়	৫০
মুক্তি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাখী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জারিয়	৫১
তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী	৫২
লোকদের সাথে মৌখিক শর্ত আরোপ	৫৩
ওয়াল্লা'-এর অধিকার লাভের শর্তারোপ	৫৩
বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব	৫৪
যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা	৫৬
ঋণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা	৬৮
মুকাতব প্রসঙ্গে এবং যে সব শর্ত কিতাবুল্লাহ পরিপন্থী তা বৈধ নয়	৬৮
শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী	৭০
ওয়াক্ফের ব্যাপারে শর্তাবলী	৭০
অধ্যায় : অসীয়াত	৭৫
অসীয়াত প্রসঙ্গে এবং নবী (সা)-এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার মিকট লিখিত আকারে থাকা উচিত	৭৫
ওয়ারিসদের অপরের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেয়	৭৭
এক-তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা	৭৮
অসীর প্রতি অসীয়াতকারীর উক্তি : তুমি আমার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে আর অসীর জন্য কিরূপ দাবী জারিয়	৭৯
কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা গ্রহণযোগ্য	৮০
ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই	৮০
মৃত্যুর সময় দান খায়রাত করা	৮১
মহান আল্লাহর বাণী : ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে	৮২
আল্লাহ তা'আলার বাণী : ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে)	৮৩
যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা?	৮৫
স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	৮৬
ওয়াক্ফকারী তার কৃত ওয়াক্ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি?	৮৭

যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা জায়িয়	৮৮
যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহর উদ্দেশে সাদকা এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে, তবে তা জায়িয়। সে তা আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের মধ্যে ইচ্ছা দান করতে পারে	৮৯
যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাদকা, তবে তা জায়িয়, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে	৮৯
কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সাদকা বা ওয়াক্ফ করে তবে তা জায়িয়	৮৯
যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদকা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল	৯১
আল্লাহ তা'আলার বাণী : মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে	৯১
হঠাৎ মারা গেলে তার পক্ষ থেকে সাদকা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে তার মানত আদায় করা	৯২
ওয়াক্ফ, সাদকা ও অসীয়াতে সাক্ষ্য রাখা	৯২
আল্লাহ তা'আলার বাণী : ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সংগে মন্দ বদল করবে না। যাকে তোমাদের ভাল লাগে	৯৩
আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে.....এক নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত	৯৫
আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে	৯৬
আল্লাহ তা'আলার বাণী : লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক..... তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন	৯৭
আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখা	৯৭
যখন কোন জমি ওয়াক্ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ অনুরূপ সাদকাও	৯৮
একদল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা হলে তা জায়িয়	৯৯
ওয়াক্ফ কিভাবে লেখা হবে	১০০
অভাবগ্রস্ত, ধনী ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্ফ করা	১০০
মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা	১০১
ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়কের খরচ	১০২

যখন কেউ জমি বা কূপ ওয়াক্ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে	১০৩
ওয়াক্ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জাযিয়	১০৪
আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী নিযুক্ত করবে.....আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না	১০৪
অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃতের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা	১০৫
অধ্যায় : জিহাদ	১০৯
জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত	১০৯
মানুষের মধ্যে সে মু'মিন মুজাহিদ, উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে	১১১
পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ	১১২
আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা	১১৪
আল্লাহর রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ স্থান	১১৫
ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হ্র ও তাদের গুণাবলী	১১৬
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা	১১৭
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত	১১৮
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্শা বিদ্ধ হল	১১৯
যে মহান আল্লাহর পথে আহত হয়	১২১
আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের ন্যায়	১২১
আল্লাহ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সংগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি	১২২
যুদ্ধের আগে নেক আমল	১২৪
অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে	১২৪
যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে	১২৫
যার দু'পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়	১২৬
আল্লাহর পথে মাথায় লাগা ধূলি মুছে ফেলা	১২৬

যুদ্ধের পর ও ধূলিবালি লাগার পর গোসল করা	১২৭
আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মর্যাদা : যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে..... আল্লাহ্ মু'মিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না	১২৭
শহীদের উপর ফিরিশতাদের ছায়াদান	১২৮
মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা	১২৯
তরবারীর ঝলকের নীচে জান্নাত	১৩০
যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাঙ্ক্ষা করে	১৩০
যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা	১৩১
কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া	১৩২
যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে	১৩২
জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়্যাতের আবশ্যিকতা	১৩৩
কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়	১৩৪
যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয়	১৩৫
নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে	১৩৫
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু	১৩৬
যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ	১৩৭
জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : মু'মিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন	১৩৮
পরিখা খনন	১৩৮
ওযর যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়	১৪০
আল্লাহ্র পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত	১৪০
আল্লাহ্র পথে খরচ করার ফযীলত	১৪১
যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে সাজ আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত	১৪২
যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা	১৪৩
শত্রুদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত	১৪৩
একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?	১৪৪
দু'জনের ভ্রমণ	১৪৪
ঘোড়ার কপালের কেশগুলো কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত	১৪৫
জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বদানকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী	১৪৬
যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে	১৪৬

ঘোড়া ও গাধার নামকরণ	১৪৬
ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়	১৪৮
ঘোড়া তিন প্রকার লোকের জন্য	১৪৯
জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে	১৫০
অবাধ্য পশু ও তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করা	১৫১
গনীমাতে ঘোড়ার অংশ	১৫১
জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে	১৫২
সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে	১৫২
গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ	১৫৩
ধীরগতিসম্পন্ন ঘোড়া	১৫৩
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা	১৫৩
প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান	১৫৪
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা	১৫৪
নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রী প্রসঙ্গে	১৫৫
নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাদা খচ্চর	১৫৬
মহিলাদের জিহাদ	১৫৭
সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ	১৫৭
কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া	১৫৮
মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ	১৫৯
যুদ্ধে মহিলাদের মশক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া	১৫৯
মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা	১৬০
মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান	১৬০
শরীর থেকে তীর বের করা	১৬১
মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা	১৬১
যুদ্ধে খেদমতের ফযীলত	১৬৩
সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফযীলত	১৬৪
আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফযীলত	১৬৫
যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়	১৬৫
সমুদ্র সফর	১৬৭
দুর্বল ও সৎ লোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া	১৬৮
অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না	১৬৯
তীরন্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা	১৭০
বর্শা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা	১৭১
ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে	১৭১

পরিচ্ছেদ	১৭৩
চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে	১৭৩
খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান	১৭৪
তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ	১৭৪
সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা	১৭৫
শিরজ্ঞাণ পরিধান করা	১৭৬
কারো মৃত্যুর সময় তার অস্ত্র ধ্বংস করা যারা পছন্দ করে না	১৭৬
দুপুরের বিশ্রামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা	১৭৭
তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে	১৭৮
নবী (সা)-এর বর্ম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত	১৭৯
সফর এবং যুদ্ধে জোব্বা পরিধান করা	১৮০
যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা	১৮১
ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা	১৮২
রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে	১৮২
ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৩
তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৪
পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৮৫
পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা	১৮৫
মুশরিকদের পরাজয় ও পর্যুদস্ত করার দু'আ	১৮৬
মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে	১৮৮
মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়	১৮৯
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়?	১৮৯
ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী (সা)-এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরম্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে	১৯০
যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে	১৯৮
যুহরের পর সফরে বের হওয়া	১৯৯
মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া	২০০
রমযান মাসে সফর করা	২০১
সফরকালে বিদায় দান করা	২০১

ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে গুনাহুর কাজের নির্দেশ না দেয়	২০২
ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা	২০২
যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন মৃত্যুর উপর বায়আত করা	২০৩
জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন	২০৫
নবী (সা) যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন	২০৬
কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ	২০৭
সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা	২০৮
নব বিবাহিত ব্যক্তি জীব সঙ্গ প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা	২০৯
ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া	২০৯
ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা	২০৯
ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া	২১০
কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহুর রাহে সাওয়ারী দান করা	২১০
মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা	২১২
নবী (সা)-এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	২১২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি : এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে	২১৪
যুদ্ধে পাথেয় বহন করা	২১৫
কাঁধে পাথেয় বহন করা	২১৭
আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো	২১৮
যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা	২১৮
গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা	২১৯
রিকাব ধরে বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা	২২০
কুরআন শরীফ সহ শত্রু ভূখণ্ডে সফর করা অপছন্দনীয়	২২১
যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা	২২১
তাকবীর জোরে জোরে বলা অপছন্দনীয়	২২২
কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া	২২৩
উঁচু স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা	২২৩
মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায় একাকী ভ্রমণ করা	২২৪
ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা	২২৫
আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে	২২৭

পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া	২২৮
উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি বাঁধা প্রসঙ্গে	২২৮
যার নাম জিহাদে জাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হচ্ছে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওয়র দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?	২২৯
গোয়েন্দাগিরী করা	২২৯
বন্দীদের পোশাক প্রদান	২৩১
যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ফযীলত	২৩২
শৃংখলে আবদ্ধ কয়েদী	২৩৩
ইয়াহুদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে তার মর্যাদা	২৩৩
রাজীকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে	২৩৪
যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা	২৩৫
যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা	২৩৫
আল্লাহ্ তা'আলার শান্তি দ্বারা কাউকে শান্তি দেয়া যাবে না	২৩৫
(বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন) এরপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে	২৩৬
কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে তাদের সাথে সুকৌশলে নিজেকে মুক্ত করবে কি?	২৩৭
মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে	২৩৭
পরিচ্ছেদ	২৩৮
ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া	২৩৮
ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা	২৩৯
তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না	২৪১
যুদ্ধ হল কৌশল	২৪৩
যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা	২৪৩
হারবীকে গোপনে হত্যা করা	২৪৪
যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা	২৪৫
বৈধ	২৪৫
যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরিখা খননকালে স্বর উঠু করা	২৪৫
যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না	২৪৬
চাটাই পুড়ে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের রক্ত ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা	২৪৭

[আঠার]

যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি	২৪৭
রাতে যখন (শত্রুর) ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়	২৫০
যে ব্যক্তি শত্রু দেখে উচ্চস্বরে বলে, “বিপদ আসন্ন!” যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে	২৫০
তীর নিক্ষেপ কালে যে বলেছে, এটা লও (পালিও না) অমূকের পুত্র	২৫১
শত্রুপক্ষ কারো মীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে	২৫২
বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা	২৫৩
স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু’রাকআত (সালাত) আদায় করল	২৫৩
বন্দীকে মুক্ত করা	২৫৭
মুশরিকদের মুক্তিপণ	২৫৭
হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে	২৫৮
জিন্মীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না	২৫৯
জিন্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ	২৫৯
প্রতিনিধি দলকে উপটোকন প্রদান	২৫৯
প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া	২৬০
কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?	২৬১
ইয়াহুদীদের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে	২৬৩
যদি কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে	২৬৩
ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা	২৬৫
আল্লাহ তা’আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন	২৬৬
শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা	২৬৭
সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা	২৬৭
শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাগনে তিন দিন অবস্থান করা	২৬৮
সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল বন্টন করা	২৬৯
যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল লুট করে নেয় তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়	২৬৯

যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে	২৭০
গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা	২৭২
গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আত্মসাৎ করা	২৭৩
গনীমতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যত্নে রাখা মাকরুহ	২৭৩
বিজয়ের সুসংবাদ দান করা	২৭৪
সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা	২৭৫
(মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই	২৭৫
প্রয়োজনবোধে জিম্মী অথবা মুসলিম-মহিলার চুল দেখা এবং জ্ঞানের বিবস্ত্র করা, যখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে	২৭৬
বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো	২৭৭
জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে	২৭৮
সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা	২৮০
সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহার করা আর (আবদুল্লাহ্) ইবনে উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না	২৮১
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া	২৮২
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ	২৮৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণ	২৯০
নবী (সা)-এর সহধর্মিণীগণের ঘর এবং যে সখ ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত সে সবার বর্ণনা	২৯১
নবী (সা)-এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সেসব থেকে যা ব্যবহার করেছেন আর তা যা বন্টনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নবী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন	২৯৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাতি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ	২৯৭
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : নিশ্চয় এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র ও রাসূলের। তা বন্টনের ইখতিয়ার রাসূলেরই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়ে থাকেন	২৯৮
নবী (সা)-এর বাণী : তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে	৩০০
গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাযির হয়েছে	৩০৩
যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?	৩০৩
ইমামের নিকট যা আসে, তা বন্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া	৩০৪

নবী (সা) কিরূপে কুরায়যা ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন	৩০৫
রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে	৩০৫
ইমাম যদি কোন দূতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা	৩০৯
যিনি বলেন, এক-পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য, এর প্রমাণ	৩০৯
খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী (সা)-এর অনুগ্রহ	৩১৫
খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতিয়ার রয়েছে আত্মীয়গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না	৩১৬
নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করা, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, ... ইমাম কর্তৃক এরূপ আদেশ দান করা	৩১৬
নবী (সা) ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন	৩১৯
দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়	৩২৬
যিশ্মীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি	৩২৮
ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সন্ধি করে তবে কি তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে?	৩৩১
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়াত	৩৩২
নবী (সা) বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিযিয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন, আর ফায় ও জিযিয়া কাদের মধ্যে বন্টিত হবে?	৩৩২
বিনা অপরাধে জিশ্মীকে যে হত্যা করে, তার পাপ	৩৩৪
ইয়াহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করা	৩৩৫
মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা যায়	৩৩৬
চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ	৩৩৭
মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান	৩৩৮
মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ের। কোন সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে	৩৩৯
যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালরূপে “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” বলতে না পারে এবং “আমরা দীন পরিবর্তন করেছি” বলে	৩৪০
মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ করে না তার গুনাহ	৩৪০

অঙ্গীকার পূর্ণ করার ফযীলত	৩৪১
যদি কোন যিম্মী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে?	৩৪২
বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী	৩৪২
চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে?	৩৪৩
যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ	৩৪৪
পরিচ্ছেদ	৩৪৫
তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা	৩৪৭
সময় নির্ধারণ না করে সন্ধি করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী : আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রাখেন	৩৪৯
মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা	৩৪৯
নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাপ	৩৫০
অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা	৩৫৩
মহান আল্লাহর বাণী : আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বীর, আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ	৩৫৫
সাত যমীন	৩৫৮
নক্ষত্ররাজি প্রসঙ্গে	৩৬০
চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে	৩৬১
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন	৩৬৪
ফিরিশ্তার বিবরণ	৩৬৫
যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে আর আসমানের ফিরিশ্তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়	৩৭৬
জান্নাতে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আর তা সৃষ্ট বস্তু	৩৮৪
জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ	৩৯০
জাহান্নামের বিবরণ আর তা সৃষ্ট বস্তু	৩৯১
ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা	৩৯৬
জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আযাবের বর্ণনা	৪০৮
মহান আল্লাহর বাণী : স্বরণ করুন ঐ সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম	৪০৯
মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ্ তথায় (যমীনে) প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন	৪০৯
মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়	৪১০
পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে	৪১৫
তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবাণু থাকে আর অপরটিতে থাকে প্রতিষেধক	৪১৮

كِتَابُ الصُّلْحِ
ਸਕਿ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الصُّلْحِ

অধ্যায় : সন্ধি

১৬৭৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ الْآيَةِ وَخُرُوجِ الْأِمَامِ إِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ

১৬৭৩. পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে যে খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে..... শেষ পর্যন্ত। (৪ : ১১৪) মানুষের মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গীদের নিয়ে ইমামের স্থানে যাওয়া

২০// حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانُ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَاذْنُ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمَ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصَّفُوفِ

حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَأَاهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّي كَمَا هُوَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَاهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا اِلْتَفَتَ ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ

[২৫১১] সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইবন আউফ গোত্রের কিছু লোকের মধ্যে সামান্য বিবাদ ছিল। তাই নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের একটি জামাআত নিয়ে তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে গেলেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গেল। কিন্তু নবী ﷺ মসজিদে নববীতে এসে পৌছেন নি। বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন, কিন্তু নবী ﷺ তখনও এসে পৌছেন নি। পরে বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন, নবী ﷺ কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামত করবেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর।' তারপর বিলাল (রা) সালাতের ইকামত বললেন, আর আবু বকর (রা) এগিয়ে গেলেন। পরে নবী ﷺ এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল এবং তা অধিক মাত্রায় দিতে লাগল। আবু বকর (রা) সালাত অবস্থায় কোন দিকে তাকাতে না, কিন্তু (হাততালির কারণে) তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, নবী ﷺ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন। নবী ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় আগের ন্যায় সালাত আদায় করে যেতে নির্দেশ দিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পেছনে ফিরে এসে কাতারে शामिल হলেন। তখন নবী ﷺ আগে বেড়ে লোকদের ইমামত করলেন এবং সালাত সমাপ্ত করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'হে লোক সকল! সালাত অবস্থায় তোমাদের কিছু ঘটলে তোমার হাততালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেওয়া মহিলাদের কাজ। সালাত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা, এটা গুনলে কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত না করে পারতো না।' 'হে আবু বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন সালাত আদায় করাতে তোমার কিসের বাধা ছিল?' তিনি বললেন, 'আবু কুহাফার পুত্রের জন্য শোভা পায় না নবী ﷺ -এর সামনে ইমামত করা।

[২০১২] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَأَنْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لَقَدْ أَذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ: وَ إِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا مِمَّا انْتَخَبْتُ مِنْ مُسَدَّدٍ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَيُحَدِّثَ

[২৫১২] মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনি যদি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে একটু যেতেন (তবে ভালো হতো)। নবী ﷺ তার কাছে যাওয়া জন্য গাধায় আরোহণ করলেন এবং মুসলিমগণ তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললো। আর সে পথ ছিল কংকরময়। নবী ﷺ তার কাছে এসে পৌছলে সে বলল, 'সরো আমার সম্মুখ থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে।' তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বললোঃ আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গাধা সুগন্ধে তোমার চাইতে উত্তম। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেগে উঠল এবং উভয়ে একে অপরকে গালাগালি করল। এভাবে উভয়ের পক্ষের সঙ্গীরা জুঁক হয়ে উঠল এবং উভয় দলের সাথে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হল। আমাদের জানান হয়েছে যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলোঃ মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯ : ৯) আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, 'মুসাদ্দাদ (র) বসার এবং হাদীস বর্ণনার পূর্বে আমি তার থেকে এ হাদীস হাসিল করেছি।'

১৬৭৬. بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

১৬৭৪. পরিচ্ছেদ : সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়

[২০১২] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

২৫১৩ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভালো কথা পৌছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।

১৬৭৫. **بَابُ قَوْلِ الْأَمَامِ لِأَصْحَابِهِ إِذْ هَبُوا بِنَا نَصْلِحُ**

১৬৭৫. পরিচ্ছেদ : “চলো আমরা মীমাংসা করে দেই” সঙ্গীদের প্রতি ইমামের এ উক্তি

২৫১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ إِذْ هَبُوا بِنَا نَصْلِحْ بَيْنَهُمْ

২৫১৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)..... সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুবা-এর অধিবাসীরা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এমনকি তারা পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন, ‘চল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই।’

১৬৭৬. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : أَنْ يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ**

১৬৭৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ তারা উভয়ে আপস নিশ্চিন্তি করতে চাইলে তাদের কোন লোষ নেই এবং আপস নিশ্চিন্তিই শ্রেয়। (৪ঃ১২৮)

২৫১৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَاقْسِمَ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَأَضِيَا

২৫১৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ **وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا** ‘কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে’ (৪ঃ১২৮) এই আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতের লক্ষ্য হল, ‘সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর মধ্যে বার্ষক্য বা

অন্য ধরনের অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেয়ে তাকে ত্যাগ করতে মনস্থ করে আর স্ত্রী এ বলে অনুরোধ করে যে, তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখ এবং যতটুকু ইচ্ছা আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর।' 'আয়িশা (রা) বলেন, 'উভয়ে সন্তুষ্ট হলে এতে দোষ নেই।'

১৬৭৭. **بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحٍ جَوْرٍ فَالْصُّلْحُ مَرْدُودٌ**

১৬৭৭. পরিচ্ছেদ : অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য

২৫১৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِيْ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدِيتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْغَنَمِ وَلَوْلَيْدَةٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا قُضِيَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أَنْيْسُ فَرَجَمَهَا

২৫১৬ আদম (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন যে, এক বেদুঈন এসে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কিতাব মুতাবেক আমাদের মাঝে ঝগড়ালা করে দিন।' তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেক ফয়সালা করুন।' পরে বেদুঈন বলল, 'আমার ছেলে এ লোকের বাড়ীতে মজুর ছিল। তারপর তার স্ত্রীর সাথে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বললো, 'তোমার ছেলের উপর রাজম (পাথর মেরে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।' তখন আমি আমার ছেলেকে একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে।' সব শুনে নবী ﷺ বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মুতাবেকই ফয়সালা করব। বাঁদী এবং বকরী পাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে।' আর অপরজনকে বললেন, 'হে উনাইস, তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে (এবং সে স্ত্রী যদি স্বীকার করে) তাকে রাজম করবে।' উনাইস তার কাছে গেলেন এবং তাকে রাজম করলেন।

২৫১৭ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

২৫১৭ ইয়াকুব ইবন মুহাম্মাদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কেউ আমাদের এ শরীয়াতে সংগত নয় এমন কিছু অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর মাখরামী (র) ও আবদুল ওয়াহিদ ইবন আবু 'আউন, সা'দ ইবন ইব্রাহীম (র) থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

১৬৭৪. بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالِحَ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ وَفُلَانَ بْنِ فَلَانَ وَإِنْ لَمْ يَنْسَبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

১৬৭৮. পরিচ্ছেদ : কিভাবে সন্ধিপত্র লেখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুকের পুত্র অমুক লিখতে হবে। গোত্র বা বংশের দিকে সম্বোধন না করলেও ক্ষতি নেই

২৫১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَى بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نَقَاتِكَ فَقَالَ لَعَلِّي أَمَحُهُ فَقَالَ عَلَى مَا أَنَا بِالَّذِي أَمَحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ

২৫১৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র).... বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়াতে (মক্কাবাসীদের সাথে) সন্ধি করার সময় আলী (রা) উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তিপত্র লিখলেন। তিনি লিখলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। মুশরিকরা বলল, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা চলবে না। আপনি রাসূল হলে আপনার সঙ্গে লড়াই কিসের?' তখন তিনি আলীকে বললেন, 'ওটা মুছে দাও।' আলী (রা) বললেন, 'আমি তা মুছব না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা মুছে দিলেন এবং এই শর্তে তাদের সাথে

সন্ধি করলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবা তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং জুলুবান (جَلْبَان) ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। তারা জিজ্ঞাসা করল, جَلْبَانُ السِّلَاحِ মানে কি? তিনি বললেন, 'জুলুবান' অর্থ ভিতরে তরবারীসহ খাপ।'

২৫১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ
الْبِرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ
مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا
كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا
لَا نُقْرِبُهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ أُمِّحْ رَسُولُ
اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَمَحُوكَ أَبَدًا فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ فَكَتَبَ
هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي الْقُرَابِ
وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ
أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ اتَّوَا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ
لِصَاحِبِكَ أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ
حَمْزَةَ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلَى فَآخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونِكَ ابْنَةُ
عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَآخِضْ فِيهَا عَلَى وَزَيْدٌ وَجَعَفَرُ فَقَالَ عَلَى أَنَا أَحَقُّ بِهَا
وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي وَقَالَ جَعَفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدُ ابْنَةُ
أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ
لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَ أَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ
أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا

২৫১৮ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিলকাদ মাসে নবী ﷺ উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা প্রবেশের জন্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে এই শর্তে তাদের সাথে ফয়সালা করলেন যে, তিন দিন সেখানে অবস্থান করবেন। সন্ধিপত্র লিখতে গিয়ে মুসলিমরা লিখলেন, এ সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ।' তারা (মুশরিকরা) বলল, 'আমরা তাঁর রিসালাত স্বীকার করি না। আমরা যদি একথাই মনে করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল

তাহলে আপনাকে বাধা দিতাম না। তবে আপনি হলেন, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' তিনি বললেন, 'আমি আব্দুল্লাহর রাসূল এবং আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' তারপর তিনি আলীকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে দাও। তিনি বললেন, 'না। আব্দুল্লাহর কসম, আমি আপনাকে (রাসূলুল্লাহ শব্দটি) কখনো মুছব না।' রাসূলুল্লাহ  তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং লিখলেন, 'এ সন্ধিপত্র মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ সম্পন্ন করেন-খাপবদ্ধ অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কাবাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে তিনি বের করে দিবেন না। আর তাঁর সঙ্গীদের কেউ মক্কায় থাকতে চাইলে তাঁকে বাধা দিবেন না।' (সন্ধির শর্ত মূতাবেক) তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা এসে আলীকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান থেকে বের হতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।' নবী  রওয়ানা হলেন। তখন হামযার মেয়ে হে চাচা, হে চাচা, বলে তাদের পেছনে পেছনে চলল। আলী (রা) তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন এবং ফাতিমাকে বললেন, 'এই নাও, তোমার চাচার মেয়েকে। আমি ওকে তুলে এনেছি।' আলী, যায়দ ও জা'ফর তাকে নেওয়ার ব্যাপারে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। আলী (রা) বললেন, 'আমি তার বেশী হকদার। কারণ সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী।' যায়দ (রা) বললেন, 'সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।' এরপর নবী  খালার অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং বললেন, 'খালা মায়ের স্থলবর্তিনী।' আর আলীকে বললেন, 'আমি তোমার এবং তুমি আমার।' জাফরকে বললেন, 'তুমি আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমার সদৃশ। আর যায়দকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম।'

১৬৭৭. بَابُ الصَّلَاحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَكُونُ هَذَانِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَأَسْمَاءَ وَالْمِسُورِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى أَنْ مَنْ آتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهَ إِلَيْهِمْ وَمَنْ آتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِمْ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُبُودِهِ فَرَدَّهَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ إِلَّا بِجُلْبِ السِّلَاحِ

১৬৭৯. পরিচ্ছেদ ৪ মুশরিকদের সাথে সন্ধি। এ বিষয়ে আবু সুফইয়ান (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আওফ ইব্ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তোমাদের ও পীতবর্ণীদের (রোমকদের) সাথে সন্ধি হবে। এ বিষয়ে সাহল ইব্ন হনায়ফ, আসমা ও মিসওয়ার (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসা ইব্ন মাসউদ (র)..... বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেছিলেন। তা হলো- মুশরিকরা কেউ (মুসলিম হয়ে) তাঁর কাছে এলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমদের কেউ (মুরতাদ হয়ে) তাদের কাছে গেলে তারা তাকে ফিরিয়ে দিবে না। আর তিনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। কোষবদ্ধ অস্ত্র, তরবারী ও ধনুক ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করবেন না। ইত্যবসরে আবু জান্দাল (রা) শৃংখলিত অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর কাছে এল। তাকে তিনি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আবু আবদুল্লাহ হিমাম বুখারী (র) বলেন, মুআম্মাল (র) সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে আবু জান্দালের কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি “কেবল কোষবদ্ধ তরবারী সহ” এটুকু উল্লেখ করেছেন

২৫২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سِيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوا أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ

২৫২০ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা করতে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হুদায়বিয়াতে তাঁর হাদী কুরবানী করলেন, আর মাথা মুড়ালেন এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন এই শর্তে যে, আগামী বছর তিনি উমরা করবেন আর (কোষবদ্ধ) তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে তাদের কাছে আসবেন না। আর তারা যতদিন পছন্দ করবে তিনি ততদিন সেখানে থাকবেন। পরের বছর তিনি উমরা করলেন এবং যেমন সন্ধি করেছিলেন তেমনিভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলেন। তারা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন।

২৫২১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمَحِيصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بَنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ

২৫২১ মুসাদ্দাদ (রা)..... সাহল ইবন আবু হাসমা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার সন্ধিবদ্ধ থাকাকালে আবদুল্লাহ ইবন সাহল ও মুহাইয়াসা ইবন মাসউদ ইবন যায়দ (রা) খায়বার গিয়েছিলেন।

১৬৮. بَابُ الصَّلْحِ فِي الدِّيَةِ

১৬৮০. পরিচ্ছেদ : ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সন্ধি

২০২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرَّبِيعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا ، قَالَ يَا أَنَسُ كَتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ

২৫২২ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুবাইয়্যি বিনতে নায়র (রা) এক কিশোরীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা ক্ষতিপূরণ দাবী করল আর অপর পক্ষ ক্ষমা চাইল। তারা অস্বীকার করল এবং নবী ﷺ-এর কাছে এল। তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন। আনাস ইবন নায়র (রা) তখন বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! রুবাইয়্যি-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' তিনি বললেন, 'হে আনাস, আল্লাহর বিধান হল কিসাস।' তারপর বাদীপক্ষ রাযী হয় এবং ক্ষমা করে দেয়। তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও রয়েছেন যে, আল্লাহর নামে কোন কসম করলে তা পূরণ করেন। ফায়ারী (র) হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে রিওয়াযাত করতে গিয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন লোকেরা সম্মত হল এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল।

১৬৮১ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنِي هَذَا سَيِّدٍ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

১৬৮১. পরিচ্ছেদ : হাসান ইবন আলী (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ-এর উক্তিঃ আমার এ সন্তানটি নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত আল্লাহ এর মাধ্যমে দু'টি বড় দলের মাঝে সন্ধি স্থাপন করাবেন। আর আল্লাহ তায়ালা রাণী : তোমরা তাদের উভয় দলের মাঝে মীমাংসা করে দাও। (৪৯ : ৯)

২৫২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
 سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكِتَابِ
 أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنِّي لَأَرَى كِتَابَ لَا تُؤَلَّى حَتَّى
 تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهُ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَيْ عَمْرُو إِنَّ
 قَتَلَ هَوْلَاءِ هَوْلَاءِ هَوْلَاءِ هَوْلَاءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ
 مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ إِذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ
 فَأَعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولَا لَهُ وَأَطْلُبَا إِلَيْهِ فَاتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ
 فَطَلَبَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا
 مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاشَتْ فِي دِمَائِهَا قَالَا فَإِنَّهُ يَعْرِضُ
 عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهِذَا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ
 فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ
 أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى
 جَنْبِهِ وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
 وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ
 اللَّهِ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا صَحَّ عِنْدَنَا سِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي
 بَكْرَةَ بِهِذَا الْحَدِيثُ

২৫২৪ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র)..... হাসান (বসরী) (র) বলেন, আল্লাহর কসম, হাসান ইবন আলী
 (রা) পর্বত সদৃশ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রা)-এর মুখোমুখি হলেন। আমর ইবন আস (রা) বললেন, আমি
 এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়া (রা) তখন বললেন,
 আল্লাহর কসম! আর (মু'আবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আস) (রা) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়া (রা) ছিলেন উত্তম

ব্যক্তি। ‘হে ‘আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে?’ তারপর তিনি কুরায়শের বানু আবদে শাম্‌স্‌ শাখার দু’জন আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-কে হাসান (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, ‘তোমারা উভয়ে এ লোকটির কাছে যাও এবং তাঁর কাছে (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর।’ তারা তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) তাদের বললেন, ‘আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে।’ তারা উভয়ে বললেন, (মুআবিয়া (রা)) আপনার কাছে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, ‘এ দায়িত্ব কে নিবে?’ তারা বললেন, ‘আমরা আপনার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি।’ এরপর তিনি তাদের কাছে যে সব প্রশ্ন করলেন, তারা (তার জওয়াবে) বললেন, ‘আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি।’ তারপর তিনি তাঁর সাথে সন্ধি করলেন। হাসান (বসরী) (র) বলেন, আমি আবু বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি : ‘রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি মিসরের উপর দেখেছি, হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান নেতৃস্থানীয়। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানের দু’টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।’ আবু আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, এ হাদীসের মাধ্যমেই আবু বাকরা (রা) থেকে হাসানের শ্রুতি আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে।

১৬৮২. بَابُ هَلْ يُشِيرُ الْأَمَامُ بِالصَّلَحِ

১৬৮২. পরিচ্ছেদ : আপস মীমাংসার ব্যাপারে ইমাম পরামর্শ দিবেন কি?

۲۵۲۴ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصَوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آيَنَ الْمُتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ - فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ

২৫২৪ ইসমাঈল ইব্ন আবু উওয়াইস (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার দরজায় বিবাদের আওয়াজ শুনতে পেলেন; দু’জন তাদের আওয়াজ উচ্চ করেছিল। একজন আরেকজনের কাছে ঋণের কিছু মাফ করে দেওয়ার এবং সহানুভূতি দেখানোর (কিছু সময় দেওয়ার) অনুরোধ

করছিল। আর অপর ব্যক্তি বলছিল, ‘না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা করব না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, সৎ কাজ করবে না বলে যে আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছে, সে লোকটি কোথায়? সে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি। সে যা চাইবে তার জন্য তা-ই হবে।’

২৫২০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ مَالٌ قَالَ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَآخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২৫২০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন আবু হাদরাদ আল-আসলামীর কাছে তার কিছু মাল পাওনা ছিল। রাবী বলেন, একবার সাক্ষাত পেয়ে তিনি তাকে ধরলেন, এমনকি তাদের আওয়াজ চড়ে গেল। নবী ﷺ তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি যেন হাতের ইশারায় বলছিলেন, অর্ধেক (নাও)। তারপর তিনি তার পাওনার অর্ধেক নিলেন আর অর্ধেক ছেড়ে (মাফ করে) দিলেন।

১৬৮৩. بَابُ فَضْلِ الْأَصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

১৬৮৩. পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার কথীলত

২৫২১ حَدَّثَنَا اسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

২৫২১ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মানুষের প্রতিটি হাতের জোড়ার জন্য তার উপর সাদকা রয়েছে। সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিদিন (অর্থাৎ প্রতিহয়) মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা।’

১৬৮৪. بَابُ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

১৬৮৪. পরিচ্ছেদ : ইমাম মীমাংসার নির্দেশ দেওয়ার পর তা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ফয়সালা দিতে হবে

২৫২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُشْرَاكِ مِنَ الْحَرَّةِ كَأَنَّا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ، ثُمَّ أَحْبَسَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةَ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَالِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ الْآيَةَ

[২৫২৭] আবুল ইয়ামান (র)..... যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক আনসারীর সাথে বিবাদ করেছিলেন, যিনি বদরে শরীক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে পাথরী যমীনের একটি নালা সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। তারা উভয়ে সে নালা থেকে পানি সেচ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইরকে বললেন, 'হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি সেচবে। তারপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দিবে।' আনসারী তখন রেগে গেল এবং বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আপনার ফুফুর ছেলে বলে (এ বিচার)?' এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার রঙ বদলে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'তুমি সেচ কর, তারপর পানি আটকে রাখ, বেটনীর বরাবর পৌঁছা পর্যন্ত।' রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর (রা)-কে তার পূর্ণ হক দিলেন। এর আগে যুবাইর (রা)-কে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যা আনসারীর জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু আনসারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাগান্বিত করলে সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে যুবাইর (রা)-কে তিনি তার পূর্ণ হক দান করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমার নিশ্চিত ধারণা যে (আল্লাহর বাণী) : কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ : ৬৫) আয়াতটি সে ব্যাপারেই নাযিল হয়েছিল।'।

১৬৮৫. بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فَيَأْخُذُ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا فَإِنْ تَوَيَّ لَأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

১৬৮৫. পরিচ্ছেদ : পাওনাদারদের মধ্যে এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন বাকী

আর একজন নগদ নিবে, তাতে কোন দোষ নেই। আর কারো মাল বিনষ্ট হয়ে গেলে সে তার সাথীর নিকট দাবী করতে পারবে না

২৫২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوْفِيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غَرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءً فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمَرْبَدِ أَذْنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ غَرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٍ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَّلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبْعَةَ عَجُوَّةٍ وَسِتَّةَ لَوْنٍ أَوْ سِتَّةَ عَجُوَّةٍ وَسَبْعَةَ لَوْنٍ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخْبَرَهُمَا فَقَالَا لَقَدْ عَلِمْنَا إِذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَقَالَ هَشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسُقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ

২৫২৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যু হল, আর তার কিছু ঋণ ছিল। আমি তাঁর ঋণের বিনিময়ে পাওনাদারদের খেজুর নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। তাতে ঋণ পরিশোধ হবে না বলে তারা তা নিতে অস্বীকার করল। আমি তখন নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ বিষয়ে তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, খেজুর পেড়ে মাচায় রেখে রাসূলুল্লাহকে খবর দিও। (যথা সময়ে) তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে আবু বকর ও উমর (রা)-ও ছিলেন। তিনি খেজুর ছুপের পার্শ্বে বসলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। পরে বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক এবং তাদের প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। তারপর আমার পিতার পাওনাদারদের কেউ এমন ছিল না যার ঋণ পরিশোধ করিনি। এরপরও (আমার কাছে) তের ওয়াসক^১ খেজুর উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। সাত ওয়াসক (عَجُوَّة) মিশ্র খেজুর আর ছয় ওয়াসক (لَوْن) নিম্নমানের খেজুর কিংবা ছয় ওয়াসক মিশ্র ও সাত ওয়াসক নিম্নমানের খেজুর। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে তা বললাম। তিনি হাসলেন এবং

বললেন, আবু বকর ও উমরের কাছে গিয়ে তা বল।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আগেই জানতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করার তা করেছেন, তখন অবশ্য এরূপই হবে।' হিশাম (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে (বর্ণনায়) আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আবু বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাসার কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি বর্ণনা করেছেন, (জাবির (রা) বলেছেন) আমার পিতা তাঁর যিম্মায় ত্রিশ ওয়াসক ঋণ রেখে মারা গিয়েছেন। ইবন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) থেকে যোহরের সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৬৮৬. بَابُ الصَّلَحِ بِالْدينِ وَالْعَيْنِ

১৬৮৬. পরিচ্ছেদ : ঋণ ও নগদ মালের বিনিময়ে আপস করা

[২৫২৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى بَيْنَ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَتِ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ فَأَقْضِهِ

[২৫২৭] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় একবার তিনি ইবন আবু হাদরাদের কাছে মসজিদে পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। এতে উভয়ের আওয়াজ চড়ে গেল। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে থেকেই আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে এলেন আর কা'ব ইবন মালিক (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন, হে কা'ব! কা'ব (রা) বললেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাবী বলেন, তিনি হাতে ইশারা করলেন, অর্ধেক মওকুফ করে দাও। কাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইবনে আবু হাদরাদকে) বললেন, 'যাও, তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।'

كِتَابُ الشُّرُوطِ
শর্তাবলী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الشُّرُوطِ

অধ্যায় : শর্তাবলী

১৬৮৭. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ

১৬৮৭. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ, আদ্বকাম ও ক্রয়-বিক্রয়ে যে সব শর্ত জারি

২০৩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيهَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرَهُ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاُمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ الْآيَةَ قَالَ عُرْوَةُ
فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ إِلَى غَفُورٍ رَحِيمٍ، قَالَ
عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَأَ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي
الْمُبَايَعَةِ مَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ

[২৫৩০] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র).....মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন, সেদিন (সুলহে হুদায়বিয়ার দিন) সুহাইল ইবন আমর যখন সন্ধিপত্র লিখলেন তখন সুহাইল ইবন আমর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি এরূপ শর্ত আরোপ করল যে, আমাদের কেউ আপনার কাছে আসলে সে আপনার দীন গ্রহণ করা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। আর আমাদের ও তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। মুমিনরা এটা অপছন্দ করলেন এবং এতে ক্রুদ্ধ হলেন। সুহাইল এটা ছাড়া সন্ধি করতে অস্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে শর্ত মেনেই সন্ধিপত্র লেখালেন। সেদিন তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইবন আমরের কাছে ফেরত দিলেন এবং সে চুক্তির মেয়াদের কালে পুরুষদের মধ্যে যেই এসেছিলো মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে ফেরত দিলেন। মুমিন মহিলাগণও হিজরত করে আসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবন আবু মুয়াযত (রা) ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তাঁর পরিজন একা তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে দাবী জানালো। কিন্তু তাঁকে তিনি তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। কেননা, সেই মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেছিলেনঃ মুমিন মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদের তোমরা পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না (৬০ : ১০)। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ غَفُورٌ رَحِيمٌ এই আয়াতের ভিত্তিতেই তাদের পরীক্ষা করে দেখতেন। উরওয়া (রা) বলেন, আয়িশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এই শর্তে সম্মত হতো তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু একথা বলতেন, 'আমি তোমাকে বায়আত করলাম। আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণে তাঁর হাত কখনো কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শুধু (মুখের) কথার মাধ্যমে বায়আত করেছেন।

[২৫৩১] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ
جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحَ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ

[২৫৩১] আবু নুআইম (র)..... যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি কল্যাণ কামনার শর্ত আরোপ করলেন।

[২৫৩২] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اسْمَعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

[২৫৩৩] মুসাদ্দাদ (র)..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি, সালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে।

১৬৮৮. بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ

১৬৮৮. পরিচ্ছেদ : তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা

[২৫৩৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَمُثَرَّتَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

[২৫৩৫] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা তার ফল পাবে, অবশ্য ক্রেতা শর্তারোপ করলে ভিন্ন কথা অর্থাৎ সে পাবে।

১৬৮৯. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

১৬৮৯. পরিচ্ছেদ : বিক্রয়ে শর্তারোপ করা

[২৫৩৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّ أَحِبَّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَ لَوُؤُكَ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ

عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونْ لَنَا وَلَاؤُكَ ، فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
لَهَا ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৫৩৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) একবার তাঁর কাছে এসে তার চুক্তি পত্রের (অর্থ আদায়ের) ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন পর্যন্ত সে চুক্তির অর্থ কিছুই আদায় করেনি। আয়িশা (রা) তাকে বললেন, 'তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা যদি ইহা পছন্দ করে যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার চুক্তিপত্রের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব, আর তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তাই করব।' বারীরা (রা) তার মালিককে সে কথা জানালে তারা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সাওয়াব হাসিল করতে চান তবে করুন, তোমার ওয়ালা কিন্তু আমাদেরই থাকবে। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে কথা জানালে তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তাকে খরীদ কর এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা সে-ই পাবে যে আযাদ করবে।'

১৬৭. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهَرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَارَ

১৬৯০. পরিচ্ছেদ : নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাওয়ার শর্তে পশু বিক্রি করা জারিব

২৫৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَضْرَبَهُ فِدْعًا لَهُ فَسَارَ بِسِيرٍ لَيْسَ بِسِيرٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَتْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدْنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلْتُ عَلَى إِثْرِي ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَخْذُ جَمَلِكَ فَخَذْتُ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَا لَكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ فَبِعْتُهُ عَلَى أَنْ لِيْ فِقَارُ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرِطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَكَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ

تَبْلَغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِسْحَقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذَتْهُ بَارَبَعَةَ دَنَانِيرَ وَهَذَا يَكُونُ أَوْقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغْيِرَةً عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَوْقِيَّةٌ ذَهَبٌ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتِي دِرْهَمٍ ، وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسَبُهُ قَالَ بَارَبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِعِشْرَيْنِ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ الْأَشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي

২৫৩৫ আবু নুআইম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক উটের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমণ করছিলেন, সেটি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন নবী ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং উটটিকে (চলার জন্য) আঘাত করে সেটির জন্য দুআ করলেন। ফলে উটটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে, কখনো তেমন দ্রুত চলেনি। তারপর তিনি বললেন, ‘এক উকিয়ার বিনিময়ে এটি আমার কাছে বিক্রি কর।’ আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ‘এটি আমার কাছে এক উকিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর।’ তখন আমি সেটি বিক্রি করলাম। কিন্তু আমার স্বজনের কাছে পৌছা পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার অধিকার রেখে দিলাম। তারপর উট নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে এর নগদ মূল্য দিলেন। তারপর আমি চলে গেলাম। তখন আমার পেছনে লোক পাঠালেন। পরে বললেন, ‘তোমার উট নেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোমার এ উট তুমি নিয়ে যাও এটি তোমারই মাল।’ শু’বা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটটির পেছনে মদীনা পর্যন্ত আমাকে সওয়ার হতে দিলেন। ইসহাক (র) জারীর (র) সূত্রে মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেটি এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, ‘মদীনায় পৌছা পর্যন্ত তার পিঠে সাওয়ার হওয়ার অধিকার আমার থাকবে।’ আতা (র) প্রমুখ বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন) মদীনা পর্যন্ত তোমার তাতে সওয়ার হওয়ার অধিকার থাকবে। ইবন মুনকাদির (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত করেছেন। যায়দ ইবন আসলাম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমার প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে পারবে। আবু যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাকে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে সওয়ার হতে দিলাম। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এর উপর সওয়ার হয়ে তুমি পরিজনের কাছে পৌছবে। উবাইদুল্লাহ ও ইবন ইসহাক (র) ওয়াহাব (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ এক উকিয়ার বিনিময়ে সেটি

খরীদ করেছিলেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ওয়াহাব (র)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র) আতা (র) প্রমুখ সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,) আমি এটাকে চার দীনারের বিনিময়ে নিলাম। দশ দিরহামে এক দীনার হিসাবে তাতে এক উকিয়াই হয়। মুগীরা (র) শাবী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে এবং ইবন মুনকাদির ও আবু যুবাইর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় মূল্য উল্লেখ করেননি। আমাশ (র) সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় এক উকিয়া স্বর্ণ উল্লেখ করেছেন। সালিম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে আবু ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে দু'শ দিরহামের বিনিময়ে। উবাইদুল্লাহ ইব্ন মিকসাম (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে দাউদ ইবন কায়স (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সেটি তাবুকের পথে খরীদ করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে। আবু নাযরা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সেটি বিশ দীনারে খরীদ করেছেন। তবে শাবী (র) কর্তৃক বর্ণিত, এক উকিয়াই অধিক বর্ণিত। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, (রিওয়ায়াতে বিভিন্ন রকমের হলেও) শর্ত আরোপ কৃত রিওয়ায়েতই অধিক সূত্রে বর্ণিত এবং আমার মতে এটাই অধিক সহীহ।

১৬৭১. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَةِ

১৬৯১. পরিচ্ছেদ : বর্ণাচাষ ইত্যাদির বিষয়ে শর্তাবলী

[২৫৩৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَخْوَانِنَا النُّخَيْلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

[২৫৩৮] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন।' তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে আর তোমাদের আমরা ফলের অংশ দিব।' তারা (মুহাজিরগণ (রা)) বললেন, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।'

[২৫৩৭] حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

[২৫৩৭] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (এর ভূমি) ইয়াহুদীদেরকে দিলেন এ শর্তে যে, তারা তাতে কাজ করবে এবং তাতে ফসল ফলাবে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তারা তার অর্ধেক পাবে।

১৬৯২. **بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ أَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا أَشْتَرَطْتَ وَقَالَ الْمُسَوِّرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ فَأَتْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي**

১৬৯২ পরিচ্ছেদ : বিবাহ বন্ধনের সময় মাহরের ব্যাপারে শর্তাবলী। উমর (রা)..... বলেন, দাবী দাওয়া নির্ধারণ শর্তারোপের সময়। আর তুমি যে শর্ত করেছে, তাই তোমার প্রাপ্য। মিসওয়্যার (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তার এক জামাতার কথা বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর জামাতা হিসেবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। আর আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে তা পূরণ করেছে

۲۵۳۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

২৫৩৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের জ্বীদের হালাল করেছে।

১৬৯৩. **بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَزَارَعَةِ**

১৬৯৩. পরিচ্ছেদ : চাষাবাদের শর্তাবলী

۲۵۳۹ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ قَرُبًا أَخْرَجَتْ لَهُدِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ لَهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُثْنِ عَنْ الْوَرَقِ

২৫৩৯ মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে আমরা অধিক শস্য ক্ষেতের মালিক ছিলাম। তাই আমরা ক্ষেত বর্গা দিতাম। কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর ঐ অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের তা করতে নিষেধ করে দেওয়া হতো। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে চাষ করতে দিতে নিষেধ করা হয়নি।

১৬৯৬. بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

১৬৯৪. পরিচ্ছেদ : বিয়েতে যে সব শর্ত বৈধ নয়

[২৫৬০] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا تَسَالِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ أَنْفَاسَهَا

[২৫৪০] মুসাদ্দাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। আর তোমরা (দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) দালালী করবে না। কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপরে দাম না বাড়ায় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের (বিয়ের) প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের চেষ্টা না করে, যেন তার পাত্রের অধিকারী হয়ে যায়।

১৬৯৫. بَابُ الشَّرْطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

১৬৯৫. পরিচ্ছেদ : দণ্ডবিধানে যে সব শর্ত বৈধ নয়

[২৫৬১] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجَهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَشْدُكَ اللَّهُ الْأَقْضِيَّتُ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَضْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذِّنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِأَمْرَاتِهِ وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةً فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيْدَةَ وَالْغَنَمَ رَدَّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ

مِائَةً وَتَفَرُّيبُ عَامٍ أُغْدِيَا أَنْيَسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجَمُهَا
قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَمَهَا

[২৫৪১] কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিংবদন্তি মুতাবিক ফয়সালা করুন।' তখন তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় সমঝদার সে বলল, 'ইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিংবদন্তি মোতাবেক ফয়সালা করুন এবং আমাকে (ঘটনাটি খুলে বলার) অনুমতি দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'বল'। সে বলল, আমার ছেলে এর কাছে মজুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার ছেলের উপর রাজম প্রযোজ্য। তখন আমি তাকে (ছেলেকে) একশ' বকরী এবং একটি বাঁদীর বিনিময়ে তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। পরে আমি আলিমদের জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা আমাকে জানালেন যে, আমার ছেলের দণ্ড হল একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। আর স্ত্রীর দণ্ড রাজম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিংবদন্তি অনুযায়ী ফয়সালা করব। বাঁদী এবং একশ' বকরী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে। আর তোমার ছেলের দণ্ড একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। হে উনায়স। আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রাজম করবে। (রাবী বলেন) উনায়স (রা) পরদিন সকালে সে স্ত্রীলোকের কাছে গেলেন। সে যিনার অপরাধ স্বীকার করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তাকে রাজম করা হল।

১৬৭৬ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

১৬৭৬ পরিচ্ছেদ : মুক্তি দেওয়া হবে এ শর্তে মুকাতাব বিক্রিত হতে রাযী হলে তার জন্য কি কি শর্ত জাযিয়

[২৫৪২] حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْنِي فَإِنْ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتَقْنِي قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيكَ فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَّغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَلَيْسَتْ شَرِطُوا مَا شَاءُوا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرِطَ أَهْلُهَا وَلَاَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرِطُوا مِائَةً شَرِطَ

২৫৪২ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুকাতাবা অবস্থায় বারীরা আমার কাছে এসে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাকে খরীদ করুন। কারণ আমার মালিক আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। তারপর আমাকে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, 'বেশ, বারীরা বলল, 'ওয়ালার অধিকার মালিকের থাকবে- এ শর্ত না রেখে তারা আমাকে বিক্রি করবে না।' তিনি বললেন, তবে তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। পরে নবী ﷺ তা শুনলেন। কিংবা (রাবীর বর্ণনা) তাঁর কাছে সে সংবাদ পৌছল। তখন তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপার কী? এবং বললেন, তাকে খরীদ কর। তারপর তাকে আযাদ করে দাও। তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর আমি তাকে খরীদ করলাম এবং আযাদ করে দিলাম। তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালার তারই হবে, যে আযাদ করবে, তারা শত শর্ত আরোপ করলেও।

১৬৭৭. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَ عَطَاءٌ إِنَّ بَدْءَ الطَّلَاقِ أَوْ آخِرُ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ

১৬৯৭ পরিচ্ছেদ : তালাকের ব্যাপারে শর্তাবলী। ইব্ন মুসাইয়িব, হাসান ও আতা (র) বলেন, তালাক প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক, তা শর্তানুযায়ী প্রযোজ্য

২৫৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيفِ + تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نَهَى وَقَالَ أَدَمُ نَهَيْنَا وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى

২৫৪৩ মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা থেকে মাল খরীদ করতে নিষেধ করেছেন। আর বেদুঈনের পক্ষ হয়ে মুহাজিরদের বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (অপর স্ত্রীলোকের) তালাকের শর্তারোপ না করে আর কোন লোক যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে এবং নিষেধ করেছেন দালালী করতে, (মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) এবং স্তন্যে দুধ জমা করতে (ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে)। মুআয ও আবদুসসামাদ (র) ও বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র)-এর অনুসরণ করেছেন। গুনদার ও আবদুর রহমান (র) নৈহী বলেছেন এবং আদম (র) বলেছেন, نَهَيْنَا আর নাযর ও হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল বলেছেন, نَهَى।

১৬৭৮. بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৬৯৮. পরিচ্ছেদ : লোকদের সাথে মৌখিক শর্তারোপ

[২৫৪৬] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى ابْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتْ الْأُولَى نِسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لَا تَوَاحِدُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ فَانْتَطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَرَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ

[২৫৪৬] ইবরাহীম ইবন মুসা (রা)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মুসা (আ) বলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। (এ প্রসঙ্গে খিযর (আ)-এর এ উক্তিটি উল্লেখ করেন যা তিনি মুসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন), আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না? (মুসা (আ)-এর আপত্তি) প্রথমটি ছিল ভুলবশত, দ্বিতীয়টি শর্ত স্বরূপ, তৃতীয়টি ইচ্ছাকৃত। মুসা (আ) বললেন, আপনি আমার ভুলের কারণে আমার দোষ ধরবেন না এবং আমার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। তাঁরা উভয়ে এক বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিযর (আ) তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছু দূর এগিয়ে তাঁরা পতনোন্মুখ একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযর (আ) প্রাচীরটি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইবন আক্বাস (রা) আয়াতের (وَرَأَاهُم مَلِكٌ) এর স্থলে أَمَامَهُمْ مَلِكٌ পড়েছেন।

১৬৭৭. بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ

১৬৯৯. পরিচ্ছেদ : 'ওয়াল্লা'-এর অধিকার লাভের শর্ত আরোপ

[২৫৪৭] حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ

عَامٍ أَوْ قِيَّةً فَأَعْيَيْنِي فَقَالَتْ إِنَّ أَحَبُّوَا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي ،
فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بِرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبُوا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ
عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا
إِلَّا أَنْ يَكُونُوا الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ
فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ
رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ
فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ
اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

[২৫৪৫] ইসমাদিল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিকের সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার এক চুক্তি করেছি। প্রতি বছর এক উকিয়া করে পরিশোধ করতে হবে। তাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আয়িশা (রা) বললেন, তারা যদি এ শর্তে রাযী হয় যে, আমি তাদের সমস্ত প্রাপ্য এক সাথে দিয়ে দিই এবং তোমার ওয়ালা আমার জন্য থাকবে, তাহলে আমি তা করব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে তাদের একথা বলল; কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল। তারপর বারীরা তাদের কাছ থেকে ফিরে এল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করেছি, ওয়ালায় অধিকার তাদের জন্য না হলে, এতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। নবী ﷺ শুনলেন এবং আয়িশা (রা)-ও তাঁকে অবহিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি বারীরা কে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালায় অধিকারের শর্ত মেনে নাও। কেননা ওয়ালায় অধিকার তো তারই যে আযাদ করবে। আয়িশা (রা) তাই করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা করে বললেন, 'লোকদের কি হল যে, তারা এমন সব শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও শত শর্ত আরোপ করা হয়। আল্লাহর ফয়সালা যথার্থ ও তাঁর শর্ত সুদৃঢ়। ওয়ালা তো তারই যে আযাদ করে।'।

১৭০০. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمَزَارِعَةِ إِذَا شِئْتَ أَخْرَجْتُكَ

১৭০০. পরিচ্ছেদ : বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করা যে, যখন ইচ্ছা আমি তোমাকে বের করে দিব

[২৫৪৬] حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ

خَيْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نَقِرْكُمْ مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعَدَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفَدَعَتْ يَدَاهُ وَرَجَلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتَهَمَّتْنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرَنَّا مُحَمَّدًا ﷺ وَعَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قُلُوبَكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هَزِيلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَاجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيَمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَابِلًا وَعَرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اخْتَصَرَهُ

[২৫৪৬] আবু আহমদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খাম্বারবাসীরা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর হাত পা ভেঙ্গে দিল, তখন উমর (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে তাদের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে চুক্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যতদিন তোমাদের রাখেন, ততদিন আমরাও তোমাদের রাখব। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তাঁর নিজ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য খায়বার গমন করলে এক রাতে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয় এবং তাঁর দু'টি হাত পা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সেখানে ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কোন শত্রু নেই। তারাই আমাদের দূশমন। তাদের উপর আমাদের সন্দেহ। অতএব আমি তাদের নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উমর (রা) যখন এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন, তখন আবু হুকাইক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কি আমাদের খায়বার থেকে বহিষ্কার করবেন? অথচ মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। আর উক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে আমাদের সাথে বর্গাচাষের ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের এ শর্তে দেন।' উমর (রা) বললেন, 'তুমি কি মনে করেছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে উক্তি ভুলে গিয়েছি, তোমার কি অবস্থা হবে, যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমার উটগুলো রাতের পর রাত তোমাকে নিয়ে ছুটবে।' সে বলল, 'এ উক্তি তো আবুল কাসিম এর পক্ষ থেকে বিদূপ স্বরূপ ছিল।' উমর (রা) বললেন, 'হে আবদুল্লাহর দূশমন! তুমি মিথ্যা বলছ।' তারপর উমর

(রা) তাদের নির্বাসিত করেন এবং তাদের ফসলাদি, মালপত্র, উট, লাগাম রশি ইত্যাদি সামগ্রীর মূল্য দিয়ে দেন। রিওয়াযাতটি হাশ্বাদ ইবন সালামা (র)..... উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।

১৭০। بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

১৭০১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির ব্যাপারে শর্তারোপ এবং লোকদের সাথে কৃত মৌখিক শর্ত লিপিবদ্ধ করা

[২০৬৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ فَخَذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرْتُهُمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتْرَةِ الْجَيْشِ فَأَنْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهَبِّطُ عَلَيْهَا مِنْهَا بَرَكَتٌ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَالْحَتُّ ، فَقَالُوا خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيْلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلٍ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشَكَّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَطَشُ ، فَأَنْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيئُ لَهُمْ بِالرِّبِيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ ،

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخَزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ
خَزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نَصَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ، فَقَالَ إِنِّي
تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامَرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمَعَهُمُ
الْعَوْدُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنَّا لَمْ نَجِ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنْ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكْتَهُمُ
الْحَرْبُ وَأَضْرَتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَا دَدْتُهُمْ مَدَّةً وَيَخْلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ
فَإِنْ أَظْهَرُ ، فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَالْأَفْقَدُ
جَمَعُوا وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى
تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ، وَلَيَنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَابِلُغُهُمْ مَا تَقُولُ ، قَالَ
فَانْطَلِقْ حَتَّى آتِيَ قُرَيْشًا ، قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ
وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا قَالَ سَفَهَاوَهُمْ
لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ذُووُ الرِّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا
سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذًا وَكَذَا فَحَدَّثْتُهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ أَلَسْتُ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوْ
لَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَتَّهَمُونَنِي قَالُوا لَا قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ
أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَازٍ ، فَلَمَّا بَلَحوَا عَلَى جِئْتَكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ
أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنْ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةٌ رُشِدَ اقْبَلُوهَا
وَدَعُونِي آتِيَهُ قَالُوا آتَيْتَهُ فَآتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
نَحْنُ مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَيُّ مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ
اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاكَ أَصْلُهُ قَبْلَكَ ،
وَإِنْ تَكُنِ الْآخِرَى ، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وَجُوهًا ، وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا مِنْ

النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوْا وَيَدْعُوْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ امْصَصْ بَظَرِ اللَّاتِ
 أَنْحَنُ نَفْرُ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوْا أَبُو بَكْرٍ أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ
 لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لِأَجْبَتِكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ
 فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ
 وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْفَرُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ
 ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ آخِرُ يَدِكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوْا الْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَيُّ غَدْرُ
 أَلَسْتُ أَسْعَى فِيْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحْبٌ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
 فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ
 وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ
 ﷺ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنْخَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي
 كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا
 تَوَضَّأُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ
 وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَوَجَعَ عُرْوَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ
 قَوْمٍ وَاللَّهِ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِي
 وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعْظِمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعْظِمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ
 مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنْخَمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَكَ بِهَا
 وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى
 وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحَدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ
 تَعْظِيمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةٌ رُّشْدٍ فَأَقْبِلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ
 مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِيْ أَتِيْهِ فَقَالُوْا أَتَيْتِهِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

وَأَصْحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا فَلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعْظِمُونَ الْبُذْنَ
فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبِعِثَتْ وَأَسْقَبَلَهُ النَّاسُ يُلْبُونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ
اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يَصْدُوا عَنْ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ
رَأَيْتُ الْبُذْنَ قَدْ قُلِدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَمَا أَرَى أَنْ يَصْدُوا عَنْ الْبَيْتِ ، فَقَامَ
رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي أَتِيهِ فَقَالُوا أَتِيهِ فَلَمَّا
أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مِكْرَزُ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ
النَّبِيَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرُ
فَاخْبِرْنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَهِّلَ
لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو
فَقَالَ : هَاتِ أَكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ
مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنْ أَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ
الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ أَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قَالَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَدَدْنَاكَ
عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي أَكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
الزُّهْرِيُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظِمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا
أَعْطَيْتَهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَنْ تَخْلُؤَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ
فَنَطُوفَ بِهِ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أَخَذْنَا ضَغْطَةً وَلَكِنْ
ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنْ رَجُلٍ

وَأَنَّ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ
يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ، فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلٍ
بَنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قَيْوُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى
رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا
أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ،
قَالَ فَوَاللَّهِ إِذَا لَمْ أَصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَجَزَهُ لِي قَالَ
مَا أَنَا بِمُجِيزٍ ذَلِكَ قَالَ بَلَى فافْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مَكْرَزٌ بَلْ قَدْ
أَجَزَنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ
جِئْتُ مُسْلِمًا إِلَّا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عَذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ
قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ
حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ
فَلِمَ نُعْطِي الدُّنْيَا فِي دِينِنَا إِذَا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ
نَاصِرِي قُلْتُ أَوْ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ
بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْهِ وَمُطُوفُ بِهِ ، قَالَ
فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ
أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدُّنْيَا فِي
دِينِنَا إِذَا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ
نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغُرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا
أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا
قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْهِ وَمُطُوفُ بِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا
قَالَ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا

فَانْحَرَوْا ثُمَّ اخْلَقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ
 النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ أَخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا
 مِنْهُمْ كَلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ ، وَتَدْعُو خَالِقَكَ فَيَخْلُقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ
 أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بَدَنَهُ وَدَعَا خَالِقَهُ فَخَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ
 قَامُوا فَانْحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَخْلُقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ
 بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْسِكْنَوهُنَّ حَتَّى يَبْلُغَ بَعْضُ
 الْكَوَافِرِ ، فَطُلِقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ أُمْرَاتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ
 أَحَدَاهُمَا مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَالْأُخْرَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ
 النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٌ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ ،
 فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى
 الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمَرٍ لَهُمْ
 فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا
 فَاسْتَلْتُهُ الْآخِرُ فَقَالَ أَجَلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ
 أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَمَكَّنَهُ مِنْهُ فَضْرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَ الْآخِرُ
 حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُ
 لَقَدْ رَأَى هَذَا دُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي
 وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ
 ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْلُ أُمِّهِ
 مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سِيرُدُهُ إِلَيْهِمْ

فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفِلْتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ
فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ
بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ
خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا أُعْطِرُضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ
فَارْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّجِمَ ، لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ
أَتَاهُ فَهُوَ أَمِنْ فَارْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي
كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حِمْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ
حِمْيَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْرَأُوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يَقْرَأُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ عَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ
فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ ، وَبَلَّغَا أَنَّهُ لَمَّا
أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ
أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ، أَنْ عُمَرُ
طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قُرَيْبَةً بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَبِنْتُ جَرُولِ الْخَزَاعِيِّ فَتَزَوَّجَ
قُرَيْبَةً مُعَاوِيَةَ وَتَزَوَّجَ الْآخَرَى أَبَوْجَهُمْ فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يَقْرَأُوا بِأَدَاءِ
مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ وَالْعَقْبُ مَا يُودِي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ
هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا
مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا ، وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ بْنُ أَسِيدٍ
الْبُقْفِيُّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ ، فَكَتَبَ الْآخَنَسُ
بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

[২৫৪৭] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণিত, তাদের উভয়ের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থন করে তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃদায়বিয়ার সময় বের হলেন। যখন সাহাবীগণ রাস্তার এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন, তখন নবী ﷺ বললেন, ‘খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ কুরাইশদের অশ্বারোহী অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে গোমায়ম নামক স্থানে অবস্থান করছে। তোমরা ডান দিকে চল।’ আল্লাহর কসম! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টেরও পেলো না, এমনকি যখন তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ধূলিরাশি দেখতে পেল, তখন সে কুরাইশদের সংবাদ দেওয়ার জন্য গোড়া দৌড়িয়ে চলে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে যখন সেই গিরিপথে পৌঁছলেন, যেখান থেকে মক্কার সোজা পথ চলে গিয়েছে, তখন নবী ﷺ-এর উটনী বসে পড়ল। লোকজন (তাকে উঠাবার জন্য) ‘হাল-হাল’ বলল, কাসওয়া ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে, কাসওয়া ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘কাসওয়া ক্লাস্ত হয়নি এবং তা তার স্বভাবও নয় বরং তাকে তিনিই আটকিয়েছেন যিনি হাতি বাহিনীকে আটকিয়েছিলেন।’ তারপর তিনি বললেন, ‘সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহর সম্মানিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সম্মান প্রদর্শনার্থে কিছু চাইলে আমি তা পূরণ করব।’ এরপর তিনি তাঁর উটনীকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াল। রাবী বলেন, নবী ﷺ তাদের পথ ত্যাগ করে হৃদায়বিয়ার শেষপ্রান্তে অল্প পানিবিশিষ্ট কূপের কাছে অবতরণ করেন। লোকজন তা থেকে অল্প-অল্প পানি নিষ্কাশিত। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন পানি শেষ করে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোষ থেকে একটি তীর বের করলেন এবং সে তীরটি সেই কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর কসম, তখন পানি উপচে উঠতে লাগল, এমনকি সকলেই তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পানি পান করলেন। এমন সময় বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা খুযাই তার খুযাআ গোত্রের কিছু লোক নিয়ে এল। তারা তিহামাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল বলল, আমি কাব ইব্ন লুওয়াই ও আমির ইব্ন লুওয়াইকে রেখে এসেছি। তারা হৃদায়বিয়ার প্রচুর পানির নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে শাবক সহ দুধবতী অনেক উট। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও ঝায়তুল্লাহ যিয়ারতে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি তো কারো সংগে যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং উমরা করতে এসেছি। যুদ্ধ নিঃসন্দেহে কুরাইশদের দুর্বল করে ফেলেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা যদি চায়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি আর তারা আমার ও কাফিরদের মধ্যকার বাধা তুলে নিবে। যদি আমি তাদের উপর জয়ী হই তাহলে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও চাইলে তা করতে পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়টুকুতে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।’ বুদায়ল বলল, ‘আমি আপনার বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব।’ এরপর বুদায়ল কুরাইশদের কাছে এসে বলল, আমি সেই লোকটির (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছে কিছু কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি চাও, তাহলে তোমাদের তা শোনাতে পারি।’ তাদের মধ্যে নির্বোধ লোকেরা বলল, ‘তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না।’ কিন্তু তাদের বিবেকবান লোকেরা বলল, ‘তুমি তাঁকে যা বলতে শুনেছ, আমাদেরকে তা বল।’ তারপর বুদায়ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছিলেন, সব তাদের শুনাল। তারপর উরওয়া ইব্ন মাসউদ উঠে

দাঁড়িয়ে বলল, 'হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' উরওয়া বলল, 'তোমরা কি আমার সন্তান তুল্য নও?' তারা বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই।' উরওয়া বলল, 'আমার সম্বন্ধে তোমাদের কি কোন অভিযোগ আছে?' তারা বলল, না। উরওয়া বলল, তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য উকাযবাসীদের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং তারা আমাদের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি ও আমার অনুগতদের নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। উরওয়া বলল, এই লোকটি তোমাদের কাছে একটি ভাল প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তার কাছে যেতে দাও। তারা বলল, আপনি তাঁর কাছে যান। তারপর উরওয়া নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। নবী ﷺ তার সঙ্গে কথা বললেন, যেমনিভাবে বুদায়লের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। উরওয়া তখন বলল, হে মুহাম্মদ, আপনি কি চান যে, আপনার কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, আপনি কি আপনার পূর্বে আরববাসীদের এমন কারো কথা শুনেছেন যে, সে নিজ কওমের মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল? আর যদি অন্য রকম হয়, (তখন আপনার কি অবস্থা হবে?) আল্লাহ্র কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আবু বকর (রা) তাকে বললেন, তুমি লাভ দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব। উরওয়া বলল, সে কে? লোকজন বললেন, আবু বকর। উরওয়া বলল, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর কসম করে বলছি, আমার উপর যদি আপনার ইহসান না থাকত, যার প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কথার জবাব দিতাম। রাবী বলেন, উরওয়া পুনরায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়িতে হাত দিত। তখন মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল একটি তরবারী ও মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। উরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ির দিকে তাঁর হাত বাড়াতো মুগীরা (রা) তাঁর তরবারীর হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাঁড়ি থেকে তোমার হাত হটাও। উরওয়া মাথা তুলে বলল, এ কে? লোকজন বললেন, মুগীরা ইব্ন শুবা। উরওয়া বলল, হে গান্দার! আমি কি তোমার গান্দারীর পরিণতি থেকে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিনি? মুগীরা (রা) জাহেলী যুগে কিছু লোকদের সাথে ছিলেন। একদিন তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমার ইসলাম মেনে নিলাম, কিন্তু যে মাল তুমি নিয়েছ, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়া চোখের কোণ দিয়ে সাহাবীদের দিকে তাকাতে লাগল। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সংগে সংগে পালন করতেন। তিনি ওয়ু করলে তাঁর ওয়ুর পানির জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহ্র কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্র কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের ন্যায় এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

যদি খুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সংগে সংগে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে^১পালন করেন; তিনি ওয়ু করলে তাঁর ওয়ুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমন কি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও। তা শুনে কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও। লোকেরা বলল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কাছে এল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হলো অমুক ব্যক্তি এবং এমন গোত্রের লোক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। তোমরা তার কাছে কুরবানীর পশু নিয়ে আস। তারপর তার কাছে তা নিয়ে আসা হলো এবং লোকজন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার সামনে এলেন। তা দেখে লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ! এমন সব লোকদেরকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। তারপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি কুরবানীর পশু দেখে এসেছি, সেগুলোকে কিলাদা পরানো হয়েছে ও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের কা'বা যিয়ারত বাধা প্রদান সঙ্গত মনে করি না। তখন তাদের মধ্য থেকে মিকরায় ইব্ন হাফস নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। তারা বলল, তাঁর কাছে যাও। তারপর সে যখন মুসলিমদের নিকটবর্তী হল, নবী ﷺ বললেন, এ হল মিকরায় আর সে দুই লোক। সে নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইব্ন আমর এল। মা'মার বলেন, ইকরিমা (র) সূত্রে আইয়ুব (র) আমাকে বলেছেন যে, যখন সুহায়ল এল তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল।' মা'মার (র) বলেন, যুহরী (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন যে, সুহায়ল ইব্ন আমর এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। তারপর নবী ﷺ একজন লেখককে ডাকলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (লিখ) **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** এতে সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! রাহমান কে - ? আমরা তা জানি না, বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, লিখুন **بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ**। মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ছাড়া আর কিছু লিখব না। তখন নবী ﷺ বললেন, লিখ **بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ** তারপর বললেন, এটা যার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)। তখন সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলেই বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে কা'বা যিয়ারত থেকে বাধা দিতাম না এবং আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হতাম না। বরং আপনি লিখুন, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (এর তরফ থেকে)। তখন নবী ﷺ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল; কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার কর তবে লিখ, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।' যুহরী (র) বলেন, এটি এজন্য যে, তিনি বলেছিলেন, তারা যদি আল্লাহর পবিত্র বস্তুগুলোর সম্মান করার কোন কথা দাবী করে তাহলে আমি তাদের সে দাবী মেনে নিব। তারপর নবী ﷺ বললেন, এ চুক্তি কর যে, তারা আমাদের ও কা'বা শরীকের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না, যাতে আমরা (নির্বিঘ্নে) তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! আরববাসীরা যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে। বরং আগামী বছর তা হতে পারে। তারপর লেখা হলো। সুহায়ল বলল, এ-ও লিখা হউক যে, আমাদের কোন লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার দীন গ্রহণ করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবু জানদাল

ইবন সুহায়ল ইবন আমর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। সুহায়ল বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহায়ল বলল, আল্লাহর কসম! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনো সন্ধি করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেবল এ লোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল, না, এ অনুমতি আমি দেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল, আমি তা করব না। মিকরায় বলল, আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল (র) বলেন, হে মুসলিম সমাজ, আমাদের মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি। আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি। আল্লাহর রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাত্তিত করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কি হকের উপর নই আর আমাদের দূশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা হলে দীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত হয়ে হবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি অবশ্যই রাসূল; অতএব আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না, অথচ তিনিই আমার সাহায্যকারী।' আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলেন নাই যে, আমরা শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি এবছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা'বা গৃহে যাবে এবং তাওয়াফ করবে। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবু বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আবু বকর। তিনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?' আবু বকর (রা) বললেন, 'অবশ্যই।' আমি বললাম, আমরা কি সত্যের উপর নই এবং আমাদের দূশমনরা কি বাতিলের উপর নয়? আবু বকর (রা) বললেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তবে কেন এখন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীনতা স্বীকার করব? আবু বকর (রা) বললেন, 'ওহে! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি তাঁর রবের নাক্ষরমানী করতে পারেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। তুমি তাঁর অনুসরণকে আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের উপর আছেন।' আমি বললাম, তিনি কি বলেননি যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তার তাওয়াফ করব? আবু বকর (রা) বললেন, অবশ্যই। কিন্তু তুমি এবারই যে যাবে একথা কি তিনি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। আবু বকর (রা) বললেন, 'তবে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে এবং তার তাওয়াফ করবে।' যুহরী (র) বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফ্যারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে বললেন, 'তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল।' রাবী বলেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না।' তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে এসে লোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোন কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন।' সেই অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হল যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে

লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে কয়েকজন মুসলিম মহিলা এলেন। তখন আব্দুল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَرَاتِ الْآيَةِ** হে মুমিনগণ! মুমিন মহিলারা তোমাদের কাছে হিজরত করে আসলে, ... কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখে না। ৬০ঃ১০। সেদিন উমর (রা) দু'জন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল মুশরিক থাকাকালে তাঁর স্ত্রী। তাদের একজনকে মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান এবং অপরজনকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া বিয়ে করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ফিরে আসলেন। তখন আবু বাসীর (রা) নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন)। তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল আর তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, আব্দুল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আব্দুল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর (রা) বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। তারপর লোকটি আবু বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। আবু বাসীর (রা) সেটি ধারী তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখে বললেন, এই লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছে বলল, আব্দুল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবু বাসীর (রা)-ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আব্দুল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী, কেউ যদি তাকে বিরত রাখত। আবু বাসীর (রা) যখন একথা শুনলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। রাবী বলেন, এ দিকে আবু জানদাল ইবন সুহায়ল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো, সে-ই আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আব্দুল্লাহর কসম! তাঁরা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নবী ﷺ-এর নিকট লোক পাঠাল। আব্দুল্লাহ ও আত্মীয়তার ওয়াসীলা দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবু বাসীরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)। তারপর নবী ﷺ তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন। এসময় আব্দুল্লাহ তাআলা নাযিল করেন : **حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ** পর্যন্ত। অর্থ : তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত- তাদের থেকে বিরত রেখেছেন..... জাহেলী যুগের অহমিকা পর্যন্ত ৪৮ : ২৬। তাদের অহমিকা এই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আব্দুল্লাহর নবী বলে স্বীকার করেনি এবং **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** মেনে নেইনি; বরং বায়তুল্লাহ ও মুসলিমদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করেছিল। উকাইল (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) বলেন যে, আমার কাছে আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম মহিলাদের পরীক্ষা করতেন এবং আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, যখন আব্বাহ তাআলা নাযিল করেন, মুসলমানগণ যেন মুশরিক স্বামীদের সে সব খরচ আদায় করে দেয়, যা তারা তাদের হিজরতকারী স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে এবং মুসলিমদের নির্দেশ দেন যেন তারা কাফির স্ত্রীদের আটকিয়ে না রাখে। তখন উমর (রা) তাঁর দুই স্ত্রী কুরায়বা বিনতে আবু উমায়্যা ও বিনতে জারওয়াল খুযায়ীকে তালাক দিয়ে দেন। এরপর কুরায়বাকে মু'আবিয়া ও অপর জনকে আবু জাহাম বিয়ে করে নেয়। তারপর কাফিররা যখন মুসলমানদের তাদের স্ত্রীদের জন্য খরচকৃত অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করল, তখন নাযিল হল : **وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ** : তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তোমরা তার বদলা নিবে। ৬০ : ১১ বদলা হলঃ কাফিরদের স্ত্রী যারা হিজরত করে চলে আসে, তাদের কাফির স্বামীকে মাহর মুসলিমদের যা দিতে হয়, এ সম্বন্ধে নবী ﷺ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মুসলিমদের যে সব স্ত্রী চলে গেছে ঐ অর্থ তাদের মুসলিম স্বামীদেরকে দিয়ে দেয়। (যুহরী (র) আরো বলেন) এমন কোন মুহাজির রমণীর কথা আমাদের জানা নেই, যে ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে চলে গেছে। আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, আবু বাসীর ইবন আসীদ সাকাফী (রা) ঈমান এনে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে নবী ﷺ-এর কাছে হিজরত করে চলে আসলেন। তখন আখনাস ইবন শারীক আবু বাসীর (রা)-কে ফেরত চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পত্র লিখল। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

১৭.২. **بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ إِذَا أَجَلُهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ**

১৭০২. পরিচ্ছেদ : ঋণের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা। লায়িস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন যে, সে ব্যক্তি জনৈক বানু ইসরাইলের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চাইলে সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে তা দিল। ইবনে উমর (রা) এবং আতা (র) বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারিত করে নিলে তা জায়েয

১৭.৩. **بَابُ الْمَكَاتِبِ وَمَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالَفُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ**

১৭০৩. পরিচ্ছেদ : মুকাতব প্রসঙ্গে এবং যে সব শর্ত কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী তা বৈধ নয়। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) মুকাতব সম্পর্কে বলেন, গোলাম ও মালিকের মধ্যে সম্পাদিত শর্তই ধর্তব্য। ইবন উমর

অথবা উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) বিরোধী যে কোন শর্ত বাতিল তা শত শর্ত হলেও

[২৫৪৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

[২৫৪৮] আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার কিতাবতের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি (কিতাবতের সমুদয় প্রাপ্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিতে পারি এবং ওয়ালার অধিকার হবে আমার। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন, তিনি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই! যে এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, সে তার অধিকারী হবে না যদিও শত শর্ত আরোপ করে।’

১৭. ৪. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَشْتِرَاطِ وَالْثُنْيَا فِي الْأَقْرَارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا قَالَ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ رَجُلٌ لِكُرْبَةِ ارْحَلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ ارْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَخْرُجْ فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَاعَةً غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ إِنْ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا وَقَالَ إِنْ لَمْ أَتِكَ الْأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ ، فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ

১৭০৪. পরিচ্ছেদ : শর্ত আরোপ করা ও স্বীকারোক্তির মধ্য থেকে কিছু বাদ দেওয়ার বৈধতা এবং লোকদের মধ্যে প্রচলিত শর্তাবলী প্রসংগে যখন কেউ বলে যে, এক বা দু' ব্যতীত একশ'? (তবে হুকুম কি হবে)। ইবন আওন (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার (সওয়ারীর) কেরায়াদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী রাখ আমি যদি অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তুমি একশ' দিরহাম পাবে, কিন্তু সে গেলো না। কাযী শুরাইহ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বেছ্যার বিনা চাপে নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তা তার উপর বর্তায়। ইবন সীরীন (র) থেকে আইয়ুব (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করল এবং (ক্রেতা) তাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার কাছে না আসি তবে তোমার আমার মধ্যে কোন বেচা-কেনা নেই। তারপর সে এল না। তাতে কাযী শুরাইহ (র) ক্রেতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা খেলাপ করেছ। তাই তিনি ক্রেতার বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

২৫৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২৫৪৯ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদ্বাহুর নিরান্নব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৭.০. بَابُ الشَّرْطِ فِي الرِّقَابِ

১৭০৪. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফের ব্যাপারে শর্তাবলী

২৫৫০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَمِرُّهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا إِنَّهُ لَا تَبَاعُ وَلَا تَوْهَبُ وَلَا تَوْرَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ

عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ
فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَيْرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً

২৫৫০ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি আদেশ দেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসস্ত্র ওয়াক্ফে আবদ্ধ করতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদ্কা করতে পার।' ইবন উমর (রা) বলেন, 'উমর (রা) এ শর্তে তা সাদ্কা (ওয়াক্ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।' তিনি সাদ্কা করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবহস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াদ্দী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে যথাবিহিত খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তারপর আমি ইবন সীরীন (র)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে।

کِتَابُ الْوَصَايَا
অসীয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় : অসীয়াত

১৭.৬. بَابُ الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ إِلَى جَنَفًا جُنْفًا مِثْلًا مِثْلًا مَاتِلٌ

১৭০৬. পরিচ্ছেদ : অসীয়াত এসঙ্গে এবং নবী ﷺ-এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার নিকট লিখিত আকারে থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন : তোমাদের অসীয়াত করার বিধান দেওয়া হল। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে, সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার পিতামাতার জন্য,..... পক্ষপাতিত্ব পর্যন্ত। (২ : ১৮০-১৮২) جَنَفًا অর্থ-ঝুঁকে যাওয়া পক্ষপাতিত্ব করা مَاتِلٌ এ ব্যক্তি, যে ঝুঁকে পড়ে, পক্ষপাতিত্ব করে।

২৫৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرُو عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫৫১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাতে অথচ তার কাছে তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না। মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনায় মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন। এ সনদে আমর (র) ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৫৫২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৫৫২ ইবরাহীম ইবন হারিস (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালক অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিন্ত হারিসের ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তিকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, তাঁর হাতিয়ার এবং সে জমি যা তিনি সাদকা করেছিলেন, তাছাড়া কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, কোন দাস-দাসী কিংবা কোন জিনিস রেখে যাননি।’

২৫৫৩ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصْرَفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أَمَرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ

২৫৫৩ খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... তালহা ইবন মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আদী আওফা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত ফরয করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাবের (অনুযায়ী আমল করার) অসীয়াত করেছেন।

২৫৫৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجَرِي فَدَعَا بِالطُّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجَرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ

২৫৫৪ আমর ইব্ন যুরারা (র)..... আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আয়িশা (রা)-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আলী (রা) নবী ﷺ-এর ওয়াসী^১ ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানির তত্বুরি চাইলেন, তারপর আমার কোলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি কখন অসীয়াত করলেন?'

১৭.৭. **بَابُ أَنْ يُتْرَكَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ**

১৭০৭. পরিচ্ছেদ : ওয়ারিসদের অপরের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেয়

২৫৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ وَالْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْقُتْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضْرِبَكَ أُخْرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

২৫৫৫ আবু নু'য়াইম (র)..... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করে, সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহ রহম করুক ইব্ন আফরা-র উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসীয়াত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে অর্ধেক? তিনি ইরশাদ করলেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করলেন, (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে

১. নবী ﷺ আলী (রা)-এর জন্য খিলাফতের অসীয়াত করেছিলেন।

যাওয়া শ্রেয়। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সাদ্কারূপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাও যা তোমার জ্বীর মুখে তুলে দিবে। হয়ত আল্লাহ পাক তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ ছিল না।

১৭০৮ **بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذِّمِيِّ وَصِيَّةُ إِلَّا الثَّلْثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ**

১৭০৮. পরিচ্ছেদ : এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা। হাসান বাসরী (র) বলেন, যিম্মির (কাফির) জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক অসীয়াত করা জাযিয নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যিম্মিদের মধ্যে কয়সালা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ তাদের মধ্যে কয়সালা কর, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী। (৫ : ৪৯)

২৫০৭ **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ**

২৫০৭ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত (তবে ভাল হতো) কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশ।

২৫০৮ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّحِيمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ فَقُلْتُ أَوْصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالْثَّلْثُ قَالَ الثَّلْثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ فَأَوْصِيَ النَّاسُ بِالثَّلْثِ فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ**

২৫৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)..... আমির ইবন সা'দ (র)-এর পিতা সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে না নেন।' তিনি বললেন, 'আশা করি আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার দ্বারা লোকদের উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, 'আমি অসীয়াত করতে চাই। আমার তো একটি মাত্র কন্যা রয়েছে।' আমি আরো বললাম, 'আমি অর্ধেক অসীয়াত করতে চাই।' তিনি বললেন, অর্ধেক অনেক বেশী। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আচ্ছা এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ বেশী বা তিনি বলেছেন বিরাট। সা'দ (রা) বলেন, এরপর লোকেরা এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করতে লাগল। আর তা-ই বৈধ হলো।

১৭. ৯. بَابُ قَوْلِ الْمُوصِي لَوَصِيَّةٍ تَعَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

১৭০৯. পরিচ্ছেদ : অসীর প্রতি অসীয়াতকারীর উক্তি : তুমি আমার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আর অসীর জন্য কিরূপ দাবী জায়েয

২৫৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عَتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمَعَةَ مَنِئِي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أُمِّ أَبِي وَلِيدَةَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعَتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

২৫৫৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্বা ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর ভাই সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে এই বলে অসীয়াত করেন যে, যামআর দাসীর ছেলেটি আমার গুরুসজাত। তাকে তুমি তোমার অধিকারে আনবে। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে নিয়ে নেন এবং বলেন, সে আমার ভতিজা (আমার ভাই) আমাকে এর

ব্যাপারে অসীয়াত করে গেছেন। আব্দ ইব্ন যামআ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার বিছানায় তার জন্ম হয়েছে। তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে আমার ভাইয়ের পুত্র এবং তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসীয়াত করে গেছেন। আব্দ ইব্ন যামআ (রা) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্দ ইব্ন যামআ, সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে, সে-ই সন্তানের অধিকারী। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তারপর তিনি সাওদা বিন্তে যামআ (রা)-কে বললেন, 'তুমি এই ছেলেটি থেকে পর্দা কর।' কেননা তিনি ছেলেটির সঙ্গে উত্বা-র সাদৃশ্য দেখতে পান। ছেলেটির আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখেনি।

১৭১. بَابُ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيْنَهُ جَازَتْ

১৭১০. পরিচ্ছেদ : কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা গ্রহণযোগ্য

২০০৭ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ أَفْلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِئَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ

২৫৫৯ হাসসান ইবন আবু আব্বাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের মাথা দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তা তেঁতলে ফেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এমন করেছে? কি অমুক, না অমুক ব্যক্তি? অবশেষে যখন সেই ইয়াহুদীর নাম নেওয়া হল তখন মেয়েটি মাথা দিয়ে ইশারা করল, হ্যাঁ। তারপর সেই ইয়াহুদীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সে স্বীকার করল। নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। সে মতে পাথর দিয়ে তার মাথা তেঁতলিয়ে দেয়া হলো।

১৭১. بَابُ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

১৭১১. পরিচ্ছেদ : ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই

২০৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ والرُّبْعَ
وَلِلزَّوْجِ الشُّطْرَ والرُّبْعَ

[২৫৬০] মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সেকালে) উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়াত। এরপর আব্বাহ তাআলা তাঁর পছন্দ মোতাবেক এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠমাংশ, স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক অষ্টমাংশ, (না থাকলে) এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক, (থাকলে) এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

১৭১২. بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৭১২. পরিচ্ছেদ : মৃত্যুর সময় দান খয়রাত করা

[২০৭১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمَلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

[২৫৬১] মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম সাদকা কোনটি? তিনি বলেন, সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি অনুরাগ থাকা অবস্থায় দান খয়রাত করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তুমি দারিদ্রের আশংকা রাখ, আর তুমি এভাবে অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কঠাগত হয়ে আসে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেছে।

১৭১৩. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَيُذَكِّرُ أَنْ شَرِيحًا وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا يَصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ إِذَا ابْتَرَأَ الْوَارِثُ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيٌّ ، وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا

تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبِضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ أَقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرْتَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ أَقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَاكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا أُوتِيَ خَانَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، فَلَمْ يَخْصُ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭১৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে)। ৪ : ১২ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওরাইহ, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, তাউস, আতা ও ইব্ন উযায়না (র) রোগক্রান্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তিকে বৈধ বলেছেন। হাসান (র) বলেন, দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হওয়া মানুষ যে স্বীকারোক্তি করে তাই বেশী গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম ও হাকাম (র) বলেন, উত্তরাধিকারী যদি (মৃতের) ঋণ মাফ করে দেয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। রাফি' ইব্ন খাদীজ (র) অসীয়াত করেন যে, যে সকল মাল ফাযারিয়া গোত্রের তার জ্বীর ঘরে আবদ্ধ রয়েছে, তা যেন বের করা না হয়। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি মৃত্যুর সময় তার ক্রীতদাসকে বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছি তবে তা বৈধ। শাবী (র) বলেন, যদি কোন দ্বী মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার হক আদায় করে দিয়েছেন এবং আমি তা নিয়ে নিয়েছি, তবে তা বৈধ। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়ারিস সম্পর্কে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাতে তার সম্বন্ধে কুধারণা হতে পারে। তারপর ইস্তিহসান করে বলেন যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আমানত, পুঞ্জি ও শরীকী ব্যবসা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি বৈধ। অথচ নবী ﷺ বলেছেন যে, তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা খারাপ ধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা। কোন মুসলমানের মাল হালাল নয় ; কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামাত হল-তার নিকট কিছু আমানাত রাখা হলে সে তা খেয়ানাত করে। আল্লাহ তায়ালা বাণীঃ আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানাত তার হকদারের কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে দিবে। ৪ : ৫৮ এতে তিনি উত্তরাধিকারী কিংবা অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

۲۵۶۲ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا
أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

২৫৬২ সুলাইমান ইব্ন দাউদ আবু রাবী' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

১৭১৪. بَابُ تَاوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ يُذَكِّرُ أَنْ
النَّبِيُّ ﷺ قَضَى بِالْدَيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَإِذَا هُوَ الْأَمَانَةُ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَدَقَةَ
الْأَعْنَ ظَهَرَ غَنَى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُوصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

১৭১৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে) ৪ : ১১ এর ব্যাখ্যা। উল্লেখ রয়েছে যে, নবী ﷺ অসীয়াতের পূর্বে ঋণ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী : আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হকদারের কাছে ফিরিয়ে দিবে। ৪ : ৫৮ কাজেই নফল অসীয়াত পূরণ করার আগে আমানত আদায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর নবী ﷺ বলেছেন : স্বচ্ছলতা ব্যতীত সাদকা করতে নেই। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অসীয়াত করবে না। নবী ﷺ বলেন, গোলাম তার মালিকের সম্পদের হিফাজতকারী

২০৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا
حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ
وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ
عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي
أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ
يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوَفِّيَ

২৫৬৬ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).... হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমি সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। আবার সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে হাকীম। এই ধন সম্পদ সবুজ-শ্যামল, মধুর। যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতীক্ষা কাতর অন্তরে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায়; কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চাইতে উত্তম।' হাকীম (রা) বলেন, তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে আর কারো কিছু চাইব না। (কোন কিছু নেব না) এরপর আবু বকর (রা) কিছু দান করার জন্য হাকীমকে আহবান করেন, কিন্তু হাকীম (রা) তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারপর উমর (রা)-ও হাকীম (রা)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। তখন উমর (রা) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি আল্লাহ প্রদত্ত গণীমতের মাল থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ তাঁর সামনে পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন; হাকীম (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নবী ﷺ -এর পরে আর কারো নিকট কিছু চাননি।

২৫৬৭ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ
فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَّةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ

২৫৬৮ বিশ্ব ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, পুত্র তার পিতার সম্পদের দায়িত্ববান।

১৭১৫. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي وَكَانَ قَرَابَةً حَسَّانَ وَأَبِي مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَسْمُهُ زَيْدٌ بْنُ سَهْلٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ عَدَى بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ الثَّلَاثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ زَيْدٍ مَنَاةَ بْنِ عَدَى بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرٍو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ بْنُ قَيْسٍ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرٍو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْأَسْلَامِ

১৭১৫. পরিচ্ছেদ : যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা? সাবিত (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবু তালহাকে বলেন, তুমি (তোমার বাগানটি) তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। তারপর তিনি বাগানটি হাস্‌সান ও উবাই ইব্ন কা'বকে দিয়ে দেন। আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা সুমামা এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে সাবিত (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) বাগানটি হাস্‌সান এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে দিলেন আর তারা উভয়েই আমার চাইতে তার নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবু তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্‌সান এবং উবাই (রা)-এর সম্পর্ক ছিল এরূপঃ আবু তালহা (রা) নাম-যায়দ ইব্ন সাহল ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ যিনি ছিলেন মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। (হাস্‌সানের বংশ পরিচয় হলোঃ) হাস্‌সান ইব্ন সাবিত ইব্ন মুন্যির ইব্ন হারাম। কাজেই উভয়ে হারাম নামক পুরুষে মিলিত হন। যিনি তৃতীয় পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং হারাম ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ যিনি মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। অতএব

হাস্‌সান, আবু তালহা ও উবাই (রা) ষষ্ঠ পুরুষে এসে আমার ইবন মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। আর উবাই হলেন উবাই ইবন কা'ব ইবন কায়স ইবন উবাইদ ইবন যায়দ ইবন মুআবিয়া ইবন আমর ইবন মালিক ইবন নাজ্জার। কাজেই আমার ইবন মালিক এসে হাস্‌সান, আবু তালহা ও উবাই একত্র হয়ে যায়। কারো কারো মতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়াত করলে তা তার মুসলিম বাপ-দাদার জন্য প্রযোজ্য হবে।

২৫৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبَطْنِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

২৫৬৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-কে বলেন আমার মত হলো, তোমার বাগানটি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাই আবু তালহা (রা) তার বাগানটি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল : (হে মুহাম্মদ) আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দেন (২৬:২১৪)। তখন নবী ﷺ কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রদের ডেকে বললেন, হে বানু ফিহর, হে বানু আদী, তোমরা সতর্ক হও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলো: (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬ : ২১৪)। তখন নবী ﷺ বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়।

১৭১৬. بَابُ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ

১৭১৬. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

২৫৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا

أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلَيْتُنِي مَا شِئْتُ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

[২৫৬৬] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬ঃ২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা (আল্লাহর আযাব থেকে) আত্মরক্ষা কর। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানু আব্দ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়া! রাসূলুল্লাহর ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আসবাগ (র) ইবন ওয়াহব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

۱۷۱۷. بَابٌ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَهُ أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

১৭১৭. পরিশ্লেদ : ওয়াক্ফকারী তার কৃত ওয়াক্ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি? উমর (রা) শর্তারোপ করেছিলেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী হবে, তার জন্য তা থেকে কিছু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী নিজেও মুতাওয়াল্লী হতে পারে, আর অন্য কেউও হতে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি উট বা অন্য কিছু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে তার জন্যও তা থেকে নিজে উপকৃত হওয়া বৈধ, যেমন অন্যদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, যদিও শর্ত আরোপ না করে

[২০৬৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ
وَيْحَكَ

[২৫৬৭] কুতাইবা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তো কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বার বা চতুর্থবার তাকে বললেন, তার উপর সওয়ার হয়ে যাও, দুর্ভোগ তোমার জন্য কিংবা বললেন, তোমার প্রতি আফসোস।

[২৫৬৮] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ
ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي
الثَّالِثَةِ

[২৫৬৮] ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। লোকটি বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তো কুরবানীর উট।' তিনি দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার বললেন, এর উপর সওয়ার হও, দুর্ভোগ তোমার জন্য।

١٧١٨. بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَقَفَ ، وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخْصُ أَنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ وَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَفَعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ
وَبَنِي عَمِّهِ

১৭১৮. পরিচ্ছেদ : যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা জায়িয়। কেননা, উমর (রা) এই রকম ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুতাওয়াস্সীরা জন্য তা থেকে কিছু খেতে দোষ নেই। তিনি নিজে মুতাওয়াস্সী হবেন, না অন্য কেউ তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। নবী করীম ﷺ আবু তালহা (র)-কে বলেন, আমার অভিমত এই যে, তুমি তা (তোমার সাদকাকৃত বাগানটি) তোমার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব। তারপর তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন

١٧١٩. بَابُ إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا

فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بَيْتَ طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَاجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيَّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

১৭১৯. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাদকা এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয়। সে তা আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের ইচ্ছা দান করতে পারে। আবু তালহা (রা) যখন বললেন যে, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাদকা করলাম। তখন নবী ﷺ তা জায়িয় রেখেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যতক্ষণ না কারো জন্য তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয় হবে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিকতর সহীহ

১৭২. بَابُ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

১৭২০. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাদকা তবে তা জায়িয়, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে

২৫৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرَمَةَ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوْفِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي تُوْفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيْنَفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

২৫৬৮ মুহাম্মদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে (সা'দ) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদকা করি, তাহলে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বললেন, 'ইয়া।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদকা করলাম।'

১৭২১. بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقَةٍ أَوْ دَوَابَّهُ فَهُوَ جَائِزٌ

১৭২১. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সাদকা বা ওয়াকফ করে তবে তা জায়িয়

[২০৭.] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

[২৫৭০] ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার তাওবা (কবুলের শুকরিয়া) হিসাবে আমি আমার যাবতীয় মাল আদ্বাহ ও আদ্বাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে সাদকা করে মুক্ত হতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, 'তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।'

১৭২২. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ، ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ اسْمِعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنْ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى يَسْرَحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيثَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِلَى رَسُولِهِ أَرْجُو بَرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعَهَا أَيْ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ قَبْلُنَا مِنْكَ ﷺ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِي وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ لَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمٍ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيثَةُ فِي مَوْضِعٍ قَصَرَ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ

১৭২২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদকা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল। ইসমাইল (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন নাখিল হলোঃ “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না। (৩ : ৯২) তখন আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, **الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** এবং আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। আনাস (রা) বলেন, এটি সে বাগান যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকরীফ নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং এর পানি পান করতেন। আবু তালহা (রা) বলেন এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে দান কর। আমি এর বিনিময়ে ছাওয়াব ও আখিরাতের সঞ্চয়ের আশা রাখি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বেশ, হে আবু তালহা। এটি লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করলাম এবং তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। তারপর আবু তালহা (রা) তা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সাদকা করে দিলেন। আনাস (রা) বলেন যে, এদের মধ্যে উবাই এবং হাস্‌সান (রা)-ও ছিলেন। হাস্‌সান তার অংশ মুআবিয়া (রা)-এর কাছে বিক্রি করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি আবু তালহা-এর সাদকাকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছ? হাস্‌সান (রা) বললেন, আমি কি এক সা’ দিরহামের বিনিময়ে এক সা’ খেজুর বিক্রি করব না? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি ছিল বনু হুদায়লা প্রাসাদের স্থানে অবস্থিত, যা মুআবিয়া (রা) নির্মাণ করেন।

১৭২৩. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ**

১৭২২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে। (৪ : ৮)

২৫১১ **حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ نُسِخَتْ وَلَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْيَتَامَى وَالْإِثْرُ وَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُقُ وَوَالٍ لَا يَرِثُ وَقَالَ فَذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ**

২৫১১ আবু নুমান মুহাম্মদ ইবন ফায়ল (রা)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের ধারণা, উক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহর কসম। আয়াতটি মানসূখ হয়নি; বরং লোকেরা এর উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আত্মীয় দু’ ধরনের- এক, আত্মীয় যারা ওয়ারিস হয়, এবং তারা

উপস্থিতদের কিছু দিবে। দুই, এমন আত্মীয় যারা ওয়ারিস নয়, তারা উপস্থিতদের সঙ্গে সদালাপ করবে এবং বলবে, আমাদের অধিকার কিছু নেই, যা তোমাদের দিতে পারি।

১৭২৬. **بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوفِيَ فَجَاءَهُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءُ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ**

১৭২৪. পরিচ্ছেদ : হঠাৎ মারা গেলে তার পক্ষ থেকে সাদকা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে তার মান্নত আদায় করা

[২০৭২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي أَفْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا

[২৫৭২] ইসমাঈল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার ধারণা যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সাদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সাদকা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে সাদকা কর।

[২০৭৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

[২৫৭৩] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাদ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মান্নত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় কর।

১৭২৫ : **بَابُ الْأَشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ**

১৭২৫. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ, সাদকা ও অসীয়াতে সাক্ষী রাখা

[২০৭৪] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ

أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَانِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

[২৫৭৪] ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বানু সাদ্দদার নেতা সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন। তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদ্কা করি, তবে তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিথ্রাফের বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদ্কা করলাম।'

১৭২৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

১৭২৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর তাআলার বাণী : ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সংগে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সংগে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করবে না, তা মহাপাপ। তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪ : ২-৩)

[২৫৭৫] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجَرٍ وَلَيْيَهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَتَنْهَوُا عَنْ نِكَاحِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ فِي أَكْمَالِ الصِّدَاقِ ، وَأَمْرُوهُنَّ بِنِكَاحٍ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، قَالَتْ فَبَيْنَ اللَّهِ هَذِهِ
الْآيَةُ أَنَّ الْيَتِيمَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا ، وَلَمْ
يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِأَكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قَلَّةِ
الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكَوْهَا وَالتَّمَسُّوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَلَمَّا
يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ،
إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهَا الْآوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا

[২৫৭৫] আবুল ইয়ামান (র)..... উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ وَتَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪ঃ৩)। আয়াতটির অর্থ কি? আয়িশা (রা) বললেন, এখানে সেই ইয়াতীম মেয়েদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের লালন-পালনে থাকে। এরপর সে অভিভাবক তার রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, তার সমমানে মেয়েদের প্রচলিত মাহর থেকে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব যদি মাহর পূর্ণ করার ব্যাপারে এদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে তবে ঐ অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এদের বিবাহ করতে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের ছাড়া অন্য মেয়েদের বিবাহ করতে। আয়িশা (রা) বলেন, এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ এবং লোকে আপনার কাছে মহিলাদের বিষয়ে জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদের তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন (৪ঃ১২৭)। আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াতীম মেয়েরা সুন্দরী ও সম্পদশালী হলে অভিভাবকরা তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু পূর্ণ মাহর প্রদান করে না। আবার ইয়াতীম মেয়েরা গরীব হলে এবং সুশ্রী না হলে তাদের বিয়ে করতে চায় না বরং অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়িশা (রা) বলেন যে, আকর্ষণীয় না হলে তারা যেমন ইয়াতীম মেয়েদের পরিত্যাগ করে, তেমনি আকর্ষণীয় মেয়েদেরও তারা বিয়ে করতে পারবে না, যদি তাদের ইনসাফ মারফি পূর্ণ মাহর প্রদান এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় না করে।

১৭২৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى قَوْلِهِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ، حَسِيبًا كَافِيًا وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

১৭২৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়াভাবে ঐ সম্পদ হতে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন তাদের সম্পদ হতে নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। এক নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত (৪ : ৬-৭) حَسْبًا অর্থ যথেষ্ট আর অসী ইয়াতীমের মাল কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তার শ্রমের অনুপাতে কী পরিমাণ সে ভোগ করতে পারবে

২০৭৭ حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْعٌ وَكَانَ نَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفْذْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَّقَتْهُ ذَالِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَلَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُؤْكَلَ صَدِيقُهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ

২৫৭৬ হারুন (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে উমর (রা) নিজের কিছু সম্পত্তি সাদকা করেছিলেন, তা ছিল, ছামাগ নামে একটি খেজুর বাগান। উমর (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি সেটি সাদকা করতে চাই।' নবী ﷺ বলেন, 'মূল সম্পদটি এ শর্তে সাদকা কর, যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিস হবে না, বরং তার ফল (আল্লাহর পথে) দান করা হবে। তারপর উমর (রা) সেটি এভাবেই সাদকা করলেন। তার এ সাদকা ব্যয় হবে আল্লাহর রাস্তায়, দাস মুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়ালী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন দোষ নেই। তবে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।

২০৭৭ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ أَنْزَلَتْ فِي الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ

[২৫৭৭] উবাইদ ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আল্লাহ তাআলার বাণীঃ) যে বিত্তবান সে যেন বিরত থাকে আর যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে (৪ : ৬)। আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে বিধি মোতাবেক ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খেতে পারবে।

১৭২৮. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

১৭২৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (৪ : ১০)

[২৫৭৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ ، وَالسَّخَرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَآكُلُ الرِّبَا وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَالِي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

[২৫৭৮] আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল প্রকৃতির সতী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।

১৭২৯. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَخْرَجَكُمْ وَضِيقٌ ، وَعَنْتُ خَضَعْتُ ، وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَرَدُّ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةٌ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ

أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا. الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأَ : وَاللَّهِ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يَتَامَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدَرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ

১৭২৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ডাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন (২ : ২২০)। لَا تُغْنِيكُمْ এর অর্থ তোমাদের কতিয়ন্ত এবং কষ্টে ফেলতে পারতেন। غَنَى শব্দের অর্থ নত হল, (ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ) সুলাইমান (র)..... নাকি (র) থেকে বর্ণিত, ইবন উমর (রা) কখনো কারো অসীয়াত প্রত্যাখ্যান করেননি। ইবন সীরীন (র)-এর কাছে ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে সবচাইতে প্রিয় বিষয় ছিল, অভিভাবক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের একত্রিত হওয়া, যাতে তারা তার কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। তাউস (র)-এর কাছে ইয়াতীমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাঠ করতেন : وَاللَّهِ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ আল্লাহ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট হোক কিংবা বড়, অভিভাবক তার অংশ থেকে প্রত্যেকের জন্য পরিমাণ মত ব্যয় করতে পারবে।

١٧٣. بَابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ لَهُ صَلَاحًا وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجَهَا لِلْيَتِيمِ

১৭৩০. পরিচ্ছেদ : আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখা

٢٥٧٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنْسًا غُلَامٌ كَيْسٌ فَلْيَخْدَمْكَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْخَضَرِ مَا قَالَ لِي لَيْشَاءُ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لَيْشَاءُ لِمَ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا

[২৫৭৯] ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদিম ছিল না। আবু তালহা (রা) আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে।' এরপর প্রবাসে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কৃত কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, তুমি এটি এরূপ কেন করলে না?

১৭৩১. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

১৭৩১. পরিচ্ছেদ : যখন কোন জমি ওয়াক্ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ। অনুরূপ সাদ্কাও

[২৫৮০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْتُهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَابِحٌ شَكٌّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ

[২৫৮০] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা'র খেজুর বাগান-সম্পদ সবচাইতে বেশী ছিল। আর সকল সম্পদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল মসজিদের (নববীর) সামনে অবস্থিত বায়রুহা বাগানটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে

বাগানে যেতেন এবং এর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন নাযিল হল: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ** তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা নেকী হাসিল করতে পারবে না। আবু তালহা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্ বলেছেন: তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো নেকী হাসিল করতে পারবে না। আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। সেটি আল্লাহর নামে সাদকা। আমি আল্লাহর কাছে এর সওয়াব ও কিয়ামতের সঞ্চয়ের আশা করি। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী আপনি তা ব্যয় করুন।' রাসূলুল্লাহ্ **ﷺ** বলেন, 'বেশ! এটি লাভজনক সম্পদ অথবা (বললেন), অস্থায়ী সম্পদ।' ইব্ন মাসলামা সন্দেহ পোষণ করেন। (রাসূলুল্লাহ্ **ﷺ** বলেন) তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার মতে তুমি তা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তা-ই করব।' তারপর তিনি তা তার আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইসমাইল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ, ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (রা) মালিক (র)-এর (সন্দেহ ছাড়াই) **رَافِعٍ** (অস্থায়ী) বর্ণনা করেছেন।

২৫৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ **ﷺ** إِنَّ أُمَّهُ تُوَفِّيْتُ أَيْنَفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنْ لِي مِخْرَافًا، فَإِنَّهُ أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

২৫৮৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ **ﷺ**-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার মা মারা গেছেন। তার পক্ষ থেকে যদি আমি সাদকা করি তাহলে তা কি তার উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাহাবী বললেন, আমার একটি বাগান আছে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি তার পক্ষ থেকে সাদকা করলাম।

১৭৩২. **بَابُ إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ**

১৭৩২. পরিচ্ছেদ : এক দল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা হলে তা জায়িজ

২৫৮৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ **ﷺ** بِنِجْنٍ أَلْمَشْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونَنِي بِحَابِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

২৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী **ﷺ** মসজিদ তৈরীর নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, হে বানু নাজ্জার, তোমরা এই বাগানটির মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে

বিক্রি কর। তারা বলল, এরূপ নয়। আল্লাহর কসম! আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই এর মূল্যের আশা রাখি।

১৭৩৩. بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

১৭৩৩. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ কিভাবে লেখা হবে?

[২০৮৩] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْنٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

[২৫৮৩] মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াক্ফ করে তার উৎপন্ন সাদকা করতে পার। উমর (রা) এটি গরীব, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়ালী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে সঞ্চয় করবে না।

১৭৩৪. بَابُ الْوَقْفِ لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ وَالضَّيْفِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ : অভাবগ্রস্ত ধনী, ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্ফ করা

[২০৮৪] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ

২৫৮৪ আবু আসিম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ লাভ করেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদকা করতে পার। তারপর তিনি সেটি অভাবগ্রস্ত, মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের মধ্যে সাদকা করে দেন।

১৭৩৫. بَابُ وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা

২৫৮৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৫৮৬ ইসহাক (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, 'হে বানু নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।' তারা বলল, 'এরূপ নয়, আল্লাহর কসম! একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।'

১৭৩৬. بَابُ وَقْفِ الدُّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرَّبُهَا ، وَجَعَلَ رِيحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِيحِ تِلْكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِيحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

১৭৩৬. পরিচ্ছেদ : জন্তু জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনারূপা ওয়াক্ফ করা। যুহরী (র) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে আল্লাহর পথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করল এবং তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে তা দিল, সে যেন তা দিয়ে ব্যবসা করে আর লভ্যাংশটি মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সাদকা করে দিল। লোকটি সেই এক হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ থেকে খেতে পারবে কি? যদিও সে এর লভ্যাংশ মিসকীনদের জন্য সাদকা করেনি। যুহরী (র) বলেন, তা থেকে সে নিজে খেতে পারবে না

২৫৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأَخْبَرَ عُمَرَ
أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ لَا
تَبْتَاعَهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

২৫৮৬ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া
আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আরোহণ করার জন্য দিয়েছিলেন, তিনি এক
ব্যক্তিকে তা আরোহণ করার জন্য দিলেন। উমর (রা)-কে জানান হলো যে, ঘোড়াটি সে ব্যক্তি বিক্রির জন্য
রেখে দিয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি
তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদকা করে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিবে না।'

১৭৩৭. بَابُ نَفَقَةِ الْقِيمِ لِلْوَقْفِ

১৭৩৭. পরিচ্ছেদ ৪ ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়কের খরচ

২০৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ
وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ
صَدَقَةٌ

২৫৮৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমার
উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা
থেকে আমার সহধর্মীনিদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদকা।'

২০৮৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ
وَيُؤْكَلَ صَدِيقُهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

২৫৮৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) তাঁর ওয়াক্ফে এই
শর্তারোপ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা থেকে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকেও খাওয়াতে পারবে, তবে
সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।

১৭৩৮. بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا ، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَوْقَفَ أَنْسَ دَارًا ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ
بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، فَإِنْ اسْتَعْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ ،
وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ
عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عِثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنشُدْكُمْ اللَّهَ ، وَلَا أَنشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ
النَّبِيِّ ﷺ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بَيْتًا رُؤْمَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ
فَحَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ ، قَالَ
فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ فَيَ وَقِفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَقَدْ يَلِيهِ
الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلِّ

১৭৩৮. পরিচ্ছেদ : যখন কেউ জমি বা কূপ ওয়াক্ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। যখন তিনি সেখানে আসতেন, তখন তাতে অবস্থান করতেন। যুবায়র (রা) তার ঘর সাদ্কা করে তার কন্যাদের মধ্যে যারা তালাক প্রাপ্তা তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে তারা এখানে বসবাস করতে পারবে; এবং তাদেরও যেন কোন কষ্ট দেওয়া না হয়। তবে তারা যদি স্বামী গ্রহণ করে অভাবমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাদের হক থাকবে না। ইবন উমর (রা) তার পিতা উমর (রা)-এর ওয়ারিস হিসাবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন সেটি তার অভাবগ্রস্ত বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আবদান (র) আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) অবরুদ্ধ হলে তিনি উপর থেকে সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আর আমি নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন; যে ব্যক্তি রুমার কূপটি খনন করে দিবে সে জান্নাতী এবং আমি তা খনন করে দিয়েছি। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রী ব্যবস্থা করে দেবে, সে জান্নাতী এবং আমি তা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন। উমর(রা) তাঁরওয়াক্ফসম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লী জন্য তা থেকে আহার করতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী কখনো নিজে মুতাওয়াল্লী হয় আবার কখনো অপর ব্যক্তি হয়। এ ব্যাপারে সকলের জন্য অবকাশ রয়েছে

১৭৩৯. **بَابُ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ**

১৭৩৯. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জায়িজ

২৫৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

২৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বললেন, হে বানু নাজ্জার! তোমাদের বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর কাছে আশা রাখি।

১৭৪. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِلَى اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الثَّافِسِينَ ، وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيَّ بْنِ بَدَأٍ فَمَاتَ السُّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بَتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِّنْ فِضَّةٍ مَُّخَوَّصًا مِّنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتِغْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِّنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِّنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ**

১৭৪০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে

সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আল্লাহ তাআলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না। (৫ : ১০৬-১০৮) আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী ইব্ন বান্দা (র) -এর সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহম গোত্রের লোকটি এমন এক জায়গায় মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত জিনিস পত্র নিয়ে ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়-স্বজন তার মধ্যে স্বর্ণখচিত একটি রূপার পেয়ালা পেলেন না। এ সম্পর্কে তাদের দু'জনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম করালেন। তারপর তারা পেয়ালাটি মক্কায় পেল। (যাদের কাছে পাওয়া গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদী (র)-এর নিকট থেকে ক্রয় করেছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম করে বলে, এ দু'জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিক গ্রহণীয়। নিশ্চয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আত্মীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

১৭৬১. بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دِيُونِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

১৭৪১. পরিচ্ছেদ : অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃতের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা

২৫৯০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَوْ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشُّعْبِيُّ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَلَمَّا حَضَرَ جَدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي اسْتَشْهَدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَرَكَ الْغُرَمَاءُ ، قَالَ إِذْهَبْ فَبَيِّدِرْ كُلَّ تَمَرٍ عَلَى نَاحِيَّتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أَغْرَوْا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيِّدِرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى آدَى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي ، وَلَا أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ ، فَسَلِّمِ وَاللَّهِ الْبَيَّادِرُ كُلُّهَا ، حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيِّدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ ثَمَرَةً وَاحِدَةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ اُغْرُوا بَنِي هَيْجُوا بَنِي فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

[২৫৯০] মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক (র) কিংবা ফযল ইব্ন ইয়াকুব (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক (র)-এর মাধ্যমে..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়। তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান আর তাঁর উপর ঋণও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে আর তিনি অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা আপনাকে দেখে নিক। (হয়ত এতে তারা কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে পারে।) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যাও। (খেজুর কেটে) এক এক রকম খেজুর এক এক স্থানে জমা কর। আমি তা-ই করলাম। এরপর তাঁকে অনুরোধ করে নিয়ে এলাম। লোকেরা (পাওনাদাররা) যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। তিনি তাদের এরূপ করতে দেখে খেজুরের বড় স্তূপটির চারদিকে তিনবার ঘুরলেন, এরপর তার উপর বসে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার পিতার সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলেন। আর আল্লাহ্র কসম, আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, আমার পিতার ঋণ আল্লাহ্ পরিশোধ করে দেন, এবং আমি আমার বোনদের কাছে একটি খেজুরও নিয়ে না ফিরি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সমস্ত স্তূপই যেমন ছিল তেমন রয়ে গেল। আমি সেই স্তূপটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিলাম, যার উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে ছিলেন। মনে হলো যে, তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন اُغْرُوا এর অর্থ হলো مَيْجُوا অর্থাৎ আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। মহান আল্লাহ্র বাণী : “আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি।” (৫ : ১৪)

کِتَابُ الْجِهَادِ
জিহাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় : জিহাদ

১৭৬২. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسَّيْرِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَيَشْرِي الْمُؤْمِنِينَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ ✓

১৭৪২. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ও যুদ্ধের কথীলত। আল্লাহ তাআলার বাণী : আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণে আল্লাহ অগেঙ্কা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্যে আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য.....এবং মুমিনদেরকে আপনি শুভ সংবাদ দেন। (৯ : ১১১-১২) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, حُدُودُ (আল্লাহর) আনুগত্য

২৫৯১ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَالٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَالِيدَ بْنَ الْعِزَّارِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ اسْتَزِدَّتُهُ لَزَادَنِي

[২৫৯১] হাসান ইবন সাব্বাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, 'সময় মত সালাত আদায় করা।' আমি বললাম, 'তারপর কোন্টি?' তিনি বলেন, 'এরপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' আমি বললাম, 'তারপর কোন্টি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি (কথা) বাড়াতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।

[২৫৯২] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا

[২৫৯২] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেরিয়ে পড়।'।

[২৫৯৩] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

[২৫৯৩] মুসাদ্দাদ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে মকবুল হজ্জ।'।

[২৫৯৬] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، قَالَ لَا أَجِدُهُ ، قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْطُرَ وَتَصُومَ وَلَا تَفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنْ فِي طَوِيلِهِ ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ ،

[২৫৯৪] ইসহাক ইব্ন মানসুর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (এরপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং (এতটুকু) আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙবে না। লোকটি বলল, তা কার সাধ্য? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ‘মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।’

١٧٤٣. بَابُ أَفْضَلِ النَّاسِ مُؤْمِنٍ مُجَاهِدٍ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ، تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

১৭৪৩ পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে সে মুমিন মুজাহিদই উত্তম, যে স্বীয় জ্ঞান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মভূদ শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে..... এ-ই মহাসাফল্য। (৬১ : ১০-১২)

[২৫৯৫] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ ، قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

[২৫৯৫] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সেই মুমিন যে নিজ জ্ঞান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'সেই মুমিন যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।' ✓

[২৫৯৬] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بَأَن يُتَوَفَّاهُ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

[২৫৯৬] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা নিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর ন্যায়। আল্লাহ তাআলা তার পথের মুজাহিদের জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

١٧٤٤. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَقَالَ عُمَرُ الْهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدٍ رَسُولِكَ

১৭৪৪. পরিচ্ছেদ : পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ। উমর (রা) বলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার রাসূলের শহরে শাহাদাত নসীব করুন'।

[২৫৯৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمِّ

حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسْرِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ ، شَكُّ اسْحَقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ وَمَا يَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غَزَاةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبْتَ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجْتَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتَ

২৫৯৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন, উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাচতে থাকেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাসির কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখতে উপবিষ্ট।' এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (র) সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার মাথা রাখেন (ঘুমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়।' পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। তারপর মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)-এর সময় উম্মে হারাম (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

১৭৬৫. بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَالُ هَذِهِ سَبِيلِي

১৭৪৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। বলা হয় هَذِهِ سَبِيلِي জীলিল ও সَبِيلِي হুদা সَبِيلِي পুথলিগ অর্থাৎ উভয়ই ব্যবহার হয়, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন غَزَى এর এক বচন হল غَزَى এবং هُم دَرَجَاتِ এর অর্থ لَهُم دَرَجَاتِ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা

২৫৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وَلِدَ فِيهَا ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ ، قَالَ إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ أَرَاهُ قَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

২৫৮৮ ইয়াহইয়া ইবন সালিহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবন ফুলাইহ (র) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপর রয়েছে আরশে রহমান।

২৫৭৯ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي

دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

[২৫৯৯] মুসা (র)..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।

১৭৬৭. بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

১৭৪৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারোর একটি ধনুক পরিমাণ স্থান

[২৬০০] حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

[২৬০০] মুআত্তা ইবন আসাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

[২৬০১] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ الْغَدْوَةُ أَوْ الرُّوحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ

[২৬০১] ইবরাহীম ইবন মুনিয়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা (পৃথিবী) থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা সূর্যের উদয়াস্তের স্থান (পৃথিবী)-এর চাইতে উত্তম।

[২৬০২] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّوحَةُ وَالْغَدَاةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمِمَّا فِيهَا

[২৬০২] কাবীসা (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম।

১৭৬৭. بَابُ الْحَوْرِ الْعَيْنِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ ، وَزَوْجَانَهُمْ بِحَوْرِ عَيْنٍ أَنْكَحَنَاهُمْ .

১৭৪৭. পরিচ্ছেদ : ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হর ও তাদের গুণাবলী। তাদের দর্শনে দৃষ্টি স্থির থাকে না এবং তাদের চোখের মনি অতীব কালো ও চোখের সাদা অংশ অতীব শুভ্র। (এই জন্যই তাদের হরে'ইন বলা হয়)। وَزَوْجَانَهُمْ بِحَوْرِ عَيْنٍ অর্থ --জান্নাতীদের আমি হরে'ইনের সাথে বিয়ে করিয়ে দিব।

[২৬.৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَرَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ غَدَاةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قَيْدِهِ يَعْغِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتُهُ رِيحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

[২৬০৩] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহর কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে

দুনিয়াতে এর সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। রাবী হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এক কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর খনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উর্কি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীর সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু থেকে উত্তম।

১৭৪৮. بَابُ تَمَنَّى الشَّهَادَةِ

১৭৪৮. পরিচ্ছেদ : শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা

[২৬.৫] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ

[২৬০৪] আবুল ইয়ামান (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়।

[২৬.৫] حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسْرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ أَيُّوبُ ، أَوْ قَالَ مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ .

[২৬০৫] ইউসুফ ইবন ইয়াকুব আস সাফ্ফার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধে সৈন্য শ্রেণের পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিতে গিয়ে বললেন, যায়দ (রা) পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করল, সেও শহীদ হল। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করল এবং সেও শহীদ হল। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) বিনা নির্দেশেই পতাকা ধারণ করল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়। আইয়ুব (র) বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট আদৌ আনন্দদায়ক নয়, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চোখ থেকে অশ্রু বরছিল।

١٧٤٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَقَعَ وَجَبَ

১৭৪৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার বাণী : وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় এবং (পশ্চিমমুখে) তাঁর মৃত্যু ঘটে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। (৪ : ১০০)

[২৬.৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقُلْتُ مَا أَضْحَكَكَ ، قَالَ أَنَسٌ مِنْ أُمْتِي عُرِضُوا عَلَيَّ ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَأَلْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ ، قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي

مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، فَاجَابَهَا مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ اُدْعُ اللَّهَ اَنْ يُجْعَلَ عَلَيْنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا اَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمَّا اِنْصَرَفُوا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ ، فَقَرَّبَتْ اِلَيْهَا دَابَّةً لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ

[২৬০৬] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকটবর্তী একস্থানে শুয়েছিলেন, এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মত আচরণ করলেন। উম্মে হারাম (রা) আগের মতই বললেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মুআবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইব্ন সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় থামে। আরোহণের জন্য উম্মে হারামকে একটি সওয়ারী দেয়া হলো, তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন।

১৭৫. . بَابُ مَنْ يُنْكَبُ اَوْ يُطْعَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১৭৫০. পরিচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্ণা বিদ্ধ হল

[২৬.৭] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ رَجُلًا فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقْدِمُكُمْ فَإِنْ أَمْنُونِي حَتَّى أَبْلَغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَكْثَرُ مِنْنِي قَرِيبًا فَتَقْدَمُ فَاْمْنُوهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلَّا

رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَامُ أَرَاهُ أَخْرَ مَعَهُ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ، فَكُنَّا
نَقْرَأُ أَنْ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، ثُمَّ نُسِخَ
بَعْدُ فِدْعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِغْلٍ وَذِكْوَانٍ وَبَنَى لِحْيَانٍ وَبَنَى
عُصِيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

[২৬০৭] হাফস ইবন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বানু সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বানু আমিরের কাছে পাঠান। দলটি সেখানে পৌছলে আমার মামা (হারাম ইবন মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাত্মক বানু আমিরের কাছে যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী পৌছাতে পারি, (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সেই সময় আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইস্তিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহ আকবার, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। তারপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্বাম (র) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সাথে অন্য একজন ছিলেন। তারপর জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ-কে খবর দিলেন যে, শ্রেণিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কাওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অবাধ্যতার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানু লিহয়ান ও বানু উসাইয়্যার বিরুদ্ধে দুআ করেন।

[২৬.৮] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ هُوَ ابْنُ
قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ
الْمَشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيتَ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتَ، وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

[২৬০৮] মুসা ইবন ইসমাইল (র).....জুনদুব ইবন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি (এই কবিতাটি) পড়েছিলেন : وَفِي الْمَلَأَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتَ، তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র; তুমি তো রক্তাক্ত হয়েছে আল্লাহরই পথে।

১৭৫১. بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৭৫১. পরিচ্ছেদ : যে মহান আল্লাহর পথে আহত হয়

২৬.৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَكُلَّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَكُلَّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللُّونُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ

২৬০৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে কিয়ামতের দিন সে তাজা রঙে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশকের সুগন্ধি ছড়াবে এবং আল্লাহই ভাল জানেন কে তার পথে আহত হবে।

১৭৫২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : هَلْ تَرِصُونَ بِنَا إِلَّا اخْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

১৭৫২ পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? (৯ : ৫২) যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের ন্যায়।

২৬১০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ، فَرَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدَوَلٌ ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ

২৬১০ ইয়াহুইয়া ইবন যুকাইর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু সুফিয়ান ইবন হারব (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর (রাসূলুল্লাহ) সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ছিল? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ বড় পানির পাত্র এবং ধন সম্পদের মত। রাসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। তারপর ভাল পরিণতি তাঁদেরই হয় (তাঁরাই পুরস্কার প্রাপ্ত হন)।

১৭৫৩. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا**

১৭৫৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সৎগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩ : ২৩)

২৬১১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَبِثُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتُ الْمُشْرِكِينَ لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيْنَّ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، فَقَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسُ فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمَحٍ أَوْ رَمِيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتَهُ بِنَانَهُ، قَالَ أَنَسُ كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرَّبِيعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا فَرَضُوا بِالْأَرْضِ

وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ

[২৬১১] মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ খুযায়ী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইব্ন নাযার (রা) বদরের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি।' তারপর উহদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইব্ন নাযার (রা) বলেছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! এরা অর্থাৎ তাঁর সাহাবীরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কাছে ওয়র পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সাদ ইব্ন মুআযের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে সাদ ইব্ন মুআয, (আমার কাম্য)। নাযারের রবের কসম, উহদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের যখম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তার বোন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটি : **الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْمُنِيفِينَ رِجَالًا وَمَا كَانُوا أُولِي قُلُوبٍ** তাঁর এবং তাঁদের মত মুমিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আনাস (রা) আরো বলেন, রুবাযিয়া নামক তার এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কিসাসের নির্দেশ দেন। আনাস (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন, তার দাঁত ভাঙা হবে না।' পরবর্তীতে তার বাদীপক্ষ কিসাসের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রাযী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা কসম করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।'

[২৬১২] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

২৬১২ আবুল ইয়ামান ও ইসমাইল (র)..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করে একটি মুসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পড়তে শুনেছি। একমাত্র খুযাইমা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। যার সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত করেছিলেন। সে আয়াতটি হলো : **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ** : মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। (৩৩ : ২৩)

১৭৫৬. **بَابُ عَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ**
بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ،

১৭৫৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের আগে নেক আমল। আবু দারদা (রা) বলেন, আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ তাআলার বাণীঃ হে যারা ইমান এনেছ, তোমরা কেন এমন কথা বল, যা তোমরা কর না? তা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। সীসাচালা প্রাচীরের ন্যায়। (৬১ : ২-৩)

২৬১৩ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ وَأُسَلِّمْ قَالَ أَسَلِّمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسَلِّمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَقَاتِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَلٌ قَلِيلًا وَأُجْرٌ كَثِيرًا**

২৬১৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহ বর্ম আবৃত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও।' তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত বরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পেল।'।

১৭৫৫. **بَابُ مَنْ آتَاهُ سَهْمٌ غَرِبَ فَقَتَلَهُ**

১৭৫৫. পরিচ্ছেদ : অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে

২৬১৪ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ ، وَهِيَ**

أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرَبٌ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ ، قَالَ يَا أُمُّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ ابْنُكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى

[২৬১৪] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে রুবাযিয়া বিনতে বারা, যিনি হারিসা ইবন সুরাকার মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি হারিসা (রা) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা (রা) বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবার করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরত কাঁদতে থাকবো।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে।'।

১৭৫৬. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

১৭৫৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

[২৬১৫] حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

[২৬১৫] সুলাইমান ইবন হারব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।'।

১৭৫৭. بَابُ مَنْ اغْتَبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

১৭৫৭. পরিচ্ছেদ : যার দু' পা আল্লাহর পথে ধুলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ তাআলার বাণীঃ মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মক্কাবাসীদের জন্য সজত নয়, তারা আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া..... আল্লাহ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (৯ : ১২০)

২৬১৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عُبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعٍ بْنُ خَدِيجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَّاسٍ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَغْبَرْتُ قَدَمًا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

২৬১৬ ইসহাক (র)..... আবদুর রাহমান ইবন জাবর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর পথে যে বান্দার দু'পা ধুলিধূসরিত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এরূপ হয় না।'

১৭৫৮. بَابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৭৫৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে মাথায় লাগা ধুলি মুছে ফেলা

২৬১৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِّيْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اثْتِيَا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَاتَيْنَاهُ وَهُوَ أَخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَأَيْنَا جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبْنَةً لَبْنَةً وَكَانَ عَمَارُ يَنْقُلُ لَبْنَتَيْنِ لَبْنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَارُ تَقْتُلُهُ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ

২৬১৭ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইবন আবদুল্লাহকে বলেছিলেন যে, তোমরা আবু সাঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। তারপর আমরা তার কাছে গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই রাগানে পানি সৈঁচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু' হাঁটু বুকোর সাথে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আমাদের (রা) দু'দুটি করে বহন করছিলাম। সে সময় নবী

ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছে ফেললেন এবং বললেন, আমারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে (আম্মার) (রা) তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের পথে ডাকবে।

১৭৫৭. بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

১৭৫৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের পর ও ধূলাবালি লাগার পর গোসল করা

[২৬১৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسُهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَ اللَّهُ مَا وَضَعْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَأَوْ مَا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

[২৬১৮] মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে অস্ত্র রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিব্রীল (আ) তাঁর কাছে এলেন, আর তাঁর মাথায় পড়ির ন্যায় ধূলি জমেছিল। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিলেন অথচ আল্লাহর কসম, আমি এখনো অস্ত্র রাখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বানু কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

১৭৬০. بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

১৭৬০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার এ বাণী বাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মর্যাদা : যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিয়ক প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত আর আল্লাহ মুমিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না। (৩ : ১৬৯-১৭১)

[২৬১৭] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْتِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ
وَذَكْوَانَ وَعَصِيَّةَ عَصَتِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنْسَ أَنْزَلَ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا
بَيْتِ مَعُونَةَ قُرْآنٍ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا
فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

[২৬১৯] ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বী'রে মাউনায় শরীক সাহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই রি'ল ও যাকওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দুআ করেছিলেন এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বী'রে মাউনার কাছে শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা, মানসুখ হয়ে যায়। (আয়াতটি হলো)

بَلَّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ

“তোমরা আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।”

[২৬২০] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ قَتَلُوا شُهَدَاءَ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَيْسَ هَذَا فِيهِ

[২৬২০] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলায় শরাব পান করেন, এরপর যুদ্ধে তারা শাহাদাত বরণ করেন। সুফিয়ান (র)-কে প্রশ্ন করা হলঃ সেই দিনের শেষ বেলায়? তিনি বললেন, এ কথাটি তাতে নেই।

১৭৬১. بَابُ ظِلِّ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

১৭৬১. পরিচ্ছেদ : শহীদের উপর ফিরিশ্বতাদের ছায়াদান

[২৬২১] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبَتْ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَتَنَاهَنِ قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ

فَلَا تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِمَصَدَقَةٍ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ
قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ

[২৬২১] সাদাকা ইব্ন ফায়ল (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নবী ﷺ-এর কাছে অংগ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিণীর বিলাপ ধ্বনী শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে আমার কন্যা বা ভগ্নি। তারপর নবী ﷺ বললেন, সে কাদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাদে। ফিরিশতারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি (ইমাম বুখারী (র) বলেন) সাদাকা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, (জাবির (রা)) কখনো তাও বলেছেন।

১৭৬২. بَابُ تَمَنَّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

১৭৬২. পরিচ্ছেদ : মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা

[২৬২২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا
أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ
الْكَرَامَةِ

[২৬২৩] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

১৭৬৩. بَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ بَارِقَةِ السَّيْفِ ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِينَا ﷺ
مَنْ قُتِلَ مِنْهُ صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الْيَسَّ قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلَاهُمْ
فِي النَّارِ قَالَ بَلَى

১৭৬৩. পরিচ্ছেদ : তরবারীর ঝলকের নীচে জান্নাত। মুগীরা ইবন ও'বা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, আমাদের মধ্যে যে শহীদ হলো সে জান্নাতে পৌঁছে গেল। উমর (রা) নবী ﷺ-কে বলেন, আমাদের শহীদগণ জান্নাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ

২৬২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السِّيُوفِ . تَابِعَهُ الْأَوْسِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ

২৬২৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... উমর ইবন উবায়দুল্লাহ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবুন নাযর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত। উয়াইসী (র) ইবন আবুযযিনাদ (র)-এর মাধ্যমে মুসা ইবন উকবা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইবন আমর (র) আবু ইসহাক (র)-এর মাধ্যমে মুসা ইবন উকবা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন।

১৭৬৪. بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رِبْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ سَلِيمُنُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَا طُوقُنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ .

১৭৬৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাংক্ষা করে। লায়স..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুলায়মান ইবন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশ' অথবা বলেছেন নিরানব্বই জন স্ত্রীর সাথে সংগত হব। তাদের প্রত্যেকেই একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তার একজন সাথী বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেন নি। ফলে

একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সন্তান কসম, যার হাতে মুহাম্মদের ﷺ-এর প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হত এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত।

১৭৬৫. بَابُ الشُّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجَبْنِ

১৭৬৫. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীকৃত্য

২৬২৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا .

২৬২৬ আহমদ ইবন আবদুল মালেক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। মদীনাবাসীগণ একবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমরা একটি সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।

২৬২৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلُهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلَّقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ هَذِهِ الْأَعْصَاهِ نَعَمْ لَقَسَمْتُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا

২৬২৭ আবুল ইয়ামান (র)..... জুবাইর ইবন মুত্‌ইম (রা) থেকে বর্ণিত, হনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই সব কাঁটায়ুক্ত গাছের সমপরিমাণ বকরী থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না।

১৭৬৬. بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

১৭৬৬. পরিচ্ছেদ : কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া

[২৬২৬] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ دُبْرَ الصَّلَاةِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ

[২৬২৬] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আমর ইব্ন মায়মুন আউদী (র) থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সাদ (রা) তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন, 'হে আল্লাহ! আমি ভীকৃত্য, অতি বার্ষক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।' রাবী বলেন, আমি মুসআব (রা) -এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

[২৬২৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[২৬২৭] মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, ভীকৃত্য ও বার্ষক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।'

১৭৬৭. بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ قَالَهُ أَبُو عَثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ

১৭৬৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে। আবু উসমান (র) তা সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

۲۶۲۸ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعْدًا وَالْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ

২৬২৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... সাযিব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ সাদ, মিকদাদ ইবন আসওয়াদ এবং আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা)-এর সঙ্গ লাভ করেছি। আমি তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনি নি। তবে তালহা (রা)-কে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

১৭৬৮. بَابُ وَجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ : انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ وَ يَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ وَ يَقَالُ وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ

১৭৬৮. পরিচ্ছেদ : জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়্যাতের আবশ্যকতা। আল্লাহ তাআলার বাণীঃ অভিযানে বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আত্ম লাভের সন্ধান থাকা এবং সফর সহজ হলে..... তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ জানেন (৪১ঃ৪২)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর (৯ঃ৩৮)। ইবন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ রয়েছে, ثُبَاتٍ অর্থ হলো- বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। ثُبَاتٍ শব্দটির একবচন ثُبَةٌ অর্থ ছোট দল

[২৬২৭] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا .

[২৬২৮] আমর ইব্ন আলী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, 'এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়াত। যখনই তোমাদের বের হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

১৭৬৭. بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ .

১৭৬৯. পরিচ্ছেদ : কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়

[২৬৩০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ

[২৬৩০] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

[২৬৩১] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَمَ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدٍ بَنِ الْعَاصِ لَا تُشْهَمُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ بَنِ الْعَاصِ وَأَعْجَبًا لَوْ بَرَّ تَدْلَى

عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَانٍ يَنْغِي عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيَّ
وَلَمْ يَهْنِ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَلَا أَذْرِي أَشْهَمَ لَهُ أَوْ لَمْ يُشْهَمْ لَهُ قَالَ سَفِيَانُ
وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعِيدِيُّ
هُوَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ

[২৬৩৩] হুমায়দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সেখানে অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকেও (গনীমতের) অংশ দিন।' তখন সাঈদ ইবন আসের কোন এক পুত্র বলে উঠল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অংশ দিবেন না।' আবু হুরায়রা (রা) বললেন, সে তো ইবন কাউকালের হত্যাকারী। তা শুনে সাঈদ ইবন আসের পুত্র বললেন, দান (ضَان) পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের কাছে আগত বিড়াল মাশি জন্তুটি, (সেই ব্যক্তির) কথায় আশ্চর্যবোধ করছি, সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে যাকে আল্লাহ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে লাঞ্চিত করেননি। আব্বাস (রা) বলেন, পরে তাকে অংশ দিয়েছেন কি দেননি, তা আমাদের জানা নেই। সুফইয়ান (র) বলেন, আমাকে সাঈদী (র) তার দাদার মাধ্যমে আবু হুরায়রা (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, সাঈদী হলেন, আমর ইবন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ইবন আমর ইবন সাঈদ ইবন আস।

১৭৭. بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

১৭৭০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয়

[২৬৩৪] حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ
مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ يَفْطِرُ إِلَّا يَوْمَ فِطْرِ أَوْ
أَضْحَى

[২৬৩৫] আদম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর জীবনকালে আবু তালহা (রা) জিহাদের কারণে সিয়াম পালন করতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত তাকে আর কখনো সিয়াম ছেড়ে দিতে দেখিনি।

১৭৭১. بَابُ الشَّهَادَةِ سَبْعَ سَوَى الْقَتْلِ

১৭৭১. পরিচ্ছেদ : নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে

২৬৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْفَرَقُ وَصَاحِبُ الْهَذَمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৬৩৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকার মৃত ব্যক্তি শহীদঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্থানে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে আল্লাহর পথে শহীদ হলো, সে ব্যক্তি।

২৬৩৪ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيِّرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُونَ شُهَدَاءٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৬৩৪ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত।

১৭৭২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ : غَفُورًا رَحِيمًا .

১৭৭২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়..... আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৪ : ৯৫-৯৬)

২৬৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَأ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ

২৬৩৫ আবুল ওয়ালীদ (র)..... বারাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি বলেন, আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ (রা)-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জখ্মের একটি চওড়া হাঁড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইবন উম্মে মাকতুম জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল হয়।

۲۶۳۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمْلِئُهَا عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخَذَهُ عَلَى فَخَذِي فَثَقُلْتُ عَلَى حَتَّى خَفْتُ أَنْ تَرْضَى فَخَذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ

২৬৩৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... সাহল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইব্ন হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম। তারপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াত, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।' সে সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল করেন।

১৭৭৩. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৭৩. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ

২৬৩৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأَتْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

[২৬৩৭] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... সালিম আবু নাযর (র) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) লিখে পাঠালেন, আর আমি এতে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

১৭৭৬. **بَابُ التَّحْرِيطِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ .**

১৭৭৪. পরিচ্ছেদ : জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ। আল্লাহ তাআলার বাণী : মুমিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন

[২৬৩৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَيْدٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

[২৬৩৯] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের দিকে বের হলেন, হীম শীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরীক্ষা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বললেন, হে আল্লাহ! সুখের জীবন আখিরাতের জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। প্রত্যুত্তরে তারা বলে উঠেনঃ আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে আছি।

১৭৭৫. **بَابُ خَفَرِ الْخَنْدَقِ**

১৭৭৫. পরিচ্ছেদ : পরীক্ষা খনন

[২৬৩৯] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ

الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مَتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا * عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

وَالنَّبِيُّ ﷺ يُجِيبُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَآخِرُ الْآخِرَةِ ، فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

২৬৩৯ আবু মা'মার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার পাশে পরীখা খনন করেছিলেন এবং তারা পিঠে করে মাটি বহন করছিলেন। আর তারা এই কবিতা আবৃত্তি করতেন: আমরা ইসলামের উপর মুহাম্মদের হাতে বায়আত নিয়েছি, ততদিন পর্যন্ত যতদিন আমরা বেঁচে থাকি। আর নবী ﷺ তাদের উত্তরে বলেছিলেন: হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

২৬৪০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

২৬৪০ আবু ওয়ালাদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না।

২৬৪১ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا تَصَدَّقْنَا ، وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزَلَنِي سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاقَيْنَا ، إِنَّ الْأَوَّلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

২৬৪১ হাফস ইবন উমর (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের গুত্রতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (ইয়া আল্লাহ!) আপনি না হলে আমরা হিদায়ত পেতাম না; সাদকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। তাই আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন। ওরা (মুশরিকরা) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা যখনই কোন ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।

১৭৭৬. بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعَذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

১৭৭৬. পরিচ্ছেদ : ওযর যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়

[২৬৪২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلَفْنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا الْأَهْمُ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْعَذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَصَحُّ

[২৬৪২] আহমদ ইবন ইউনুস ও সুলাইমান ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু লোক মদীনায়ে আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাঁটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, কিন্তু তারাও এতে আমাদের সঙ্গে আছে। ওযরই তাদের বাধা দিয়েছে। মুসা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, প্রথম সনদটি আমার নিকট অধিক সহীহ।

১৭৭৭. بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৭৭৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত

[২৬৪৩] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

[২৬৪৩] ইসহাক ইবন নাসর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

১৭৭৮. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৭৭৮. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে খরচ করার ফযীলত

[২৬৪৫] حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابَ آيٍ قُلْ هَلُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

[২৬৪৫] সা'দ ইবন হাফস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দু'টি করে কোন জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজার প্রহরী তাকে আহ্বান করবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবু বকর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ বললেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

[২৬৪৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأَ بِأَحَدَا هُمَا وَثْنِي بِالْأُخْرَى ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْنَا يُوحَى إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَانَ عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحْضَاءَ فَقَالَ آيُنَ السَّائِلُ أَنْفًا أَوْ خَيْرٌ هُوَ ثَلَاثًا إِنْ الْخَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ ، فَثَلَطَتْ وَبَالَثَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ ، وَأَنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا

بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْأَكْلِ لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে?' নবী ﷺ নীরব রইলেন, আমরা বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোকও এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তাকে কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ (পশুকে) ধ্বংস অথবা ধ্বংসোন্মুখ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মলমূত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চয়ই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

১৭৭৭. بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَزَ غَارِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

১৭৭৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত

২৬৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَزَ غَارِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَارِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

২৬৪৬ আবু মা'মার (র)..... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

২৬৪৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سَلِيمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قَتَلَ أَخُوها مَعِيَ

[২৬৪৭] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মদীনায়ে উম্মে সুলাইম ব্যতীত কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না কিন্তু তাঁর সহধর্মীদের কথা ভিন্ন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘উম্ম সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদে শরীক হয়ে সে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই।’

১৭৮. بَابُ التَّحْنُطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৮০. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

[২৬৪৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخْذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنُّطُ فَقَالَ يَا عَمَّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ قَالَ الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنُّطُ ، يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هُكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نَضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هُكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

[২৬৪৮] আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্বাব (র)..... মুসা ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তিনি সাবিত ইব্ন কায়সের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার উভয় উরু থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করছেন। আনাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে চাচা! যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কিসে বিরত রাখল?’ তিনি বললেন, ‘ভাতিজা, এখনই যাব।’ এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। তারপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে লোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, ‘তোমরা আমাদের সম্মুখ থেকে সরে পড়। যাতে আমরা শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়াইতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা কখনো এদ্রপ করিনি। কত খারাপ তা যা তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে অভ্যস্ত করেছে।’ হাম্মাদ (র) সাবিত (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৮১. بَابُ فَضْلِ الطَّبِيعَةِ

১৭৮১. পরিচ্ছেদ : শত্রুদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত

[২৬৪৯] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ

الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرُ

২৬৪৯ আবু নুআইম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ বুললেন, 'কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিবে?' যুবাইর (রা) বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর কে এনে দিবে?' যুবায়র (রা) আবারও বললেন, 'আমি আনব।' তারপর নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।' আবু নুআইম

১৭৮২. بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحَدَهُ

১৭৮২. পরিচ্ছেদ : একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?

২৬৫০ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ أَظْنُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَ الزُّبَيْرِ ابْنُ الْعَوَامِ

২৬৫০ সাদাকা (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ লোকদের আহবান জানালেন। সাদাকা (র) বলেন, আমার মনে হয়, এটি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। যুবাইর (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় লোকদের আহবান করলেন। এবারও কেবল যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইবন আওয়াম (রা)।' আবু নুআইম

১৭৮৩. بَابُ سَفَرِ الْاِثْنَيْنِ

১৭৮৩. পরিচ্ছেদ : দু'জনের ভ্রমণ

২৬৫১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبُ لِي أَذْنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُ كَمَا

২৬৫১ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)..... মালিক ইব্ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতী করবে।

১৭৮৫. بَابُ الْخَيْلِ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৪. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিবন্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

২৬৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৬৫২ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত।

২৬৫৩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سَلِيمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ * تَابِعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

২৬৫৩ হাফস ইব্ন উমর (র)..... উরওয়া ইব্ন জা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে। সুলাইমান (র) শুবা (র) সূত্রে উরওয়া ইব্ন আবুল জা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সুলাইমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুসাদ্দাদ (র)..... উরওয়া ইব্ন আবুল জা'দ (র) থেকে।

২৬৫৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ

২৬৫৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে বরকত রয়েছে।

১৭৮৫. بَابُ الْجِهَادِ مَاضٍ مَعَ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي

نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৫. পরিচ্ছেদ : জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বদানকারী সৎ হোক অথবা সীমান্বনকারী। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুলে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

২৬৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

২৬৫৫ আবু নুআইম (র)..... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুলে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গণীমতের মাল।

১৭৮৬. بَابُ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

১৭৮৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ধক্কৃত রাখে। মহান আল্লাহর বাণীঃ الْخَيْلُ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে

২৬৫৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْقُبْرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبْعَةَ وَرِيهَ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৫৬ আলী ইবন হাফস (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান ও তার যত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া ধক্কৃত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।

১৭৮৭. بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

১৭৮৭. পরিচ্ছেদ : ঘোড়া ও গাধার নামকরণ

২৬৫৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحَشِيًّا قَبْلَ

أَن يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكَوْهُ حَتَّى رَأَاهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَالَهُمْ أَن يَنَاولُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاولُوهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ وَأَكَلُوا فَندِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رَجُلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا

[২৬৫৭] মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সংগী সহ পেছনে পড়ে গেলেন। আবু কাতাদা (রা) ব্যতীত তার সঙ্গীরা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু কাতাদা (রা) দেখার পূর্বে তার সঙ্গীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং তাকে চলে যেতে দেন; আবু কাতাদা (রা) গাধাটি দেখা মাত্রই জারাদা নামক তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন এবং ঘোড়ার চাবুকটি উঠিয়ে দিতে সঙ্গীদের বলেন; কিন্তু সঙ্গীরা অস্বীকার করলে তখন আবু কাতাদা (রা) নিজেই চাবুকটি তুলে নেন এবং গাধাটি শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশত আহার করেন। (সঙ্গীগণ) এতে তারা লজ্জিত হন। তারপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সাথে একটি পায়া আছে। নবী ﷺ তা নিয়ে আহার করলেন।

[২৬৫৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ اللَّخِيفُ

[২৬৫৯] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী ﷺ-এর একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হত। আর কেউ কেউ বলেছেন “লুখাইফ” যা আমরা দিয়ে।

[২৬৫৯] حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ أَدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِثْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّوْا

[২৬৫৯] ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

[২৬৬০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

[২৬৬০] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সময় মদীনায ভীতি ছড়িয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাদের মানদুব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন। পরে তিনি বললেন, ‘ভীতির কোন কারণ তো আমি দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।’

১৭৮৮. بَابُ مَا يَذْكُرُ مِنْ شُومِ الْفَرَسِ

১৭৮৮. পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

[২৬৬১] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ

[২৬৬১] আবুল ইয়ামান (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি জিনিষে অকল্যাণ রয়েছেঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ীতে।

[২৬৬২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

[২৬৬২] আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... সাহল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থাকে, তবে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতে।

১৭৮৯. **بَابُ الْخَيْلِ لِثَلَاثَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً**

১৭৮৯. পরিচ্ছেদ : ঘোড়া তিন প্রকার লোকের জন্য। আর আল্লাহ তাআলার বাণীঃ তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬ : ৮)

[২৬৬৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَجَرَ وَلِرَجُلٍ سِتْرًا وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجَرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنْتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاتُهَا وَأَثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ أَنْ يَشْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرًّا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَزْرٌ عَلَى ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَمْرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

[২৬৬৩] আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। আর যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার নেকী রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত ছাড়া। (আল্লাহর বাণীঃ) কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। (৯৯ : ৭-৮)

১৭৯. بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

১৭৯০. পরিচ্ছেদ ৪ জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে

২৬৬৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبُو عَقِيلٍ لَا أَذْرِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَّعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَّعَجَّلْ قَالَ جَابِرٌ فَأَقْبَلْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ لِي أَرُمُكَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَالنَّاسُ خَلْفِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضْرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ فَقَالَ اتَّبِعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِي طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ، فَقُلْتُ لَهُ هَذَا جَمْلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَعْطُوهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَؤْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৬৬৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে থেকে যা শুনেছেন, তা থেকে আমার কাছে কিছু বর্ণনা করুন। তখন জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক সফরে তার সঙ্গে ছিলাম। আবু আকীল বললেন, সেটি কি জিহাদের সফর ছিল, না উমরা পালনের, তা আমার জানা নেই। আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরিজনদের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে আগ্রহী, তারা তাড়াতাড়ি যাও। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি একটি উটের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম, সেটির দেহে কোন দাগ ছিল না এবং বর্ণ ছিল লাল-কালো মিশ্রিত। লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিল। পথিমধ্যে আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়লে নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি থাম। তারপর তিনি চাবুক দিয়ে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, আর উটটি অকস্মাৎ দ্রুত চলতে লাগল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর মদীনায পৌছলে নবী ﷺ সাহাবীদের একদল সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি আমার উটটিকে মসজিদের বালাত-এর পার্শ্বে বেঁধে রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে উটটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, উটটিতো আমারই। তারপর তিনি কয়েক উকিয়া স্বর্ণসহ এই বলে পাঠালেন যে,

এগুলো জাবিরকে দাও। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটের পুরা মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য এবং উট তোমারই।

১৭৭১. **بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى دَابَّةٍ صَعْبَةٍ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجَسَرُ**

১৭৯১. পরিচ্ছেদ : অবাধ্য পশু এবং তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করা। রাশিদ ইবন সাদ (র) বলেন, সালাফ সালেহীন তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করতে পছন্দ করতেন। কেননা এ (শ্রেণীর) ঘোড়া অতি দ্রুতগামী ও খুব সাহসী

২৬৬৫ **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِابْنِ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا**

২৬৬৫ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মদীনাতে ভীতি দেখা দিলে নবী ﷺ আবু তালহার মানদুব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং এর উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমি কোন ভীতি দেখিনি। কিন্তু ঘোড়াটি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।

১৭৭২. **بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَالرَّادَيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوَهَا وَلَا يَسْهِمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ**

১৭৯২. পরিচ্ছেদ : গনীমাতে ঘোড়ার অংশ। মালিক (র) বলেন, ঘোড়া ও বিশেষ করে তুর্কী ঘোড়ার গনীমাতে অংশ দেওয়া হবে। আল্লাহর বাণী : তোমাদের আরোহণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬ : ৮) একটি ঘোড়ার অধিক হলে এর কোন অংশ দেওয়া হবে না

২৬৬৬ **حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا**

২৬৬৬ উবাইদ ইব্ন ইসমাইল (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু' অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

১৭৯৩. بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةً غَيْرَهُ فِي الْحَرْبِ

১৭৯৩. পরিচ্ছেদ : জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে

২৬৬৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَفِرْ إِنْ هَوَازَنْ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَ إِنَّا لَمَّا لَقَيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا ، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ ، فَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرْ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ إِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

২৬৬৭ কুতাইবা (র)..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বারা' ইব্ন আযিব (রা)-কে বলল, আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? বারা' ইব্ন আযিব (রা) বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পলায়ন করেননি। হাওয়াযিনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা-সামনি যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে গনীমাতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। এই সুযোগে শত্রুরা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর অটল অবস্থায় দেখেছি। আবু সুফিয়ান (রা) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, 'আমি নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

১৭৯৪. بَابُ الرِّكَابِ وَالْغُرُزِ لِلدَّابَّةِ

১৭৯৪. পরিচ্ছেদ : সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে

২৬৬৮ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ادْخَلَ رَجُلُهُ فِي الْغُرُزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

২৬৬৮ উবাইদ ইব্ন ইসমাইল (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সাওয়ার হয়ে পা-দানীতে কদম মুবারক রাখার পর উটটি দাঁড়িয়ে গেলে যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট তিনি ইহরাম বেঁধে নিতেন।

১৭৯৫. بَابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرَى

১৭৯৫. পরিচ্ছেদ : গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ

২৬৬৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ عُرَى مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ

২৬৬৯ আমর ইব্ন আওন (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন; তাঁর কাঁধে ছিল খুলন্ত তলোয়ার।

১৭৯৬. بَابُ الْفَرَسِ الْقُطُوفِ

১৭৯৬. পরিচ্ছেদ : ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া

২৬৭০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَكَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى

২৬৭০ আবদুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাবাসীগণ ভীত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তিনি (শহর প্রদক্ষিণ করে) ফিরে এসে বললেন, আমি তোমার ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগতি সম্পন্ন) পেয়েছি। পরবর্তীকালে ঘোড়াটিকে আর কখনো পেছনে ফেলা যেতো না।

১৭৯৭. بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

১৭৯৭. পরিচ্ছেদ : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

২৬৭১ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضَمَرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ

الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْ مَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَقِيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِثْلٌ

[২৬৭১] কাবীসা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার জন্য হাফয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার জন্য সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। ইবন উমর (রা) বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতার একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। সুফিয়ান (র) বলেন, হাফয়া থেকে সানিয়াতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

১৭৯৮. بَابُ اضْمَارِ الْخَيْلِ لِلِسَبْقِ

১৭৯৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান

[২৬৭২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ أَمْدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابِقَ بِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَمْدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ

[২৬৭২] আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এবং এই দৌড়ের সীমানা ছিল সানিয়া থেকে বানু যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী (র)) বলেন, অম্দা এর অর্থ সীমা।

১৭৯৯. بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضْمَرَةِ

১৭৯৯. পরিচ্ছেদ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা

[২৬৭৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفَیَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِنَةٌ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمْدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ ، وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابِقَ فِيهَا

[৬৭৩] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফয়া থেকে শুরু হয়েছে এবং সানিয়াতুল বিদায় শেষ হয়েছে। (রাবী আবু ইসহাক (র) বলেন), আমি মুসা (র)-কে বললাম, এর দূরত্ব কী পরিমাণ হবে? তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়াতুল বিদা থেকে এবং শেষ হতো বানু যুরাইকের মসজিদে। আমি বললাম, এর মধ্যকার দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল বা তার অনুরূপ। ইবন উমর (রা) এতে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৮০০. بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصَوَاءِ ، وَقَالَ الْمِسُورُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَاتِ الْقَصَوَاءُ

১৮০০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উষ্ট্রী প্রসঙ্গে। ইবন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ উসামাকে কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর পেছনে বসান। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি

[২৬৭৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعُضْبَاءُ

[৬৭৪] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি উষ্ট্রী ছিল যাকে আযবা বলা হত।

[২৬৭৫] حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعُضْبَاءَ لَا تُسَبِّقُ ، قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لَا تَكَادُ تُسَبِّقُ ، فَجَاءَ أَغْرَابِيُّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَّقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

[২৬৭৫] মালিক ইব্ন ইসমাইল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযবা নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে পারত না। হুমাইদ (র) বলেন, কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে সক্ষম হতো না। একদিন এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা-এর আগে চলে গেল। এতে মুসলমানগণের মনে কষ্ট হল। এমনকি নবী ﷺ -ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান এই যে, 'দুনিয়ার সবকিছুরই উত্থানের পর পতন রয়েছে।'

১৮০১. **بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ قَالَهُ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكٍ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ**

১৮০১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সাদা খচ্চর। আনাস (রা) তা বর্ণনা করেছেন। আবু হুমাইদ (র) বলেন, আয়লায় শাসক নবী ﷺ-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন

[২৬৭৬] **حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا بِغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً**

[২৬৭৬] আমর ইব্ন আলী (র)..... আমর ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (ইনতিকালের সময়) তাঁর সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সাদাকা স্বরূপ ছেড়ে যান।

[২৬৭৭] **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانَ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءٍ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ**

[২৬৭৭] মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু উমারা। আপনারা হুনায়েনের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, না। নবী ﷺ কখনো পলায়ন করেননি। বরং অতি উৎসাহী অগ্রবর্তী কিছু লোক হাওয়াযিনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রা) এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেছিলেন, 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

১৮.২. بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

১৮০২. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের জিহাদ

[২৬৭৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنْ الْحَجُّ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهَذَا .

[২৬৭৮] মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্জ।'

[২৬৭৯] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نَعَمْ الْجِهَادُ الْحَجُّ

[২৬৭৯] কাবীসা (র).... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর সহধর্মিণীগণ জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হলো হজ্জ।

১৮.৩. بَابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

১৮০৩. পরিচ্ছেদ : সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

[২৬৮০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرَكْبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلَهُمْ مِثْلُ الْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلُ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ

فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ،
وَلَسْتُ مِنَ الْآخِرِينَ قَالَ ، قَالَ أَنَسُ فَتَزَوَّجْتَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَكِبْتَ
الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرْظَةَ ، فَلَمَّا قَفَلْتَ رَكِبْتَ دَابَّتَهَا فَوَقَصْتَ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا
فَمَاتَتْ

[২৬৮০] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলহানের কন্যার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন হাসছেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই সবুজ সমুদ্রে সফর করবে। তাদের দৃষ্টান্ত সিংহাসনের উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। মিলহান (রা)-এর কন্যা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ, আপনি মিলহানের কন্যাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আবার তিনি বিশ্রাম নিলেন, এরপর হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলেন অথবা বললেন, এ কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। মিলহান (রা)-এর-কন্যা বললেন, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে আছ, পেছনের দলে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, তারপর তিনি উবাদা ইবন সামিতের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সঙ্গে সমুদ্র সফর করেন। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন, তখন তা থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে ইন্তিকাল করেন।

١٨٠٤. بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَاءِ

১৮০৪. পরিচ্ছেদ : কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া

[২৬৮১] حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا
يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
كُلُّ حَدَّثِنِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ
أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا
فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَا
أُنْزِلَ الْحِجَابُ

[২৬৮১] হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এতে যার নাম আসত তাঁকেই নবী ﷺ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে তিনি আমাদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাতে আমার নাম আসল এবং আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

১৮০৫. بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

১৮০৫. পরিচ্ছেদঃ মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

[২৬৮২] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشْمِرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سَوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقَرَبَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقَرَبَ عَلَى مُتَوْنِهِمَا ثُمَّ تَفَرَّغَانِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرَجِعَانِ فَيَتَمَلَّانِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتَفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ

[২৬৮২] আবু মা'মার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন আমি দেখলাম, আয়িশা বিন্তে আবু বকর ও উম্মে সুলাইম (রা) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলেন।

১৮০৬. بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقَرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

১৮০৬. পরিচ্ছেদঃ যুদ্ধে মহিলাদের মশক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া

[২৬৮৩] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مَرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ ، فَبَقِيَ مَرُوطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطَى هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أَمْ كُلُّوْهُمُ ابْنَةُ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ أَمْ سَلِيْطٌ أَحَقُّ وَأَمْ سَلِيْطٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقَرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزْفِرُ تَخِيْطُ

[২৬৮৩] আবদান (র).....সা'লাব ইব্ন আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে কয়েকখানা (রেশমী) চাদর বন্টন করেন। তারপর একটি ভাল চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাঁর কাছে উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ চাদরটি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতিন উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (রা) যিনি আপনার কাছে আছেন, তাকে দিয়ে দিন। উমর (রা) বলেন, উম্মে সালীত (রা) এই চাদরটির অধিক হকদার। উম্মে সালীত (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের একজন। উমর (রা) বলেন, কেননা, উম্মে সালীত (রা) উহদের যুদ্ধে আমাদের কাছে মশক (ভর্তি পানি) বহন করে নিয়ে আসতেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, تَزْفِرُ অর্থ তিনি সেলাই করতেন।

১৮০৭. بَابُ مَدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

১৮০৭. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা

[২৬৮৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زَكَوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

[২৬৮৪] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....রুবাইয়্যি বিন্ত মুআব্বিয় (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতাম। আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।'

১৮০৮. بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى

১৮০৮. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান

[২৬৮৫] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَكَوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ نَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ

[২৬৮৫] মুসাদ্দাদ (র)..... রুবাইয়ি বিন্ত মুআব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে লোকদের পানি পান করাতেম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদীনায ফেরত পাঠাতাম।’

১৮০৭. بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

১৮০৯. পরিচ্ছেদ : শরীর থেকে তীর বের করা

[২৬৮৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ أَنْزِعْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِي عَامِرٍ

[২৬৮৬] মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক যুদ্ধে) আবু আমিরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলো, আমি তাঁর কাছে গেলাম। আবু আমির (রা) বললেন, এই তীরটি বের কর। তখন আমি তীরটি টেনে বের করলাম। ফলে সে স্থান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘ইয়া আব্বাহ! আবু আমির উবায়দকে ক্ষমা করুন।’

১৮১০. بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৮১০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা

[২৬৮৭] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهْرًا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ ، فَقَالَ مَنْ هَذَا ، فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ ، وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ

[২৬৮৭] ইসমাইল ইবন খলীল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে কাটান। তারপর তিনি যখন মদীনায এলেন এই আকাংক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ

শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? লোকটি বলল, আমি সাদ ইব্ন আবু ওয়াহ্বাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তারপর নবী ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন।

২৬৮৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالِدَرَّهَمَ وَالْقَطِيفَةَ وَالْخَمِيصَةَ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَزَادَ لَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتَقِشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ أَشْتَأَذَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يَشْفَعْ ، فَتَعَسَّأَ كَأَنَّهُ يَقُولُ فَاتَّعَسَهُمُ اللَّهُ خِيَبَهُمُ اللَّهُ ، طُوبَى فَعَلَى مَنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَأْ حَوْلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيبٍ

২৬৮৮ ইয়াহুইয়া ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাক্ষিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এই হাদীসটির সনদ ইসরাঈল এবং মুহাম্মাদ ইব্ন জুহাদা, আবু হুসাইনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছাননি। আর আমরা, আবদুর রাহমান ইব্ন আবদুল্লাহ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে আমাদেরকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাক্ষিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাক্ষিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার

সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। فَتَحَسُّا বলা হয় اللَّهُ فَاتَّعَسَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অপমানিত করুক। اَرْثُ طُوبَى অর্থ উত্তম। فَعُلَى এর কাঠামোতে গঠিত। মূলত : طُوبَى ছিল। وَاو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে

১৮১১. بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْعَزْوِ

১৮১১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে খেদমতের ফযীলত

[২৬৮৭] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَحَبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ

[২৬৮৮] মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক) সফরে আমি জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। অথচ তিনি আনাস (রা)-এর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর (রা) বলেন, আমি আনসারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার ফলে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।

[২৬৭৯] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَّاهُ أَحَدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : اَللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهِمَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمَدِينَا

[২৬৯০] আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলাম আর আমি তাঁর খেদমত করছিলাম। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে ফিরলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি বললেন, 'এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।' তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) যেমন মক্কাকে হারাম (সম্মানিত স্থান) বানিয়েছিলেন, তেমনি আমিও এ দুই কংকরময় ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (মদীনা)-কে হারাম বলে ঘোষণা করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান করুন।'

২৬৭৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكْرِيَاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَتِلُ بِكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

২৬৭৭ সুলায়মান ইবন দাউদ আবু রাবী‘ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। তাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, ‘যারা সাওম পালন করে নি তারা ই আজ অধিক সাওয়াব হাসিল করল।’

১৮১২. بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

১৮১২. পরিচ্ছেদ : সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফযীলত

২৬৭৮ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ نَاصِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

২৬৭৮ ইসহাক ইবন নাসর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ‘শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সাদকা রয়েছে। কোন লোককে তার সাওয়ারীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া সাদকা। উত্তম কথা বলা ও সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়া সাদকা।’

১৮১৩. بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا الْآيَةُ

১৮১৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার কথীলত। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অপরকেও ধৈর্যে উৎসাহিত কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ২০০)

২৬৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرُّوحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدَاةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

২৬৯৩ আবদুল্লাহ ইবন মুনির (র)..... সাহল ইবন সা'দ সায়ি'দী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চাইতে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চাইতে উত্তম।'

১৮১৬. بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ

১৮১৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়

২৬৭৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَلْتَمِسُ غُلَامًا مِنْ غُلَمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِيَّ وَأَنَا غُلَامٌ رَاهِقْتُ الْحُلْمَ ، فَكُنْتُ أَحْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى إِذَا

بَلَّغْنَا سَدَّ الصُّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّى لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ اِنِّى اُحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَذْهِمٍ وَصَاعِهِمْ

২৬৯৯ কুতাইবা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবু তালহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। তারপর আবু তালহা (রা) আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দু'আ পড়তে শুনতামঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি দুচ্ছিত্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীর্ণতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।' পরে আমরা খায়বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর কাছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবন আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদুস্ সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সাফিয়্যা (রা) হায়েয থেকে পবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। এরপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হায়সা' (এক প্রকার খাদ্য) প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাফিয়্যার বিয়ের ওয়ালিমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে চাদর দিয়ে সাফিয়্যাকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়্যা (রা) তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (আ) মক্কাকে 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) ঘোষণা করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করুন।'

১৮১৫. بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ

১৮১৫. পরিচ্ছেদ : সমুদ্র সফর

[২৬৭৫] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا فَاسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَضْحَكُكَ ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقِظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، فَتَزُوجَ بِهَا عِبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِبَتْ دَابَّةً لِرُكُوبِهَا ، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَتْ عَنْقُهَا

[২৬৯৫] আবু নুমান (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন নবী ﷺ তার বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। উম্মে হারাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মাতের একদলের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাহদের মত সমুদ্র সফর করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি আবার ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। আর তিনি দু'বার অথবা তিনবার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছ। পরে উবাদা ইবন সামিত (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে নিয়ে জিহাদে বের হন। যখন তিনি তাঁর আরোহণের জন্য একটি সাওয়ারীর জানোয়ারের নিকটবর্তী করা হল। কিন্তু তিনি তা থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়।

১৮১৬. بَابُ مَنْ اشْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ قَالَ قَالَ لِي قَيْصَرُ سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَرَعَمْتَ ضُعَفَاءَهُمْ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ

১৮১৬. পরিচ্ছেদ : দুর্বল ও সৎলোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া। ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, আবু সুফিয়ান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রোম সম্রাট কায়সার আমাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তাঁর অনুসরণ করছে প্রভাবশালী লোক, না তাদের মধ্যে দুর্বলরা? তুমি বলছ যে, তাদের মধ্যকার দুর্বলরা-এরাই রাসূলদের অনুসারী হয়

[২৬৭৭] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تَنْصَرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ

[২৬৯৬] সুলাইমান ইবন হারব (র).....মুসআব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সা'দ (রা)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চাইতে তাঁর মর্যাদা বেশী। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমরা দুর্বলদের উসিলায়ই সাহায্য ও রিয়ক প্রাপ্ত হচ্ছে।'

[২৬৭৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي زَمَانٌ يَغْزُو فِيَّامٍ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ

[২৬৯৭] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সহচরদের (তাবেঈন) মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ, তারপর তাদের বিজয় দান করা হবে। তারপর এক যুগ এমন আসবে যে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবে-তাবেঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।'

১৮১৭. بَابٌ لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ

১৮১৭. পরিচ্ছেদ : অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে কে জিহাদ করছে, তা তিনিই ভাল জানেন এবং কে তাঁর পথে আহত হয়েছে আল্লাহই সমধিক অবগত আছেন

[২৬৭৯] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْتَتَلُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فَلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذَبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنْفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جَرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذَبَابُهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَمْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

[২৬৮০] কুতাইবা (র)..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সৈন্যদলের কাছে ফিরে এলেন, মুশরিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশরিককে একাকী দেখলেই তার পশাঙ্কান করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহল ইবন সা'দ (রা)) বলেন, আজ আমাদের কেউ

অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। তারপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে। তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাব। তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তারপর তার তলোয়ারের বাট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, ‘মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী হয় এবং অনুরূপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।’

১৮।৮. **بَابُ التَّخْرِيطِ عَلَى الرُّمَى ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ**

১৮।১৮. পরিচ্ছেদ : তীরন্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহ তা‘আলার বানী : তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। (৮ : ৬০)

২৬৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا اِرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فَلَانَ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمُوا فَإِنَّا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

২৬৯৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরন্দাজীর অনুশীলন করছিল। নবী বললেন, হে বানু ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ

তীরান্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে দু'দলের একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কেমন করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।

২৭.০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَقْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي أَكْثَرُوكُمْ

২৭০০ আবু নু'আঈম (র).....আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন বলেছেন, আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিলাম এবং কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন নবী ﷺ আমাদের বললেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে। আবু আব্দুল্লাহ (র) বলেন أَكْثَبُوكُمْ এর অর্থ যখন অধিক সংখ্যক সমবেত হয়।

১৮১৭. بَابُ اللَّهِ بِالْحَرَابِ وَنَحْوَهَا

১৮১৯. পরিচ্ছেদ : বর্শা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা

২৭.১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعَهُمْ يَا عُمَرُ، وَزَادَ عَلَيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ

২৭০১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল হাবশী লোক নবী ﷺ-এর কাছে বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় উমর (রা) সেখানে এলেন এবং হাতে কঙ্কর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদের করতে দাও। আলী..... মা'মার (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, (এ ঘটনা) মসজিদে ঘটেছিল।

১৮২. بَابُ الْمَجَنِّ وَمَنْ تَتَرَسَّ بِتَرَسٍ صَاحِبِهِ

১৮২০. পরিচ্ছেদ : ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে

২৭.২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
 إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ
 أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتَرَسٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ
 الرَّمْيِ ، فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ

২৭০২ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা
 (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই ঢাল ব্যবহার করেছেন। আর আবু তালহা (রা) ছিলেন একজন ভাল
 তীরন্দাজ। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন নবী ﷺ মাথা উঁচু করে তীর যে স্থানে পড়ত তা লক্ষ্য
 রাখতেন।

২৭.৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
 حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ ،
 وَأَذْمَى وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ ، وَكَانَ عَلَى يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمَجَنِّ ،
 وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى
 حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمَ

২৭০৩ সাঈদ ইবন উফাইর (র).....সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের ময়দানে
 যখন নবী ﷺ-এর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল ও তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর সামনের দাঁত
 ভেঙ্গে গেল, তখন আলী (রা) ঢালে করে ভরে ভরে পানি আনতেন এবং ফাতিমা (রা) ক্ষতস্থান ধুতে ছিলেন।
 যখন ফাতিমা (রা) দেখলেন যে, পানির চাইতে রক্তক্ষরণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন একখানা চাটাই নিয়ে তা
 পোড়ালেন এবং তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

২৭.৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أُمُّوَالِ
 بَنِي النُّضَيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُؤْجِفِ الْمُسْلِمُونَ
 عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى
 أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ

[২৭০৪] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু নযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

১৮২১. بَابُ

১৮২১. পরিচ্ছেদ

[২৭.৫] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفْدِي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

[২৭০৫] কাবীসা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে সা'দ (রা) ব্যতীত আর কারো জন্যও তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।'

১৮২২. بَابُ الدَّرَقِ

১৮২২. পরিচ্ছেদ : চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে

[২৭.৬] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بَغْنَاءَ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مَرْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعُهُمَا ، فَلَمَّا عَمَلَ غَمَزُ تَهُمَا فَخَرَجَتَا ، قَالَتْ وَكَانَ يَوْمٌ عَيْدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحَرَابِ فَأَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا قَالَ لِي أَتَشْتَهَيْنِ أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَأَاهُ خَدِيٌّ عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ ،

حَتَّىٰ إِذَا مَلَئَتْ قَالَ حَسْبُكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَادْهَبِي قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ وَهَبٍ فَلَمَّا غَفَلَ

[২৭০৬] ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় দু'টি বালিকা বু'আস যুদ্ধ সম্পর্কীয় গৌরবগাঁথা গাইছিল। তিনি এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবু বকর (রা) এলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসুলের কাছে শয়তানের বাদ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। তারপর যখন তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি বালিকা দু'টিকে (হাত দিয়ে) খোঁচা দিলাম। আর তারা বেরিয়ে গেল। আয়িশা (রা) বলেন, ঈদের দিনে হাবশী লোকেরা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বানু আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এখন যাও। আহমদ (র) ইবন ওয়াহব (র) সূত্রে বলেন, তিনি যখন অন্য মনস্ক হলেন।

১৮২৩. بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

১৮২৩. পরিচ্ছেদ : খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান

[২৭.৭] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِابْنِ طَلْحَةَ عُرِيَ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعَوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ أَنَّهُ لَبَحْرٌ

[২৭০৭] সুলাইমান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সকল লোকের চাইতে সুন্দর ও সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনার লোকেরা আতংকিত হয়ে উদ্ভিত শব্দের দিকে বের হলো। তখন নবী ﷺ তাদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের যথার্থতা অব্বেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবু তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তার কাঁধে তরবারী ঝুলান ছিল। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ে না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় শক্তিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র অর্থাৎ অতি বেগবান।

১৮২৪. بَابُ حَلِيَةِ السُّيُوفِ

১৮২৪. পরিচ্ছেদ : তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ

২৭.৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : لَقَدْ فَتَحَ الْفَتْوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حَلِيَّةٌ سَيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حَلِيَّتُهُمُ الْعَلَابِيُّ وَالْأَنَكُ وَالْحَدِيدُ

২৭০৮ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই সব বিজয় এমন সব লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যাদের তলোয়ার স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত ছিল না, বরং তাদের তলোয়ার ছিল উটের গর্দানের চামড়া এবং লৌহ কারুকার্য মণ্ডিত।

১৮২৫. بَابُ مَنْ عَلِقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

১৮২৫. পরিচ্ছেদ : সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা

২৭.৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدَّوْلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَذْرَكَتَهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعُضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا ، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صِلَتَا ، فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ وَرَوَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ هِشَامُ السَّيْفُ لَهَا هُوَذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

২৭০৯ আবুল ইয়ামান (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ﷺ এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে

প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যখন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজীতে ঢাকা এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। এবং তার উপর তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে।

১৮২৬. بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

১৮২৬. পরিচ্ছেদ : শিরস্ত্রাণ পরিধান করা

[২৭১০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ جُرْحُ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ ، وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلَى يُمُسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ الزَّقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمَ .

[২৭১০] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর মুখমণ্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা (রা) রক্ত ধুইতে ছিলেন আর আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হল।

১৮২৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৮২৭. পরিচ্ছেদ : কারো মৃত্যুর সময় তার অস্ত্র ধ্বংস করা যারা পছন্দ করে না

[২৭১১] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرَضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

[২৭১১] আমর ইব্ন আব্বাস (র).....আমর ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি, শুধু তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও একখণ্ড জমি, যা তিনি সাদকা করে গিয়েছিলেন।

১৮২৮. بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْأَسْتَظْلَالِ بِالشَّجَرِ

১৮২৮. পরিচ্ছেদ : দুপুরের বিশ্রামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা

[২৭১২] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُمَا - ح وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذْرَكَهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعُضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعُضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَ السَّيْفُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

[২৭১২] আবুল ইয়ামান ও মুসা ইব্ন ইসমাইল (র).....জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের দুপুরের বিশ্রামের সময়-হল এমন একটি উপত্যকায় যাতে কাঁটায়ুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। লোকেরা কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আর নবী ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং একটি বৃক্ষে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জেগে উঠলেন এবং হঠাৎ তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক, অথচ তিনি তার সম্পর্কে টের পাননি। তখন নবী ﷺ বললেন, এই লোকটি হঠাৎ আমার তরবারীটি উঁচিয়ে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন সে লোক তলোয়ারটি কোষবদ্ধ করল। আর এই সে লোক, এখানে বসা, কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি।

১৮২৯. بَابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمَحِي ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

১৮২৯. পরিচ্ছেদ : ৪ তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, তীরের ছায়াতলে আমার রিয়ক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত

[২৭১৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَخَشِيًا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَالَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

[২৭১৩] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলেন। মক্কার পথে কোন এক স্থানে পৌছার পর আবু কাতাদা (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ তাঁর পেছনে রয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। এ সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং (তা শিকারের উদ্দেশ্যে) তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের তাঁর চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলেন; কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার তিনি তাঁর বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। এরপর গাধাটির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সাথীরা কেউ কেউ এর গোশত খেলেন এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটি একটি আহার্য বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন। যায়িদ ইবন আসলাম (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে আবু নাযর (রা)-এর অনুরূপ বন্য গাধা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথে তার কিছু গোশত আছে কি?

১৮৩. بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৮৩০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বর্ম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত। নবী ﷺ বলেন, খালিদ (ইবন ওয়ালিদ) তো তাঁর বর্মগুলো আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) ওয়াক্ফ করে দিয়েছে

২৭১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عُكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي
قُبَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ لَمْ تَعْبُدْ
بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ
عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : سِيَهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ
الدَّبْرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ ، وَقَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ يَوْمَ بَدْرٍ

২৭১৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন একটি শুক্কুরাজি তাঁবুতে অবস্থান কালে দু'আ করছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না।' এ সময় আবু বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার মিনতির সঙ্গে আপনার রবের কাছে দু'আ করেছেন।' সে সময় নবী ﷺ বর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন : শীঘ্রই দুষমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অধিকন্তু কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ : ৪৫, ৪৬) ওহাইব (র) বলেন, খালিদ (র) বলেছেন, 'বদরের দিন'।

২৭১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ
مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَقَالَ يَعْلَى حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ

[২৭১৫] মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তার বর্মটি ত্রিশ সা'-এর বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। মুআত্তা আবদুল ওয়াহিদ (র) সূত্রে আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ তার লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর ইয়ালা (র) আমাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্মটি ছিল লোহার।

[২৭১৬] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَكُلَّمَا هُمُ الْمُتَّصِدِقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْفَى أَثَرَهُ ، وَكُلَّمَا هُمُ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ

[২৭১৬] মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির ন্যায়, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কজায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হাত কঠোর সাথে লেগে যায়। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।

১৮৩১. بَابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

১৮৩১. পরিচ্ছেদ : সফর এবং যুদ্ধে জোকা পরিধান করা

[২৭১৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَلَقِيَتْهُ بِمَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَةٌ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ

يَدِيهِ مِنْ كُمِّيهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ

২৭১৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র).... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (প্রাকৃতিক) হাজত পূরণের জন্য গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা দিয়ে উষু করেন। তাঁর পরিধানে ছিল শামী (সিরিয়া) জোব্বা। তিনি কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি জামার আস্তিন গুটিয়ে দু'টি হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল খুবই আঁটসাঁট। তাই তিনি ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করে উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

১৮৩২. بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

১৮৩২. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা

২৭১৮। حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

২৭১৯। আহমদ ইবন মিকদাম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) ও যুবাযর (রা)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৭১৯। حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْغِي الْقَمْلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ

২৭১৯। আবুল ওয়ালিদ ও মুহাম্মাদ ইবন সিনান (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ও যুবাযর (রা) নবী ﷺ-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের রেশমী পোষাক পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধে তাদের শরীরে তা দেখেছি।

২৭২০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي حَرِيرٍ

২৭২০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইবন আওফ ও যুবাযর ইবনুল আওয়ামকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেন।

২৭২১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَخَّصَ أَوْ رَخَّصَ لَهَا لِحِجَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

২৭২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, শরীরে চুলকানীর জন্য তাদের দু'জনকে (আবদুর রাহমান ও যুবাযর) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

১৮৩৩. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي السَّكِينِ

১৮৩৩. পরিচ্ছেদ : ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা

২৭২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتَفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَأَلْقَى السَّكِينِ

২৭২২ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র).....আমর ইবন উমায়্যা যামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (বকরীর) বাহু থেকে কেটে কেটে খেতে দেখেছি। তারপর তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি সালাত আদায় করলেন; কিন্তু তিনি উয়ু করেননি। আবুল ইয়ামান (র) শুয়াইব সূত্রে যুহরী (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ছুরি রেখে দিলেন।

১৮৩৪. بَابُ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

১৮৩৪. পরিচ্ছেদ : রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

[২৭২৩] حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِلِ حِمَصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثْتَنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجِبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا

[২৭২৩] ইসহাক ইব্ন ইয়াযীদ দিমাশকী (র).....উমাইর ইব্নু আসওয়াদ আনসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর কাছে আসলেন। তখন উবাদা (রা) হিমস উপকূলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মে হারাম। উমাইর (র) বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মে হারাম (রা) বলেন, তারপর নবী ﷺ বললেন, আমার উম্মাতের প্রথম যে দলটি কায়সার (রোমক সম্রাট) এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি তাদের মধ্যে হবো?' নবী ﷺ বললেন, 'না।'

১৮৩৫. بَابُ قِتَالِ الْيَهُودِ

১৮৩৫. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[২৭২৪] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ

[২৭২৪] ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ফার্বী (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে তাহলে পাথরও বলবে, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

[২৭২৫] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ ، يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتَ فَاقْتُلْهُ

[২৭২৫] ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

১৮৩৬. بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ

১৮৩৬. পরিচ্ছেদ : তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[২৭২৬] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعْرِ ، وَأَنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ وَجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ

[২৭২৬] আবু নুমান (র)..... আমর ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। কিয়ামতের আর একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখ হবে চওড়া, যেন তাদের মুখমণ্ডল পিটানো চামড়ার ঢাল।

[২৭২৭] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ ، ذُلْفَ الْأَنْوُفِ ، كَانَ وَجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمَطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ

[২৭২৭] সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

১৮৩৭. بَابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ

১৮৩৭. পরিচ্ছেদ : পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

[২৭২৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُهُمُ الشَّعْرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا كَانَ وَجْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، صِفَارَ الْأَعْيُنِ، ذُلْفَ الْأَنْوَفِ، كَانَ وَجْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

[২৭২৮] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে পিটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। সুফিয়ান (র) বলেন, আ'রাজ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে আবুযযিনাদ এই রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেপ্টা, তাদের চেহারা যেন পিটানো ঢালের ন্যায়।

১৮৩৮. بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

১৮৩৮. পরিচ্ছেদ : পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা

[২৭২৯] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْجَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ لَا وَاللَّهِ، مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ

أَنْجِ سَلَمَةَ بَنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بَنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بَنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ

২৭৩১ কাবীসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কনুতে নাখিলায় এই দুআ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইবন হিশামকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! ওয়ালাদ ইবন ওয়ালাদকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আয়্যাশ ইবন আবী রাবী'আ-কে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! দুর্বল মু-মিনদের নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ মুযার গোত্রকে সমূলে ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! (মুশরিকদের উপর) ইউসুফ (আ)-এর সময়কালীন দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাখিল করুন।'

২৭৩২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزَلَهُ

২৭৩২ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহম্মাদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দুআ করেছিলেন যে, হে কিতাব নাখিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত কর। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের পরাভূত করুন এবং পর্যুদস্ত করুন।'

২৭৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنَحَرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَأَرَسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلَاهَا وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَالْقَتَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لَأَبِي جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَأَبِي بَنٍ خَلْفٍ ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلْبٍ بِدْرٍ قَتَلَى ، قَالَ أَبُو إِسْحَقَ

وَنَسِيتُ السَّابِعَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أُمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ أُمِيَّةُ أَوْ أَبِي وَالصَّحِيحُ أُمِيَّةُ

২৭৩৩ আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কাবার ছায়ায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল ও কুরায়শদের কিছু লোক পরামর্শ করে। সেই সময় মক্কার বাইরে একটি উট যবেহ হয়েছিল। কুরায়শরা একজন পাঠিয়ে সেখান থেকে এর গর্ভথলি নিয়ে এলো এবং তারা নবী ﷺ -এর পিঠে ঢেলে দিল। তারপর ফাতিমা (রা) এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। অর্থাৎ আবু জাহল, ইবন হিশাম, উতবা ইবন রবী'আ, শায়বা ইবন রবী'আ, ওয়ালীদ ইবন উতবা, উবাই ইবন খালফ এবং উকবা ইবন আবী মু'আইত (তাদের ধ্বংস করুন)। আবদুল্লাহ (র) বলেন, এরপর আমি তাদের সকলকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূপে নিহত দেখেছি। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। শুবা (র) বলেন, উমাইয়া অথবা উবাই। তবে সহীহ হলো উমাইয়া। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইউসুফ ইবন আবু ইসহাক (র) আবু ইসহাক (র) সূত্রে উমাইয়া ইবন খালফ।

২৭৩৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعْنَتْهُمْ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

২৭৩৮ সুলায়মান ইবন হার্ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একদিন কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল এবং বলল, তোমার মৃত্যু ঘটুক। (তা শুনে) আয়িশা (রা) তাদের অভিশাপ দিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেলেন, তোমার কী হলো? আয়িশা (রা) বললেন, তারা কী বলেছে, আপনি কি তা শুনেনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যে বলেছি, তোমাদের উপর, তা কি তুমি শোননি?

১৮৬. بَابُ هَلْ يُرْشِدُ أَلْسِلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَوْ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ

১৮৪০. পরিচ্ছেদ : মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে?

২৭৩৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ

[২৭৩৫] ইসহাক (র).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি এই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমারই উপর বর্তাবে।

১৮৪১. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأْلَفَهُمْ

১৮৪১. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়

[২৭৩৬] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ طَفِيلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكْتُ دَوْسٌ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاتِ بِهِمْ

[২৭৩৬] আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল ইবন আমর দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হয়েছে ও অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন।' তারপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদের (ইসলামে) নিয়ে আসুন।'

১৮৪২. بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصَارَى، وَعَلَى مَا يُفَاتِلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالْدُّعْوَةَ قَبْلَ الْقِتَالِ

১৮৪২. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহ্বান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়? নবী ﷺ কায়সার ও কিস্রা-এর কাছে যা লিখেছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

[২৭৩৭] حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ

قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ
فَكَانُوا أَنْظَرُوا إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

[২৭৩৭] আলী ইবন জা'দ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ রোমের (সম্রাটের) প্রতি লেখার ইচ্ছা করেন। তখন তাকে বলা হলো যে, তারা মোহরকৃত পত্র ছাড়া পাঠ করে না। তারপর তিনি রূপার একটি মোহর নির্মাণ করেন। আমি এখনো যেন তাঁর হাতে এর শুভ্রতা দেখছি। তিনি তাতে খোদাই করেছিলেন, “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”।

[২৭৩৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ
يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ
كِسْرَى خَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنْ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ
أَنْ يَمْزُقُوا كُلَّ مَمْزُقٍ

[২৭৩৮] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে (দূত) পাঠালেন এবং দূতকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বাহরাইনের শাসনকর্তার হাওলা করে। পরে বাহরায়নের শাসনকর্তা তা কিসরার কাছে পৌঁছিয়ে দেন। কিসরা যখন তা পড়ল তা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। আমার মনে হয়, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দূআ করেন, যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়।

١٨٤٣. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

১৮৪৩. পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী ﷺ -এর আহ্বান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরম্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্মাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে যে, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও। তা তার জন্য শোভনীয় নয়। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ৭৯)

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ
 كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى
 قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ
 قَيْصَرٌ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمَصَ إِلَى إِثْلِيَاءَ
 شُكْرًا لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كَتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ
 قَرَأَهُ ااتَمَسُّوْا لِيْ هَاهُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رَجَالٍ مِنْ
 قُرَيْشٍ قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ
 كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدْنَا رَسُولَ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ ،
 فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي ، حَتَّى قَدِمْنَا إِثْلِيَاءَ فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهِ فَاذَا هُوَ
 جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ، فَقَالَ
 لَتَرْجُمَانِهِ سَلَهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ،
 قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ
 وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّي وَلَيْسَ فِي الرُّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ
 مَنَافٍ غَيْرِي ، فَقَالَ قَيْصَرُ ادْنُوهُ ، وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجَعَلُوا خَلْفَ ظَهْرِي
 عُنْدَ كَتْفِي ، ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ أَنِّي سَأَلْتُ هَذَا الرَّجُلَ عَنْ
 الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ
 يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَّبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ
 وَلَكِنِّي اسْتَحْشَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانِهِ
 قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ ، قَالَ فَهَلْ

قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ ، قُلْتُ لَا : فَقَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى
 الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لَا ، قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟
 قُلْتُ لَا : قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ
 ، قَالَ فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ قُلْتُ ، بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ
 سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قُلْتُ لَا : قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ لَا :
 وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ ، قَالَ أَبُو سَفْيَانَ وَلَمْ
 يُمَكِّنِي كَلِمَةً أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا
 ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ
 وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتْ دُولًا وَسَجَالًا ، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرْءُ وَنُدَالُ عَلَيْهِ
 الْآخَرَى ، قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ
 بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ
 وَالْعِفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ لَتَرْجُمَانَهُ حِينَ قُلْتَ ذَلِكَ لَهُ
 قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَيَكُفُّمْ فَرَزَعَمْتُ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ
 تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ،
 فَرَزَعَمْتُ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ
 يَأْتُمُ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ
 يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَزَعَمْتُ أَنْ لَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيدَعَ الْكَذِبَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَرَزَعَمْتُ أَنْ
 لَا فَقُلْتُ ، لَوْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مَلِكُ أَبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ
 النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَرَزَعَمْتُ أَنْ ضُعَفَاءُهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ
 الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَزَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ
 الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ

فِيهِ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَلَّاتُكَ هَلْ يَغْدُرُ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدُرُونَ ، وَسَلَّاتُكَ هَلْ فَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ، فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ أَنْ حَرْبَكُمْ وَحَرْبُهُ تَكُونُ دُولًا، وَيَدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتَدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، وَسَلَّاتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَأَكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَآدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ، قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتُ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ أَرَجَوُ أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ، لَتَجَشَّمْتُ لِقِيَّهِ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمَ تَسْلِمَ وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ أَثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ

، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَاتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا، وَأَمْرٌ بِنَا فَأَخْرَجْنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمَرَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى ادْخُلَ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهِ

[২৭৩৯] ইব্রাহীম ইবন হামযা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহবান সম্বলিত চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবীর (রা)-এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের কাছে অর্পণ করেন, যাতে তিনি তা কায়সারের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসাবে কায়সার হিম্স থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিঠি এসে পৌঁছলে তা পাঠ করে তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময় আবু সুফিয়ান (রা) কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির যুগ। আবু সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন যে, কায়সারের সেই দূতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। তারপর আমাদের কায়সারের দরবারে হাজির করা হলো। তখন কায়সার মুকুট পরিধান করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা কর, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে? আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সবার্থিক নিকটতম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাক্ফেলায় আমি ছাড়া আব্দ মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল না। কায়সার বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের কাছে সমবেত করা হল। এরপর কায়সার দোভাষীকে বললেন, লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যিনি নবী বলিয়া দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী সম্পর্কিত কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বংশের অন্য কোন লোক কি ইতিপূর্বে এরূপ দাবী করেছে? জাবাব দিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এ নবুওয়াতের আগে কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীনের প্রতি অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি। যাতে রাসূল ﷺ -কে খাট করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশংকা না হয়। কায়সার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি

বললাম, যুদ্ধ কুমার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিষয়ে আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবেবর ইবাদত করত, তিনি সে সবেবর ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে; সাদকা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে। আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলো, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রাসূলগণ, তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের (দুর্বল) লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এভাবেই (বাড়তে বাড়তে) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি চুক্তিভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই রাসূলগণ কখনো চুক্তিভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কূপের বালতির মতো। কখনো তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কি কি বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সবেবর ইবাদত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সালাত আদায় করতে, সাদকা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নবীগণের গুণাবলী। আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, তারপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে ছিলঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি ...যারা হিদায়াতের

অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। 'হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।' আবু সুফিয়ান (রা) বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যক্তির চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কি বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হলো। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়ে, তাদের বললাম, নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করছে। আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অথচ তখনও আমি তা অপছন্দ করছিলাম।

২৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فِقَامُوا يَرْجُونَ لَذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَعَدُّوا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَى فَقَالَ آيُنَ عَلَى فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَأَمَرَ فَدْعَى لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَانَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ نَقَاتْلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلَى رَسُولِكَ حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

২৭৬০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....সাহল ইব্ন সা'আদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় অর্জিত হবে। এরপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের লাল ভাঙা উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোন অসুখই ছিল না। তখন আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং

তাদের করণীয় সম্বন্ধে তাদের অবহিত কর। আল্লাহর কসম, যদি একটি লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চাইতেও শ্রেয়।

[২৭৬১] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَغْرِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا

[২৭৬২] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে সকাল হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে রাত্রিকালে পৌছলাম।

[২৭৬৩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا ح - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بَلِيلًا لَا يَغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

[২৭৬৪] কুতাইবা ও আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাতে সেখানে পৌছলেন। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করেন না। যখন সকাল হলো ইয়াহুদীরা কোদাল ও খুড়ি নিয়ে বের হল এবং যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেলো, তখন তারা বলে উঠল, মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ তাঁর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত। নবী ﷺ তখন আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বললেন, খায়বার ধ্বংস হল, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন জনপদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃতদের সকাল কত মন্দ!

[২৭৬৫] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصِمَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

[২৭৪৩] আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে তার জ্ঞান ও মাল আমার হাত থেকে হিফাজত করে নিল। অবশ্য ইসলামের বিধান আলাদা, আর তার (প্রকৃত) হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

১৮৪৬. بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ

১৮৪৮. পরিচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন করে রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে

[২৭৪৬] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا

[২৭৪৮] ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র).....আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন কা'বের পুত্রদের মধ্যে পথপ্রদর্শক, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন।

[২৭৪৯] ح وَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيدُ غَزْوَةً بَغَزَوْهَا إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَغَزَاهَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرْ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفْرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ
غَزْوَ عَدُوِّ كَثِيرٍ ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً عَدُوَّهُمْ ،
وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بَنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ
لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ

[২৭৪৫] আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন কিন্তু যখন তাবুক যুদ্ধ এল, যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন, প্রচণ্ড গরম এবং সম্মুখীন হলেন দীর্ঘ সফরের ও মরুময় পথের আর অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন। তাই তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আর ইউনুস (র) যুহরী (র) সূত্রে কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন সফরে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন বেশীর ভাগ সময় বৃহস্পতিবারেই রওয়ানা করতেন।

[২৭৪৬] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بَنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ
يَوْمَ الْخَمِيسِ

[২৭৪৭] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বেলায় হন আর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন।

১৮৪৫. بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

১৮৪৫. পরিচ্ছেদ : যুহরের পর সফরে বের হওয়া

[২৭৪৮] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا
، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا

[২৭৪৭] সুলাইমান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাতে যুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফাতে পৌছে দু'রাকআত আসর সালাত আদায় করেন। আমি তাদের হজ্জ ও উমরা উভয়টির তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

১৮৬. بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِارْبَعٍ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

১৮৬. পরিচ্ছেদ ৪ মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া। কুরাইব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুল-কা'দার পাঁচ দিন থাকতে মদীনা থেকে রওয়ানা হন এবং যুল-হিজ্জার ৪ তারিখে মক্কা পৌছেন।

[২৭৪৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسٍ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ اتَّكَتَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

[২৭৪৮] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুল-কাদার ৫ রাত থাকতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়িশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশত পৌছানো হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের? বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করেছেন। ইয়াহুইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবন মুহাম্মদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আব্দাহর কসম বর্ণনাকারিণী এ হাদীসটি আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করেছেন।

১৮৪৭. بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

১৮৪৭. পরিচ্ছেদ : রমযান মাসে সফর করা

২৭৬৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৭৪৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযান মাসে সফরে বের হন এবং সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সিয়াম ছেড়ে দেন। সুফিয়ান (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আব্দুল্লাহ (র) বলেন, এটা যুহরী (র)-এর উক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশেষ কার্যই গ্রহণযোগ্য।

১৮৪৮. بَابُ التَّوَدُّعِ عِنْدَ السَّفَرِ ، وَقَالَ ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ لَنَا إِنْ لَقِيتُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ ، قَالَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا

১৮৪৮. পরিচ্ছেদ : সফরকালে বিদায় দান করা। ইব্ন ওহব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের দু'জন লোকের নামোল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অমুক ও অমুকের সাক্ষাত পাও তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা করার প্রাকালে বিদায় গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আগুনের মাধ্যমে শাস্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো অধিকার নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হও, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে।

১৮৪৭. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

১৮৪৯. পরিচ্ছেদ : ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে শুনাহর কাজের নির্দেশ না দেয়

[২৭৫০] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْعَصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

[২৭৫০] মুসাদ্দাদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'পাপ কার্যের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। তবে পাপ কার্যের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।'

১৮৫০. بَابُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيَتَّقَى بِهِ

১৮৫০. পরিচ্ছেদ : ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা

[২৭৫১] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْنُ الْأَخْرُؤُنَ السَّابِقُونَ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

[২৭৫১] আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে) সর্বপ্রথমে প্রবেশকারী (জান্নাতে)। আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী

করল আর যে ব্যক্তি (শরীয়ত স্বীকৃত) আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অনন্তর যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণতি তার উপরই বর্তাবে।

১৮৫১. **بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ**

১৮৫১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন, মৃত্যুর উপর বায়আত করা। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার নিকট বৃক্ষতলে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। ৪৮ : ১৮

২৭৫২ **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ لَا بَلَّ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ**

২৭৫২ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা যখন হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমাদের মধ্য হতে দু’জন লোকও যে বৃক্ষের নীচে আমরা বায়আত করেছিলাম সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হয় নি। তা ছিল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।’ বর্ণনাকারী বলেন, ‘আমি নাফি (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাঁদের নিকট হতে কিসের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল? তা কি মৃত্যুর উপর?’ তিনি বললেন, ‘না, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট হতে অটল থাকার উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।’

২৭৫৩ **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ ات فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَا أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ**

[২৭৫৩] মুসা ইবন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারুরা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, 'ইবন হানযালা (রা) মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর আমি তো কারো নিকট এরূপ বায়আত করব না।

[২৭৫৪] حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا خَفَ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنُ الْأَكْـُـوْعِ أَلَا تَبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ وَآيُضًا : فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْكَوْتِ

[২৭৫৪] মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। তারপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'ইবন আকওয়া! তুমি কি বায়আত করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো বায়আত করেছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আরেকবার হোক না।' তখন আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবু মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত করেছিলে?' তিনি বললেন, 'মৃত্যুর উপর।'

[২৭৫৫] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيَيْنَا أَبَدًا فَاجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ :

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ + فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

[২৭৫৫] হাফস ইবন উমর (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন : “আমরাই হচ্ছি সে সকল লোক, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হস্তে জিহাদ করার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।” রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুত্তরে ইরশাদ করেন : হে আল্লাহ! আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত করুন।

[২৭৫৭] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنِ أَخِي فَقُلْتُ بَايَعْنَا عَلَى الْهَجْرَةِ فَقَالَ مَضَتْ الْهَجْرَةُ لِأَهْلِهَا ، فَقُلْتُ عَلَامَ تَبَايَعْنَا ، قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ

[২৭৫৬] ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার ভাতিজাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে হিজরতের উপর বায়আত দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হিজরত তো হিজরতকারীগণের জন্য অতীত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আমাদের কিসের উপর বায়আত নিবেন?' তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'ইসলাম ও জিহাদের উপর।'

১৮৫২. بَابُ عَزْمِ الْأَمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

১৮৫২. পরিচ্ছেদ : জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন

[২৭৫৮] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ إِرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤَدِّيًا نَشِيطًا ، يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا يُخْصِيهَا ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى تَفْعَلَهُ وَأَنْ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ، وَأَذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكَرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثُّغْبِ شَرِبَ صَفْوَهُ وَبَقِيَ كَدْرُهُ

[২৭৫৭] উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আজ আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কি দিব, তা আমার বুঝে আসছিল না।' লোকটি বললো, 'বলুন তো, এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় সত্ত্বটিষ্টিতে আমাদের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হল। কিন্তু সেই আমীর এমন সব নির্দেশ দেন যা পালন করা সম্ভব নয়। আমি

বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদেরকে কোন বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু একবার মাত্র এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের যে কেউ ততক্ষণ ভাল থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ্ তা‘আলাকে ভয় করতে থাকবে। আর যখন সে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নিবে, যে তাকে সন্দেহ মুক্ত করে দিবে। আর সে যুগ অত্যাশন্ন যে, তোমরা এমন লোক পাবে না। শপথ সেই সত্তার যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উদাহরণ এরূপ যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি সঞ্চিত হয়েছে। এর স্বচ্ছ পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে।

১৮৫৩. **بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ آخِرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ**

১৮৫৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন

[২৭০৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَرَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا أَنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ ، ثُمَّ قَالَ : اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، أَهْزِمْهُمْ وَأَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ

[২৭০৮] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....উমর ইবন উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবু নাযর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) তার মনিবের নিকট পত্র লিখেন যা আমি পাঠ করলাম, তাতে ছিল যে, শত্রুদের সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন : হে লোক সকল! শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট নিরাপত্তার দু‘আ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু‘আ করলেন, হে আল্লাহ! কুরআন

অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্যদলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

১৮৫৬. **بَابُ اسْتِثْذَانِ الرَّجُلِ الْأَمَامِ ، لِقَوْلِهِ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ**

১৮৫৪. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তারাই শ্রুত মুমিন যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর ইমান এনেছে, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে কোন সমষ্টিগত বিষয়ে একত্রিত হয়, তখন তারা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যায় না। (২৪ : ৬২)

২৭৫৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمَغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَلَّحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاصِيحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي مَا لِبَعْثِكَ قَالَ قُلْتُ أَعْيَى قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَالَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْأَيْلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعْثِكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ ، قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِيحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَبِيعْنِي قَالَ فَبِعْتُهُ أَيَّاهُ عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهْرُهُ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِينِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعْثِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَا مَنِي ، قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثِيْبًا ، فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثِيْبًا ، فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَفِّي وَالِدِي أَوْ اسْتَشْهِدْ وَلِي أَخَوَاتٍ صَغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ اتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثِيْبًا لَتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعْثِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ ، قَالَ الْمَغِيرَةُ هَذَا

فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا

২৭৫৯ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটনীটির পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনী-টিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দুআ করলেন। এরপর এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার উটনীটির কিরূপ মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনকারী অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ (বিক্রয় করব)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মদীনায় পৌছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। তারপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মদীনায় পৌছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে উটনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলাধুলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলাধুলা করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমবয়সের কোন মেয়ে বিবাহ করা পছন্দ করিনি; যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা এতে কোন দোষ মনে করি না।

১৮৫৫. بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৫. পরিচ্ছেদ : সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

১৮৫৬. بَابُ مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৬. পরিচ্ছেদ : নববিবাহিত ব্যক্তি জীবন সঙ্গে প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

১৮৫৭. بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

১৮৫৭. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া

২৭৭০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৭৬০. মুসাদ্দাদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনায ভীতির সঞ্চার হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং বলেন যে, আমি তো ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না। তবে আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।

১৮৫৮. بَابُ السَّرْعَةِ وَالرَّكُضِ فِي الْفَزَعِ

১৮৫৮. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা

২৭৭১. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَزَعُ النَّاسِ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تَرَاْعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

২৭৬১. ফাযল ইবন সাহল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-এর মন্থরগতি সম্পন্ন একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন এবং একাকী ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলল। (ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিছুই না, তোমরা ভয় করো না। এ ঘোড়াটি তো দ্রুতগামী। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হতে আর কখনো সে ঘোড়াটি কারো পেছনে পড়েনি।

১৮৫৭. بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفِرْعِ وَحَدِّهِ

১৮৫৯. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া

১৮৬. بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ الْغَزْوُ قَالَ
 إِنِّي أَحَبُّ أَنْ أُعَيْنَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي قُلْتُ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ ، قَالَ إِنْ غَنَّاكَ لَكَ ،
 وَإِنِّي أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ إِنْ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا
 الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَتَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا
 آخِذَ ، وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ إِذَا دَفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصْنَعْ بِهِ
 مَا شِئْتَ وَضَعَهُ عِنْدَ أَهْلِكَ

১৮৬০. পরিচ্ছেদ : কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহর রাহে সাওয়াবী দান করা। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তিনি, (ইবন উমর (রা)) বললেন, তোমার স্বচ্ছলতা তোমার জন্য। আমি চাই, আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। উমর (রা) বলেন, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জিহাদ করার জন্য (বায়তুলমাল হতে) অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যারা এরূপ করে, আমরা তার সম্পদে অধিক হকদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নিব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, যখন আল্লাহর রাহে বের হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আর তোমার পরিবার-পরিজনের কাছেও রেখে দিতে পার

২৭৭৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالَكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ
 زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ
 ﷺ أَشْتَرِيهِ ، فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

২৭৭৭ হুমায়দী (র).....উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। তারপর আমি তা বিক্রয় হতে দেখতে পাই। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি তা ক্রয় করে নিব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (প্রদত্ত) সাদকা ফেরত নিও না।'

২৭৬৩ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبْتَغُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

২৭৬৩ ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা) জনৈক অশ্বারোহীকে আল্লাহর রাহে একটি অশ্ব দান করেন। এরপর তিনি দেখতে পান যে, তা বিক্রয় করা হচ্ছে। তখন তিনি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, 'তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার প্রদত্ত সাদকা ফেরত নিও না।'

২৭৬৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشْقُ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي ، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَتَلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ ثُمَّ قَتَلْتُ ثُمَّ أُحْيِيْتُ

২৭৬৬ মুসাদ্দাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করতাম, তবে আমি কোন সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারী সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারী পাচ্ছি না যার উপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহর রাহে জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আমি পুনরায় শহীদ হবো। এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

১৮৬১. بَابُ الْأَجِيرِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُقَسَّمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَآخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

১৮৬১. পরিচ্ছেদ : মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। হাসান বসরী ও ইবন সীরীন (র) বলেন, মজদুরকেও গনীমত লব্ধ সম্পদে অংশ দান করা হবে। আতিয়া ইবন কায়েস (রা) জনৈক ব্যক্তি থেকে একটি অশ্ব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গনীমত লব্ধ সম্পদে ঐ অশ্ব অর্ধেক করে বন্টিত হবে। তিনি অশ্বটির অংশে চারশ' দীনার লাভ করেছিলেন। তখন তিনি দু'শ দীনার গ্রহণ করেন এবং দু'শ দীনার অশ্বের মালিককে দিয়ে দেন

২৭৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ أَيْدِفُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ

২৭৬১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূল-ল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। আমি একটি জওয়ান উট (জিহাদে) আরোহণের জন্য (জনৈক ব্যক্তিকে) দেই। আমার সঙ্গে এটিই ছিল আমার অধিক নির্ভরযোগ্য কাজ। আমি এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করলাম। তখন সে এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, একজন অপরাধীদের হাত কামড়িয়ে ধরে সে তার হাত কামড়দাতার মুখ হতে সজোরে বের করে আনে। ফলে তার সামনের দাঁত উপড়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দাঁতের কোন প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নি। আর তিনি বললেন, সে কি তার হাতটিকে তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তাকে উটের ন্যায় কামড়াতে থাকবে।

১৮৬২. بَابُ مَا قِيلَ فِي لَوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

২৭৬১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرْظِيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لَوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ

২৭৬৬ সাঈদ ইব্ন আবু মারিয়ম (র) কায়েস ইব্ন সাদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পতাকা বহনকারী, তিনি হজ্জের সংকল্প করেন, তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়িয়ে নিলেন।

২৭৬৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخْلَفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ أَنَا أَتَخْلَفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلَى فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَعْطَيْنَ الرَّأْيَةَ، أَوْ قَالَ لِيَأْخُذَنَّ غَدَاً رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلَى فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

২৭৬৭ কুতাইবা ইবনে সাঈদ (র) সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পেছনে থেকে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পিছিয়ে থাকব? এরপর আলী (রা) বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ -এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে আলী (রা) খায়বার জয় করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা অর্পণ করব, কিংবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালবাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে। আল্লাহ তাআলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, আলী (রা) এসে উপস্থিত, অথচ আমরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করিনি। তারা বললেন, এই যে আলী (রা) এসে গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পতাকা অর্পণ করলেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁরই হাতে খায়বারের বিজয় দান করলেন।

২৭৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَاهُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرَكُزَ الرَّأْيَةَ

২৭৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি যুবাইর (রা)-কে বলেছিলেন, এখানেই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে পতাকা পুঁতে রাখতে আদেশ করেছিলেন?

১৮৬৩. **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :**

سَنَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ قَالَ جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি : এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলার বাণী : আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আল্লাহর শরীক করেছে। ৩ : ১৫১ (এ প্রসঙ্গে) জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন

۲۷۶۹ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمِفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَلُونَهَا

২৭৬৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তি সহ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমনতাবস্থায় পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে অর্পণ করা হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা তা বের করছ।

۲۷۷ۦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصُّخْبُ ، فَأَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ

২৭৭০ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে আবু সুফিয়ান জানিয়েছেন, (রোম সম্রাট) হিরাক্ল (হিরাক্লিয়াস) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইলিয়া (বর্তমান ফিলিস্তিন) নামক

স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর সম্রাট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রখানি আনতে আদেশ করেন, যখন পত্র পাঠ সমাপ্ত হল, তখন বেশ হৈ চৈ ও শোরগোল পড়ে গেল। এরপর আমাদেরকে (দরবার হতে) বাইরে নিয়ে আসা হল। তখন আমি আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললাম, যখন আমরা বহিষ্কৃত হচ্ছিলাম, আবু কাবশার পুত্রের বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রোমের বাদশাহও তাঁকে ভয় করে।

১৮৬৫. **بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى**

১৮৬৪. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে পাথেয় বহন করা। আল্লাহ তাআলার বাণী : তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে।
আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২ : ১৯৭

২৭৭৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي أَيُّضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَشْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سَفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ ، وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نَطَاقِي ، قَالَ فَشَقَّقْتُهُ بِإِثْنَيْنِ فَأَرْبِطُ بَوَاحِدِ السِّقَاءِ وَبِالْآخِرِ السَّفْرَةَ فَفَعَلْتُ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ

২৭৭৯ উবাইদ ইবন ইসমাঈল (রা) আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাথেয় গুছিয়ে দিয়েছিলাম, যখন তিনি মদীনায হিজরত করার সংকল্প করেছিলেন। আসমা (রা) বলেন, আমি তখন মালপত্র কিংবা পানির মশক বাঁধার জন্য কিছুই পাচ্ছিলাম না। তখন আবু বকর (রা)-কে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আমার কোমর বন্ধনী ব্যতীত বাঁধার কিছুই পাচ্ছি না। আবু বকর (রা) বললেন, একে দ্বিখণ্ডিত কর। এক খণ্ড দ্বারা মশক এবং অপর খণ্ড দ্বারা মালপত্র বেঁধে দাও। আমি তাই করলাম। এজন্যই আমাকে বলা হত দু' কোমর বন্ধনীর অধিকারীণী।

২৭৭৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لِحُومِ

১. আবু কাবশা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুধ মা হালীমা (রা)-এর স্বামী ছিলেন। আবু সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বকাল ঘটনা হিসাবে তালিকা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আবু কাবশার পুত্র বলেছিলেন।

الْأَضَاحِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

[২৭৭২] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের কুরবানীর গোশত মদীনা পর্যন্ত পাথেয়রূপে গ্রহণ করতাম।

[২৭৭৩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ سُؤَيْدَ بْنَ النُّعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصُّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ آذُنَى خَيْبَرَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَلَكَّنَا فَأَكَلْنَا وَشَرَبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا

[২৭৭৩] মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) সুয়াইদ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন খায়বারের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তাঁরা সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন নবী ﷺ -এর নিকট যবের ছাতু ব্যতীত কিছুই উপস্থিত করা হয়নি। আমরা তা পানির সাথে মিশিয়ে আহার করলাম ও পান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম ও সালাত আদায় করলাম।

[২৭৭৪] حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَاتُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَاذِنَ لَهُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَأَحْتَتَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৭৭৪ বিশ্ব ইবন মারহুম (র) সালামা (ইবন আকওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাববশত হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে তাদের উট যবেহ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিলেন। সে সময় উমর (রা)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি বললেন, উট যবেহ করে তারপর তোমরা কিরূপে টিকে থাকবে? উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সকল লোক উট যবেহ করে খেয়ে ফেলার পর কিরূপে বাঁচবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারের জন্য বরকতের দুআ করলেন। তারপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো অবশেষে সকলই নিয়ে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আমি আল্লাহর রাসূল।'

১৮৬০. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

১৮৬৫. পরিচ্ছেদ : কাঁধে পাথেয় বহন করা

২৭৭৫ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْثَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقُنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنْهَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ، قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا

২৭৭৫ সাদাকা ইবন ফাযল (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে বের হলাম এবং আমরা সংখ্যায় তিনশ' ছিলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ পাথেয় নিজেদের কাঁধে বহন করছিলাম। পথে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমরা দৈনিক একটি মাত্র খেজুর খেতে থাকলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আবদুল্লাহ! একটি মাত্র খেজুর একজন লোকের কি করে যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, যখন আমরা তাও হারালাম তখন এর হারালোটা অনুভব করলাম। অবশেষে আমরা সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ সমুদ্র একটি বিরাট মাছ তীরে নিক্ষেপ করল। আমরা সে মাছটি তৃপ্তি সহকারে আঠার দিন পর্যন্ত খেলাম।

১৮৬৬. بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا

১৮৬৬. পরিচ্ছেদ : আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো

[২৭৭৭] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرٍ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَرِدْ عَلَى الْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي وَلْيُرْدِفْكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَانْتَظَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ

[২৭৭৬] আমর ইব্ন আলী (র) আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহাবীগণ তো হজ্জ ও উমরার সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন, আর আমি তো হজ্জ থেকে অতিরিক্ত কিছুই করতে পারলাম না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যাও, আবদুর রহমান তোমাকে তার পেছনে সাওয়ারীতে বসিয়ে নিবে। তিনি আবদুর রহমানকে আদেশ করলেন, তাঁকে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় উচ্চভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন।

[২৭৭৭] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ

[২৭৭৭] আবদুল্লাহ (র) আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আয়িশা (রা)-কে আমার পেছনে বসিয়ে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

১৮৬৭. بَابُ الْإِرْتِدَافِ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ

১৮৬৭. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা

[২৭৭৮] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

[২৭৭৮] কুতাইবা ইবন সাঈদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু তালহা (রা)-এর পেছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালনার্থে লাক্ষায়েক ধনি উচ্চারণ করছিল।

১৮৬৮. بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

১৮৬৮. পরিচ্ছেদ : গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা

[২৭৭৯] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَاْفٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ

[২৭৭৯] কুতাইবা (র) উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার পিঠে পালান লাগিয়ে তার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে আরোহণ করেন। আর উসামা (রা)-কে তাঁর পেছনে বসালেন।

[২৭৮০] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُؤَدِفًا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَبَابَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفُتِحَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالَ وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا ، فَسَأَلَهُ أَيُّنَ صَلَّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّي فِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَنَسَّيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمَا صَلَّي مِنْ سَجْدَةٍ

[২৭৮০] ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা) এবং চাবি সংরক্ষক উসমান ইব্ন তালহা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। তারপর উসমান (রা)-কে কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবার (দ্বার) খুলে দেওয়া হল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান (রা)। দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন?

১৮৬৭. بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

১৮৬৯. পরিচ্ছেদ : রিকাব বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা

[২৭৮১] حَدَّثَنِي إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يُعَدُّ بَيْنَ الْأِثْنَيْنِ صَدَقَةً، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ -

[২৭৮১] ইসহাক (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সাদকা রয়েছে। প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদকা। ভাল কথাও সাদকা। সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদকা।

১৮৭. بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالصَّاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَكَذَلِكَ يُرَوَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابِعَهُ ابْنُ اسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ

১৮৭০. পরিচ্ছেদ : কুরআন শরীফ সহ শত্রু ভূখণ্ডে সফর করা অপছন্দনীয়। অনুরূপ মুহাম্মদ ইবন বিশর (র) ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ (র)-এর অনুসরণকারী ইবন ইসহাকও ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (রা) শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করেছেন এবং তাঁরা কুরআনুল করীম জানতেন

২৭৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

২৭৮২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

১৮৮. بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

১৮৭১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা

২৭৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالسَّاحِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَلَجُوا إِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُتَذَرِّينَ ، وَأَصَبْنَا حُمْرًا فَطَبَخْنَا هَا ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنْ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانَكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَأَكْفَفْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ،
تَابَعَهُ عَلَى عَنْ سَفْيَانَ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ

[২৭৮৩] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অতি প্রত্যুষে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময় ইয়াহুদীগণ কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে। ফলে তারা দুর্গে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে বললেন, আল্লাহ আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবতরণ করি, তখন ভয় প্রদর্শিতদের সকাল মন্দ হয় এবং আমরা সেখানে কিছু গাধা পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা এগুলোর (গোশত) রান্না করলাম। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশত (আহার করা) হতে নিষেধ করেছেন। (এতদশ্রবণে) ডেকগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হল তাতে যা ছিল তা সহ। আলী (রা) সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ তাঁর দু'হাত উপরে উঠান বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১৮৭২. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ

১৮৭২. পরিচ্ছেদ : তাকবীর জোরে জোরে বলা অপছন্দনীয়

[২৭৮৪] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادِ هَلْئَلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ
لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

[২৭৮৪] মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ আকবার বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। কেননা, তোমরা তো বধির বা দূরবর্তী সত্তাকে ডাকছ না। বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী।

১৮৭৩. بَابُ التَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

১৮৭৩. পরিচ্ছেদ ৪ কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া

[২৭৮৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

[২৭৮৫] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহ আকবার বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ বলতাম।

১৮৭৪. بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرْقًا

১৮৭৪. পরিচ্ছেদ ৪ উঁচু স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা

[২৭৮৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَرْنَا ، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا

[২৭৮৬] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচুস্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহ আকবার বলতাম আর যখন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ বলতাম।

[২৭৮৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ثَنَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الْغَزْوُ يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدَ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - أَيُّوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ لَا

[২৭৮৭] আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, নাকি এরা বলছেন যে, যখন জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি ঘাঁটি অথবা প্রস্তরময় ভূমিতে পৌঁছে তিনবার আল্লাহ্ আকবার বলতেন। তারপর এ দু'আ পাঠ করতেন, “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, ইবাদত পালনকারী, সিজদাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাভূত করেছেন।” সালেহ (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, আবদুল্লাহ্ কি ইনশাআল্লাহ্ বলেননি? তিনি বললেন, না।

১৮৭৫. بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْأَقَامَةِ

১৮৭৫. পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায়

[২৭৮৮] حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَأَصْطَحْبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

[২৭৮৮] মাতার ইব্ন ফায়ল (র).....আবু বুরদা ইব্ন আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং ইয়্যামিদ ইব্ন আবু কাবশা (রা) সফরে ছিলেন। আর ইয়্যামিদ (রা) মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতেন। আবু বুরদা (রা) তাঁকে বললেন, আমি আবু মূসা (আশআরী) (রা)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে মুকীম অবস্থায় বা সুস্থ অবস্থায় আমল করত।

১৮৭৬. بَابُ السَّيْرِ وَحَدَّةُ

১৮৭৬. পরিচ্ছেদ : একাকী ভ্রমণ করা

[২৭৮৭] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلَاثًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ : الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

[২৭৮৮] হুমাইদী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে আহ্বান করেন। যুবাইর (রা) সে আহ্বানে সাড়া দিলেন, পুনরায় তিনি লোকদের আহ্বান করলেন, আবারও যুবাইর (রা) সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। পুনরায় তিনি লোকদের আহ্বান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। এরূপ তিনবার বললেন। নবী ﷺ বললেন, ‘প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বিশেষ মদদগার থাকে আর আমার বিশেষ মদদগার হচ্ছে যুবাইর।’ সুফিয়ান (র) বলেন, হাওয়ারী সাহায্যকারীকে বলা হয়।

[২৭৯০] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمَ مَا سَارَ رَاكِبٌ بَلِيلٌ وَحَدَّةُ

[২৭৯০] আবুল ওয়ালীদ ও আবু নুআইম (র).....ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি লোকেরা একা সফর করতে কি অনিষ্ট রয়েছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

১৮৭৭. بَابُ السَّرْعَةِ فِي السَّيْرِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ الْحَدِيثُ

১৮৭৭. পরিচ্ছেদ : ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা। আবু হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌছতে ইচ্ছুক, কাজেই যে ব্যক্তি আমার সাথে তাড়াতাড়ি যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি চলে

২৭৯৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْهَ نَصٍّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنْقِ

২৭৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....হিশাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরূপ গতিতে পথ চলেছিলেন। রাবী ইয়াহয়া (র) বলতেন, উরওয়া (র) বলেন, “আমি শুনতেছিলাম, তবে আমার বর্ণনায় তা বাদ পড়েছে। উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সহজ দ্রুতগতিতে চলতেন আর যখন প্রশস্ত খালি জায়গা পেতেন, তখন দ্রুত চলতেন। নাস হচ্ছে সহজ গতির চাইতে দ্রুত গতিতে চলা।

২৭৯৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةٌ وَجَعٍ فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ آخَرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

২৭৯৭ সাঈদ ইব্ন আবু মারযাম (র).....আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তাঁর নিকট সাফিয়া বিনতে আবু উবাইদ (রা)-এর ভীষণ অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এমনকি যখন সূর্যাস্তের পরে লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি উট থেকে অবতরণ করে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করেন। আর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁর দ্রুত চলার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার উভয় সালাত পরপর এক সাথে আদায় করতেন।

২৭৯৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

[২৭৯৩] আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সফর যেন আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা, আহার ও পান করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন সফরে নিজ কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, সে যেন তারপর নিজ পরিবার পরিজনের কাছে দ্রুত চলে আসে।

১৮৭৮. بَابُ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَاَهَا تَبَاعُ

১৮৭৮. পরিচ্ছেদ : আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে

[২৭৭৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَا تَبْتَعَهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

[২৭৯৪] আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাহে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। তারপর তিনি সে ঘোড়াটিকে বিক্রি হতে দেখতে পান। তিনি তা ক্রয় করে নিতে ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার দেওয়া সাদকা ফেরত নিও না।

[২৭৭৫] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَاِبْتَاَعَهُ أَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بَدَرَهُمْ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبْتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

[২৭৯৫] ইসমাইল (র).....উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাহে একটি ঘোড়া দান করি। সে তা বিক্রি করতে চেয়েছিল কিংবা যার নিকট সেটা ছিল সে তাকে বিনষ্ট

করার উপক্রম করেছিল। আমি ঘোড়াটি ক্রয় করতে ইচ্ছা করলাম। আর আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে তাকে সস্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় কর না, যদিও তা একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা সাদকা দান করত ফেরত গ্রহণকারী এমন কুকুরের তুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা খায়।

১৮৭৭. بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

১৮৭৯. পরিচ্ছেদ : পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া

[২৭৭৭] حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتِّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالِدَاكَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

[২৭৯৬] আদম (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'তবে তাঁদের খেদমত করতে চেষ্টা কর।'

১৮৮. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْجَرْسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْأَيْلِ

১৮৮০. পরিচ্ছেদ : উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি বাঁধা প্রসংগে

[২৭৭৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا أَن لَا تَبْقَيْنَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ

[২৭৯৭] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু বাশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। (রাবী) আবদুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি

(আবু বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন সংবাদ বাহককে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।^১

১৮৮১. **بَابُ مَنْ أَكْتَتَبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتْ أَمْرَأَتُهُ حَاجَةً ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ**

১৮৮১. পরিচ্ছেদ : যার নাম জিহাদে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হচ্ছে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওয়র দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?

২৭৭৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ أَمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحَرَّمٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ أَمْرَأَتِي حَاجَةً ، قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ أَمْرَأَتِكَ

২৭৭৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হচ্ছে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তবে যাও নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।'

১৮৮২. **بَابُ الْجَاسُوسِ التَّجَسُّسِ التَّبَحُّثِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ ،**

১৮৮২. পরিচ্ছেদ : গোয়েন্দাগিরী করা। তাজাসুস শব্দের অর্থ হচ্ছে খোঁজ-খবর নেওয়া। আর আত্মা তাআলার বাণী : তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (৬০ : ১)

১. জাহেলী যুগে উটের গলায় এক ধরনের মালা এ উদ্দেশ্যে লটকানো হতো যাতে উট নজর থেকে রক্ষা পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আশ্রয় ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন।

[২৭৭৭] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظِلْعَيْنَةَ وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا ، فَإِنْ طَلَقْنَا تَعَادَى بَيْنَا خَيْلُنَا ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظِّلْعَيْنَةِ ، فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقَيْنَ الثِّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنْاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ ، قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يَذُرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اإِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَقَالَ سُفْيَانُ وَآيُ اسْنَادٍ هَذَا

[২৭৯৯] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা খাখ্ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে।' তখন আমরা রওনা করলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে

চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ্ নামক বাগানে পৌছলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, ‘পত্র বাহির কর।’ সে বলল, ‘আমার কাছে তো কোন পত্র নেই।’ আমরা বললাম, ‘তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।’ তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইব্ন আবু বালতাআ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিক ব্যক্তির নিকট লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হে হাতিব! একি ব্যাপার?’ তিনি বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মূলত আমি কুরাইশ বংশীয় লোক ছিলাম না। তবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি, যদ্বারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনঃ কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে।’ তখন উমর (রা) বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সম্ভবত তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।’ সুফিয়ান (র) বলেন এ সনদটি কতই না উত্তম।

১৪৪৩. بَابُ الْكُشُورَةِ لِلْأَسَارَى

১৮৮৩. পরিচ্ছেদ : বন্দীদের পোশাক প্রদান

২৪০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتَى بِأَسَارَى وَأَتَى بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَقْدَرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدٌ فَاحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ

২৪০০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং আব্বাস (রা)-কেও আনা হল আর তখন তাঁর

শরীরে পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযোগী। নবী ﷺ সে জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দেন। এ কারণেই নবী ﷺ নিজ জামা খুলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে (তাঁর মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্ন উয়াইনাহ্ (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর প্রতি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই-এর একটি সৌজন্য আচরণ ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছেন।

১৪৪৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ

১৮৮৪. পরিচ্ছেদ : যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার ফযীলত

[২৪০১] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَعَدُّوا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ، فَقَالَ آيُنَ عَلَى فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رَسُولِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

[২৮০১] কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন বলেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে, আর আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তাকে ভালবাসেন। লোকেরা সারা রাত এ চিন্তায় কাটিয়ে দেয় যে, কাকে এ পতাকা দেওয়া হয়? আর পরদিন সকালে প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে অসুখ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে আপন মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দূআ করলেন। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন আদৌ তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, 'তুমি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের আঙিনায় অবতরণ কর। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জন্য যা অপরিহার্য

তা তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লালবর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

১৮৮৫. بَابُ الْأَسَارَى فِي السَّلَاسِلِ

১৮৮৫. পরিচ্ছেদ : শৃংখলে আবদ্ধ কয়েদী

২৮.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ

২৮০২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের উপর সন্তুষ্ট হন, যারা শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৮৮৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

১৮৮৬. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা

২৮.৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ أَبُو حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحَسِّنُ تَعْلِيمَهَا يُؤَدِّبُهَا فَيُحَسِّنُ أَدَبَهَا ، ثُمَّ يُعْتَقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنٌ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنِ مَنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ

২৮০৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তিন প্রকারের ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বান্দী আছে, সে তাকে শিক্ষা দান করে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে। তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর আহলে কিতাবদের মধ্য

থেকে মু'মিন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারপর নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। যে গোলাম আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করে, (তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে) শা'বী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করে সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাকে এ হাদীসটি কোন বিনিময় ছাড়াই শুনিয়েছি। অথচ এর চেয়ে সহজ হাদীস শোনার জন্য লোকেরা মদীনা পর্যন্ত সফর করতেন।

১৪৪৭. بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ الرِّلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ بَيَاتًا لَيْلًا لَنَبِيِّنَّه
لَيْلًا بَيَّتَ لَيْلًا

১৮৮৭. পরিচ্ছেদ : রাত্রিকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত - بَيَاتًا لَنَبِيِّنَّه - এবং بَيَّتَ এ শব্দগুলোর অর্থের মধ্যে রাতের সময় বুঝানো হয়েছে।

[২৪.৬] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ وَكَانَ عَمْرُو يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرُو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

[২৮০৪] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....সা'ব ইবন জাস্‌সামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয়, তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।

১৮৮৮. بَابُ قَتْلِ الصَّبِيَّانِ فِي الْحَرْبِ

১৮৮৮. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা

২৮.৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

২৮০৫ আহমদ ইবন ইউনুস (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক যুদ্ধে জৈনকা মহিলাকে নিহত পাওয়া যায়, তখন নবী ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

১৮৮৯. بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

১৮৮৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা

২৮.৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَتْ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

২৮০৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন এক যুদ্ধে জৈনকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

১৮৯০. بَابُ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

১৮৯০. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না

২৮.৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

بَعَثَ فَقَالَ إِنَّ وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفَلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فَلَانًا وَفَلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا

[২৮০৭] কুতাইবা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

আমাদেরকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে দিবে।' তারপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কিন্তু আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সমীচীন নয়। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে হত্যা কর।'

[২৮.৪] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتْلَتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

[২৮০৮] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, 'যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

১৮৯১. بَابُ فَاِمًا مِّنَّا بَعْدُ وَاِمًا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَشْخَنَ فِي الْأَرْضِ يَعْنِي يَغْلِبُ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا الْآيَةُ

১৮৯১. পরিচ্ছেদ : (বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) এর পর হয় অনুসন্ধান বরং প্রতিপত্তি। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। (৪৭ : ৪) প্রসঙ্গে সুমামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে, তার নিকট বন্দী থাকবে বেশে ব্যাপক ভাবে শত্রু পরাভূত না করা পর্যন্ত অর্থাৎ দেশে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত। আল্লাহ কামনা কর পার্থিব সম্পদ। (৮ : ৬৭)

১৮৯২. **بَابٌ هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَخْدَعَ الَّذِينَ أَسْرَوْهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكُفْرَةِ فِيهِ الْمِسُورُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ**

১৮৯২. পরিচ্ছেদ : কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে, তাদের সাথে কৌশল করত তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করবে কি? এ প্রসঙ্গে মিসওয়ার (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

১৮৯৩. **بَابٌ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ**

১৮৯৩. পরিচ্ছেদ : মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে?

২৮.৭ **حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثُمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَمَعُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا رَسُولًا قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالدَّوْدَ فَإِنْ طَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَأَشْتَقُوا الدَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَاتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يَسْتَسْقُونَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا**

[২৮০৯] মুআল্লা ইবন আসাদ (র),.....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উক্ল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নবী ﷺ-এর নিকট এল। মদীনার আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুধবতী উটনীর ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বরং সাদকার উটের পালের কাছে যাও। তখন তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা হয়ে গেল। তারপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং মুসলমান হওয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন জনৈক সংবাদদাতা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। নবী ﷺ অশ্বারোহীদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত

দিনের আলো পূর্ণতা লাভ করেনি। ইতোমধ্যেই তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। তারপর তাঁর নির্দেশে লৌহশলাকা উত্তপ্ত করে তাদের চোখে প্রবেশ করানো হয় এবং তাদেরকে প্রস্তরময় উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। অবশেষে তারা মারা যায়। আবু কিলাবা (রা) বলেন, (তাদেরকে একরূপ শাস্তি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে,) তারা হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে (ধর্ম ত্যাগী হয়ে) যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াতে চেষ্টা করেছে।

১৮৯৬. بَابُ

১৮৯৪. পরিচ্ছেদ :

[২৮১০] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اللَّهَ

[২৮১০] ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপিলিকার সমগ্র আবাসটি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপিলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

১৮৯৫. بَابُ حَرْقِ الدُّوْرِ وَالنَّخِيلِ

১৮৯৫. পরিচ্ছেদ : ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া

[২৮১১] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَشْعَمٍ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ

قَالَ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ
أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَانْطَلَقَ
إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخَبْرِهِ فَقَالَ
رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرْكُتَهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ
أَجُوفٌ أَوْ أَجْرَبٌ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلٍ أَحْمَسَ وَرِجَالٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ

২৮৯১ মুসাদ্দাদ (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশআম গোত্রে একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কাবা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (রা) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীর সাথে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা নিপুণ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (রা) বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' তারপর জারীর (রা) সেখানে গমন করেন এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সংবাদ নিয়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (রা)-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। জারীর (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।

২৮১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نَخْلَ بَنِي
النَّضِيرِ

২৮৯২ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বনী নাযীর ইয়াহুদীদের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৯৬. بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ

১৮৯৬. পরিচ্ছেদ : ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা

২৮১৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ لِيَقْتُلُوهُ فَإِنِ طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِي مَرْبِطِ دَوَابِّ لَهُمْ قَالَ وَاغْلِقُوا بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ فَخَرَجْتُ فِيهِ مَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ وَاغْلِقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلًا فَوَضَعُوا الْمِفَاتِيحَ فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمِفَاتِيحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَاجَابَنِي فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتِ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي فَقَالَ مَا لَكَ لَأَمِكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَأْنُكَ قَالَ لَا أَذَرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى فَضْرَبَنِي قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعِظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهْشٌ فَاتَيْتُ سُلَمًا لَهُمْ لَأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُتِنْتُ رَجُلِي فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ الْوَاعِيَةَ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلْبَةً حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ

[২৮১৩] আলী ইবন মুসলিম (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

আনসারীগণের একটি দল আবু রাফে ইয়াহুদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহুদীদের দুর্গে ঢুকে পড়ল। তিনি বলেন, তারপর আমি তাদের পশুর আশ্রয়ে প্রবেশ করলাম। এরপর তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাদেরকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধার খোঁজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দুর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলো একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে রেখে দিল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম এবং দুর্গের দরজা খুললাম। তারপর আমি আবু রাফের নিকট পৌঁছলাম

এবং বললাম, হে আবু রাফে! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি পুনরায় প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফে! সে বলল, তোমার কি হল, তোমার মা ধ্বংস হোক। আমি বললাম, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আমি জানি না, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, তারপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সব শক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তার হাঁড় পর্যন্ত পৌছে কট করে উঠল। এরপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিঁড়ির কাছে এলাম। যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীগণের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যাবত না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারীণীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিজায়বাসীদের বণিক আবু রাফের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে পড়লাম এবং আমার তখন কোনরূপ ব্যথা বেদনাই অনুভব হচ্ছিল না। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছে এ বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম।

২৪১৬ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكَ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

২৮১৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একদলকে আবু রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) রাত্রিকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন।

১৪৯৭. بَابُ لَا تَمْنُوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

১৮৯৭. পরিচ্ছেদ : তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাংক্ষা পোষণ করো না

২৪১৫ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ فَقَرَأَتْهُ فَاذَا فِيهِ أَنْ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ ائْتَنَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوسَى ابْنُ عَقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْأَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

২৮১৫ ইউসুফ ইবন মুসা (র).....উমর ইবন উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবুন নাযার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবন উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) একখানি পত্র লিখেন। যখন তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হন। আমি পত্রটি পাঠ করলাম--তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।'

মুসা ইবন উকবা (র) বলেন, সালিম আবুন নযর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইবন উবাইদুল্লাহর লেখক ছিলাম। তখন তার কাছে আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-এর একখানা পত্র পৌছল এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আবু আমির (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

১৮৯৮. بَابُ الْحَرْبِ خُذَعَةُ

১৮৯৮. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ হল কৌশল

২৮১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلَاكَ كَسْرِي ثُمَّ لَا يَكُونُ بَعْدَهُ، وَقِيَصْرٌ لِيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قِيَصْرٌ بَعْدَهُ، وَلَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاسْمَى الْحَرْبِ الْخُذَعَةُ

২৮১৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে, তারপর আর কিসরা হবে না। আর (রোমক সম্রাট) কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারপর আর কায়সার হবে না। এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহর রাহে বন্টিত হবে। আর তিনি যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেন।

২৮১৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبُ خُذَعَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ هُوَ بَوْرُ بْنُ أَصْرَمَ

২৮১৭ আবু বকর ইবন আসরাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু বকর হলেন বুর ইবন আসরাম।

২৮১৮ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَرْبُ خُذَعَةُ

২৮১৮ সাদাকা ইবন ফায়ল (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যুদ্ধ হল কৌশল।'

১৮৯৯. بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ

১৮৯৯. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা

২৮১৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَكَعْبِ بَنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَنَّا وَسَالَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَآيُضًا وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَتَنَكَّرَهُ أَنْ نَدْعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمَكَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

[২৮১৯] কুতাইবা ইবন সাঈদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার বললেন, 'কে আছ যে কা'ব ইবন আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দিয়েছে।' মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) কা'ব ইবন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, 'এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদকা চাচ্ছে।' রাবী বলেন, তখন কা'ব বলল, 'এখন আর কী হয়েছে?' তোমরা তো তার থেকে আরো অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে।' মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, 'আমরা তাঁর অনুসরণ করেছি, এখন তাঁর পরিণতি না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।' রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) এভাবে তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

১৯০০. بَابُ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

১৯০০. পরিশ্বেদ : হারবীকে গোপনে হত্যা করা

[২৮২০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَكَعْبِ بَنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَذَنُ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

[২৮২০] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, 'কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে? তখন মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, 'আপনি কি এ পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি প্রদান করলাম।'।

১৯০১. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعْرَتَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحَدَّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقَى بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا صَافٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ

১৯০১. পরিচ্ছেদ : যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ। লায়স (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে সাথে নিয়ে ইবন সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তখন লোকেরা বলল, সে খেজুর বাগানে আছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট খেজুর বাগানে পৌছলেন, তখন তিনি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের আড়াল করতে লাগলেন। ইবন সাইয়াদ তখন তার চাদর জড়িয়ে গুণগুণ করছিল। তখন ইবন সাইয়াদ-এর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে বলে উঠল, হে সাফ! (ইবন সাইয়াদের সংক্ষিপ্ত নাম) এই যে, মুহাম্মদ ﷺ। তখন ইবন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ মহিলা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যেত।

১৯০২. بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْخُنْدَقِ فِيهِ سَهْلٌ وَأَنْسٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ

১৯০২. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরীখা খননকালে স্বর উঁচু করা। এ প্রসঙ্গে সাহল ও আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, আর ইয়াযিদ (র) সালামা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে

٢٨٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ

اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا = وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا = وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَا قَيْنَا

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا = إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

[২৮২১] মুসাদ্দাদ (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি স্বয়ং মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সমগ্র বক্ষদেশের কেশরাজিকে মাটি আবৃত করে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন : “হে আল্লাহ্ আপনি যদি আমাদেরকে হিদায়ত না করতেন, তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না। আর আমরা সাদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে অবিচল রাখুন। শত্রুগণ আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, যখন তারা ফিতনা সৃষ্টির সংকল্প করেছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।” আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তিকালে স্বর উঁচু করেছিলেন।

১৯.৩. بَابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

১৯০৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না

[২৮২২] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِيَّ وَجْهِي وَلَقَدْ شَكُوتُ
إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضْرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ
ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا

[২৮২২] মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, ‘হে আল্লাহ্! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়তকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত বানান।’

১৯০৪. بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِأَحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمَلِ الْمَاءِ فِي التُّرْسِ

১৯০৪. পরিচ্ছেদ : চাটাই পুড়ে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের রক্ত ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা

২৪২৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُؤِي جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِالْمَاءِ فِي تَرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْغِي فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ حَصِيرًا فَأَحْرَقَ ثُمَّ حُسِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৮২৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখম কিরূপে চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন সাহল (রা) বলেন, এখন আর এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ অবশিষ্ট নেই। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে নিয়ে আনছিলেন, আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন এবং একটি চাটাই নিয়ে পোড়ানো হয় আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখমের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

১৯০৫. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ ، وَالْإِخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةُ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ يَعْنِي الْحَرْبَ

১৯০৫ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আর তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। (৮ : ৪৬) الرِّيحُ অর্থাৎ যুদ্ধ

২৪২৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسْرًا وَلَا تُعْسرًا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا

২৮২৪ ইয়াহুইয়া (র).....আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ও আবু

মূসা (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও নির্দেশ দেন যে, 'লোকদের প্রতি নম্রতা করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর মতৈক্য পোষণ করবে, মতভেদ করবে না।'

[২৪২৫] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرِّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطِفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَانَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ ، فَهَزَمَهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلَاطُهُنَّ وَسَوْقُهُنَّ رَافَعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ أَيْ قَوْمُ الْغَنِيْمَةِ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسَيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَاتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَلَمَّا اتَّوَهُمُ صُرِفَتْ وَجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مِنْهُمْ مِائَتَيْنِ فَذَكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَاصَابُوا مِائَةَ سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفَى الْقَوْمُ مُحَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ : أَفَى الْقَوْمُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَفَى الْقَوْمُ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قَتَلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءَ كُلَّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ ، قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالُ إِنْكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مِثْلَهُ لَمْ أَمْرِ بِهَا وَلَمْ تَسْؤُنِي ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أَعْلُ

هَبْلٌ أَعْلٰ هُبْلٌ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُجِيبُوهُ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلٰى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعِزِّيَّ وَلَا عِزِّي لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُجِيبُوهُ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ

২৮২৫] আমার ইব্ন খালিদ (র).....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ওহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পক্ষীকুল ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্বস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। অনন্তর মুসলমানগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল। বারা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি মুশরিকদের মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম তারা নিজ পরিধেয় বস্ত্র উপরে উঠিয়ে পলায়ন করেছে। যাতে পায়ের অলঙ্কার ও পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সহযোগীগণ বলতে লাগলেন, 'লোক সকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কিসের?' তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা তোমরা ভুলে গিয়েছো?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা লোকদের সাথে মিলিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করব।' তারপর যখন তাঁরা স্বস্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের নিকট পৌঁছল, তখন (কাফিরগণ কর্তৃক) তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয় আর তাঁরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এটা সে সময় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বারজন লোক ব্যতীত অপর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। কাফিরগণ এ সুযোগে মুসলমানদের সত্তর ব্যক্তিকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে বদর যুদ্ধে নবী ﷺ -ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের সত্তরজনকে বন্দী ও সত্তর জনকে নিহত করেন। এ সময় আবু সুফিয়ান তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ জীবিত আছে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তর দিতে নিষেধ করেন। পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল--'লোকদের মধ্যে কি আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর (রা) জীবিত আছে?' পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি খাতাবের পুত্র (উমর (রা) জীবিত আছে?' তারপর সে নিজ লোকদের নিকট গিয়ে বলল, 'এরা সবাই নিহত হয়েছে।' এ সময় উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওহে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলছো। যাঁদের তুমি নাম উচ্চারণ করেছেো তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। তোমাদের জন্য চরম পরিণতি অবশিষ্ট রয়েছে।' আবু সুফিয়ান বলল, 'আজ বদরের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির ন্যায়। তোমরা তোমাদের লোকদের মধ্যে নাক-কান কর্তিত দেখবে, আমি এর আদেশ করিনি কিন্তু তা আমি অপছন্দও করিনি।' এরপর বলতে লাগল, 'হে হবাল (মূর্তি)! তুমি উন্নত শির হও। হে হবাল! তুমি উন্নত শির হও।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এর উত্তর দিবে না?' তাঁরা বললেন, 'ইয়া

রাসূলুল্লাহ! আমরা কি বলব?’ তিনি বললেন, ‘তোমরা বল, আল্লাহ তা‘আলাই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, তিনিই মাহিমাম্বিত।’ আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের জন্য উয্বা (দেবতা) রয়েছে, তোমাদের উয্বা নেই।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা কি তার উত্তর দিবে না?’ বারা (রা) বলেন, ‘সাহাবাগণ বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি বলব?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।’

১৯.৬. بَابُ إِذَا فَرَعُوا بِاللَّيْلِ

১৯০৬. পরিচ্ছেদ : রাতে যখন (শত্রুর) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়

২৪২৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا ، قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لَأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تَرَاعُوا لَمْ تَرَاعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحْرًا رَأَى يَغْنَى الْفَرَسَ

২৮২৬ কুতায়বা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও সর্বাধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, একবার এমন হয়েছিল যে, মদীনাবাসী রাতের বেলায় একটি আওয়াজ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-এর গদীবাহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারী ঝুলিয়ে তাদের সম্মুখে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমরা ভয় পেয়ো না।’ তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।’

১৯.৭. بَابُ وَمَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَاصْبَاحَاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

১৯০৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি শত্রু দেখে উচ্চস্বরে বলে, “বিপদ আসল!” যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে

২৪২৭ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَا بِكَ

قَالَ أَخَذْتُ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا : قَالَ غَطْفَانُ وَفَزَارَةُ ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى الْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْهَا ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَقُولُ : أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسْوَقَهَا فَلَقِيْنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عَطَاشٌ وَإِنِّيْ أَعَجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سَقَيْتُهُمْ فَأَبْعَثْ فِيْ إِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ : مَلَكْتُ فَأَسْجِحْ ، إِنَّ الْقَوْمَ يَقْرُونَ فِيْ قَوْمِهِمْ

২৮২৭ মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাবাহ নামক স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবাহর উচ্চস্থানে পৌছলাম, সেখানে আমার সাথে আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) এর গোলামের সাক্ষাত হল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, নবী ﷺ -এর দুধবতী উটনীগুলো হিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা হিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারাহ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিন বার চিৎকার দিলাম। আর মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত লোক ছিল সকলকে আওয়ায শুনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে হিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম, আমি আকওয়ায়ের পুত্র (সালামা) আর আজ কমিনাদের ধ্বংসের দিন। আমি তাদের থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময়ে নবী ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকগুলো পিপাসার্ত। আমি এত দ্রুততার সাথে কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার অবকাশ পায়নি। শীঘ্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, 'হে ইব্ন আকওয়া! তুমি তাদের উপর জয়ী হয়েছে, এখন তাদের ব্যাপার ছাড়। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌঁছে গেছে, তথায় তাদের আতিথেয়তা হচ্ছে।'

১৯০৮. بَابُ مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

১৯০৮. পরিচ্ছেদ : তীর নিক্ষেপকালে যে বলেছে, এটা লও (পালিও না) আমি অম্বকের পুত্র। আর সালামা (ইব্ন আকওয়া (রা) তীর নিক্ষেপ কালে) বলেছেন, এটা লও (পালিও না) আমি আকওয়ায়র পুত্র।

২৮২৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوَلَيْسَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ

الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُولَ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو
سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخْذًا بِعَيْنَانِ بَغْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ
فَجَعَلَ يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ فَمَارُؤَى
مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

[২৮২৮] উবাইদুল্লাহ (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারা ইবন
আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে আবু উমারাহ! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন
করেছিলেন? বারা (রা) বললেন, (আবু ইসহাক (র) বলেন), আর আমি তা শুনছিলাম, সেদিন তো
রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। আবু সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছি-
লেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি
আল্লাহর নবী, মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। তিনি (বারা) (রা) বলেন, সেদিন রাসূল-
ল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুদৃঢ় আর কাউকে দেখা যায়নি।

১৯০৯. بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

১৯০৯. পরিচ্ছেদ : শত্রুপক্ষ কারো মীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে

[২৮২৯] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابِرَاهِيمَ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنْثَفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ
إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقَاتِلَ الْمُقَاتِلَةَ وَأَنْ
تُسَبِّحَ الذَّرِيَّةَ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

[২৮২৯] সুলাইমান ইবন হারব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বনী
কুরায়যার ইয়াহুদীরা সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর মীমাংসায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ
ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের নিকটেই ছিলেন। তখন সা'দ (রা) একটি
গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বল-
লেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার প্রতি দণ্ডায়মান হও।' তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট

বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'এরা তোমার মীমাংসায় সম্মত হয়েছে। (কাজেই তুমিই তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর)।' সা'দ (রা) বলেন, 'আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করেছে।'

১৯১. بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

১৯১০. পরিচ্ছেদ : বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা

[২৮৩৩] حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

[২৮৩৩] ইসমাইল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবন খাতাল্ কা'বার পর্দা ধরে জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাকে হত্যা কর।'

১৯১. بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ وَمَنْ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

১৯১১. পরিচ্ছেদ : স্বৈচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু' রাকআত (সালাত) আদায় করল

[২৮৩৩] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَاةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَى رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَتَصَوْا أَثَارَهُمْ

حَتَّى وَجَدُوا مَاكُلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرٌ يَثْرِبُ
فَاقْتَصَوْا أَثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجُّوا إِلَى فِدْفَدٍ وَأَحَاطَ
بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمْ أَنْزِلُوا فَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ
لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ بَنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَا أَنَا فَوَ اللَّهُ
لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ
فَقَتَّلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ
مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبْنُ دَثَنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَلَمَّا اسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ
أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قَسِيهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّلَاثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ،
وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنْ فِي هَؤُلَاءِ لَأَسُوءَ يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَرُوهُ وَعَالَجُوهُ
عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَّلُوهُ فَأَنْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَأَبْنِ دَثَنَةَ حَتَّى
بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتِاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بَنُ عَامِرِ بْنِ
نُوفَلٍ بَنِ عَبِيدٍ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثِ بَنُ عَامِرٍ يَوْمَ
بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاضٍ أَنَّ
بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى
يَسَّ—تَحْدُبُهَا فَأَعَارَتْهُ ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ آتَاهُ قَالَتْ
فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَزَعْتُ فَرَزَعَةً عَرَفَهَا
خُبَيْبٌ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لَأَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَاللَّهِ
مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ فَاللَّهُ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ مِنْ
قُطْفِ عَنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثِقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ ،
وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرَزَقٌ مِنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ
لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُونِي أَرْكُعَ رُكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكَوهُ

فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَن تَظُنُّوْا أَنَّ مَا بَيْنِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللّٰهُمَّ
اَخْصِمِهِمْ عَدَدًا وَقَالَ

لَسْتُ اُبَالِي حِيْنَ اُقْتُلُ مُسْلِمًا * عَلَى اَيِّ شِقِّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ
وَذٰلِكَ فِى ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَاءُ * يُبَارِكْ عَلَى اَوْ صَالٍ شَلُوْهُ مُمَزَّعٌ
فَقَتْلُهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنُ الرُّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ اَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ
قُتِلَ صَبْرًا ، فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ اُصِيبَ ، فَاَخْبَرَ
النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبْرَهُمْ وَمَا اُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ
اِلَى عَاصِمٍ حِيْنَ حَدَّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ لِيُوْتُوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ
قُتِلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظِّلَّةِ مِنَ
الدَّبْرِ فَحَمَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى اَنْ يَقْطَعُوْا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

২৮৩১ আবুল ইয়ামান (র).....আমর ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং আসিম ইব্ন সাবিত
আনসারীকে তাঁদের দলপতি নিযুক্ত করেন। যিনি আসিম ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাবের মাতামহ ছিলেন।
তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌছেন, তখন
হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহুইয়ান বলা হয় তাদের কাছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা
করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজ ব্যক্তিকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করে। এরা তাঁদের চিহ্ন
অনুসরণ করে চলতে থাকে। সাহাবীগণ মদীনা থেকে সাথে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে
খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর
এরা তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগল। যখন আসিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন
তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিরগণ তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে
লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বৈচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি
দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসিম
ইব্ন সাবিত (রা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো
না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দিন।' অবশেষে কাফিরগণ তীর
নিষ্ক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আসিম (রা) সহ সাত জনকে শহীদ করলো। এরপর অবশিষ্ট
তিন জন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইব্ন দাসিনা (রা) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও
অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে
নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেঁধে ফেললো। তখন

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'সূচনাতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না, আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব, যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন।' কাফিরগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইব্ন দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে ফেলে। এ বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইব্ন আ'মিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রা) হারিস ইব্ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রা) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিসের পুত্রগণ খুবাইব (রা)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার নিকট থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। (সে বলেছে) সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করব না। (হারিসের কন্যা বলল) আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের ন্যায় উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহর শপথ! আমি একদিন দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় আপুর ছড়া থেকে খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এসময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হেরেম থেকে হিল্লের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রা) তাদের বললেন, আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দান করল। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সালাতকে দীর্ঘায়িত করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন।' তারপর তিনি এ কবিতা দু'টি আবৃত্তি করলেন : "যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোন রূপ ভয় করি না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন, (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)। আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খন্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।" অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাকআত সালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রা)-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আসিম (রা) শাহাদাত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা'যা' আপত্তি হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌছানো হয় যে, আসিম (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর মরদেহ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে। যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধের দিন আসিম (রা) কুরাইশদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের মরদেহের (হেফাজতের জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল (এই মৌমাছির) তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করল। ফলে তারা তাঁর দেহ হতে কোন এক টুকরা গোশত কেটে নিতে সক্ষম হয়নি।

১৭১২. بَابُ فَكَأكَ الْأَسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১১২. পরিচ্ছেদ : বন্দীকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে আবু মুসা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে

[২৪৩২] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكُّوا الْعَانِيَ، يَغْنَى الْأَسِيرَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ

[২৮৩২] কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... আবু মুসা (আশয়ারী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে আহার দান কর এবং রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।

[২৪৩৩] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ الْأَمَافِيِّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفَكَأكَ الْأَسِيرَ، وَأَنْ لَا يَقْتُلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[২৮৩৩] আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর কুরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আপনাদের নিকট ওহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কি আছে? তিনি বললেন, 'দীয়াতের বিধান, বন্দী মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয় (এ সম্পর্কিত নির্দেশ)।'

১৭১৩. بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

১১১৩. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের মুক্তিপণ

[২৪৩৪] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ فَلَنَتَرُكَ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدْعُونِ مِنْهَا دَرَاهِمًا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ

[২৮৩৪] ইসমাইল ইবন আবু উয়াইস (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারীগণের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আমাদের অনুমতি দান করেন, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, একটি দিরহামও ছেড়ে দিবে না। ইব্রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আনা হয়। তখন তাঁর নিকট আব্বাস (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু দিন। আমি আমার নিজের মুক্তিপণ আদায় করেছি এবং আকীলেরও মুক্তিপণ আদায় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিয়ে নিন এবং তাঁর কাপড়ে দিয়ে দিলেন।

[২৮৩৫] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

[২৮৩৫] মাহমুদ (র).....জুবাইর (ইবন মুতয়িম) (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি (কাফির থাকা অবস্থায়) বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট) এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরায়ে তুর পড়তে শুনেছি।

১৯১৬. بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

১৯১৬. পরিচ্ছেদঃ হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে

[২৮৩৬] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَطْلَبُوهُ وَأَقْلُوهُ فَنَفَلَهُ سَلْبَهُ يَعْنِي أَعْطَاهُ

[২৮৩৬] আবু নুআঈম (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কোন এক সফরে মুশরিকদের একদল গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর।' নবী ﷺ তার মালপত্র হত্যাকারীকে দিয়ে দিলেন।

১৯১৫. بَابُ يُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرْقُونَ

১৯১৫. পরিচ্ছেদ : জিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না

[২৮৩৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأَوْصِيَهُ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاعَتَهُمْ

[২৮৩৭] মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পর যিনি খলীফা হবেন) আমি তাঁকে এ অসীয়াত করছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হয়, তাদের সামর্থ্যের বাইরে তাদের উপর যেন জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) ধার্য করা না হয়।'

১৯১৬. بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ

১৯১৬. পরিচ্ছেদ : জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ

১৯১৭. بَابُ جَوَائِزِ الْوَقْدِ

১৯১৭. পরিচ্ছেদ : প্রতিনিধি দলকে উপটোকন প্রদান

[২৮৩৮] حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضِبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أَتُؤْنِنِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوا أَهْجَرَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ قَالَ دَعُونِي فَأَلَذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَ ، أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَاجْتِزُوا الْوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : وَالْعَرَجُ أَوَّلُ تِهَامَةٍ

[২৮৩৮] কাবীসা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (কোন এক সময়) বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে (যমিনের) কঙ্করগুলো সিঁড় হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, ‘বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে এরপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও। এতে সাহাবীগণ পরস্পরে মতপার্থক্য করেন। অথচ নবীর সম্মুখে মতপার্থক্য সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘দুনিয়া ত্যাগ করছেন?’ তিনি বললেন, ‘আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহবান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।’ অবশেষে তিনি ইত্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়াত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেকোন উপটোকন দিয়েছি তোমরাও অনুরূপ দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়াতটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবু আব্দুল্লাহ (র) বলেন, ইবন মুহাম্মদ (র) ও ইয়াকুব (র) বলেন, আমি মুগীরা ইবন আবদুর রাহমানকে জাহীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তাহলো মক্কা, মদীনা ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকুব (র) বলেন, ‘তিহামা আরব হল ‘আরজ থেকে।’

১৭১৮. بَابُ التَّجْمَلِ لِلْوُفُودِ

১৯১৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া

[২৮৩৯] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً اسْتَبْرَقَ ثَبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغِ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى

أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَأَخْلَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَأَخْلَقَ لَهُ ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ ، فَقَالَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ .

[২৮৩৯] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র).....(আবদুল্লাহ) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) একজোড়া রেশমী কাপড় বাজারে বিক্রি হতে দেখতে পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রেশমী কাপড় জোড়া আপনি খরীদ করুন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে এর দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ লেবাস তো তার (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই। অথবা (বলেন, রাবীর সন্দেহ) এরূপ লেবাস সে-ই পরিধান করে (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই।' এ অবস্থায় উমর (রা) কিছুদিন অবস্থান করেন, যে পরিমাণ সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছিল। এরপর নবী ﷺ একটি রেশমী জুবা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি বলেছিলেন যে, এ তো তারই লেবাস (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এ লেবাস তো সে-ই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। এরপরও আপনি তা আমার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে,) তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে), তুমি তা তোমার কোন কাজে লাগাবে।

১৭১৭. بَابُ كَيْفِ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ

১৯১৯. পরিচ্ছেদ ৪ কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?

[২৮৪০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْفُلَمَّانِ عِنْدَ أُطْمٍ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاذَا تَرَى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَا نَبِيَّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلَطَ

عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُ وَقَدَّرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ * قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتْلَى بِجَذْوَعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلُ ابْنُ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقَى بِجَذْوَعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أُنْذِرُكُمْوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرُهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أُنْذِرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

[২৮৪০] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইব্ন সাইয়াদের কাছে যান। তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইব্ন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (আগমন সম্পর্কে) সে কোন কিছু টের না পেতেই নবী ﷺ তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (হে ইব্ন সাইয়াদ!) তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল? তখন ইব্ন সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রাসূল। ইব্ন সাইয়াদ নবী ﷺ-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখ? ইব্ন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সবাদ সবই আসে। নবী ﷺ বললেন, প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে আছে। নবী ﷺ আরও বললেন, আচ্ছা! আমি আমার অন্তরে তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি (বলতো তা' কি?) ইব্ন সাইয়াদ বলল, তা' হচ্ছে ধূয়া। নবী ﷺ বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। উমর (রা) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, যদি

সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইব্ন সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নবী ﷺ সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ইব্ন সাইয়াদের অজ্ঞাতসারে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইব্ন সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল এবং কি কি যেন গুণগুণ করছিল। তার মা নবী ﷺ -কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ ডালের আড়ালে আসছেন। তখন সে ইব্ন সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এ ছিল তার নাম। সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তখন নবী ﷺ বললেন, মহিলাটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত। আর সালিম (র) বলেন, ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানানি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে কানা আর অবশ্যই আল্লাহ কানা নন।

১৯২. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْيَهُودِ اسْلِمُوا تَسْلِمُوا قَالَهُ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১৯২০. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : “ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে”। এ বাণী মাকবুরী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

১৯২১. بَابُ إِذَا اسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ

১৯২১. পরিচ্ছেদ : যদি কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে

২৮৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنَزَلًا ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي

২৮৬৭ মাহমুদ (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগামীকাল আপনি মক্কায় পৌঁছে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি

বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট রেখেছে? এরপর বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বানু কানানার মুহাসসািব নামক স্থানে অবতরণ করব। যেখানে কুরায়েশ লোকেরা কুফরীর উপর শপথ করেছিল। আর তা হচ্ছে এই যে, বানু কানানা ও কুরায়েশগণ একত্রে এ শপথ করেছিল যে, তারা বানু হাশেমের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তাদের নিজগৃহে আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী (র) বলেন, খায়ফ হচ্ছে একটি উপত্যকা।

۲۸۶۲ حَدَّثَنَا اسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيْيًّا عَلَى الْحِمَى ، فَقَالَ يَا هُنَى أَضْمُمُ جَنَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخُلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغَنِيمَةِ ، وَإِيَّايَ وَنَعَمْ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمْ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهَلَّكَ مَا شَيَّتَهُمَا يَرْجِعَا إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغَنِيمَةِ إِنْ تَهَلَّكَ مَا شَيَّتَهُمَا ، يَأْتِنِي بَيْتُهُ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارَكُهُمْ أَنَا لَا أَبَالِكَ فَالْمَاءَ وَالْكَلَأُ أَيَسَّرُ عَلَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَإِيمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّ قَدْ ظَلَمْتَهُمْ إِنَّهَا لِبِلَادُهُمْ فَقَاتِلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شَبِيرًا

২৮৪২ ইসমাইল (র)..... আসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) হুনাইয়া নামক তাঁর এক আবাদকৃত গোলামকে সরকারী চারণভূমির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। আর তাকে আদেশ করেন, হে হুনাইয়া! মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী থাকবে, মজলুমের বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, মজলুমের দু'আ কবুল হয়। আর স্বল্প সংখ্যক উট ও স্বল্প সংখ্যক বকরীর মালিককে এ (চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দিবে। আর আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ ও উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর পশু ব্যাপারে সতর্ক থাকবে (প্রবেশ করতে দিবে না)। কেননা যদি তাঁদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাঁরা তাঁদের কৃষি ক্ষেত ও খেজুর বাগানের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক উট-বকরীর মালিকদের পশু ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর বলবে, হে আমীরুল মুমিনীন! হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি তাদের বঞ্চিত করতে পারব? হে অবুঝ! সুতরাং পানি ও ঘাস দেওয়া আমার পক্ষে সহজ, স্বর্ণ-রৌপ্য দেওয়ার চাইতে। আল্লাহর শপথ! এ সব লোকেরা মনে করবে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। এটা তাদেরই শহর, জাহেলী যুগে তারা এতে যুদ্ধ করেছে, ইসলামের যুগে তারা এতেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে মহান আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে সব ঘোড়ার উপর আমি যোদ্ধাগণকে আল্লাহর

রাস্তায় আরোহণ করিয়ে থাকি যদি সেগুলো না হতো তবে আমি তাদের দেশের এক বিঘত পরিমাণ জমিও সংরক্ষণ করতাম না।

১৭২২. بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ

১৯২২. পরিচ্ছেদ ৪ : ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

২৪৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْتُبُوا لِي مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكُتِبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسُمِائَةِ رَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أُبْتَلَيْنَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيَ وَحَدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ

২৪৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কলোমা উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও। হুযাইফা (রা) বলেন, তখন আমরা একহাজার পাঁচশ' লোকের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁর নিকট পেশ করি। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা একহাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করছে।

২৪৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسُمِائَةٍ ، وَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَا بَيْنَ سِتِّمِائَةٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ

২৪৪৪ আবদান (র).....আ'মশ (র) থেকে এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমরা তাদের পাঁচশ' পেয়েছি। আবু মুয়াবিয়ার বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, ছয়শ' হতে সাতশ' এর মাঝামাঝি।

২৪৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذًا وَكَذَا ، وَإِمْرَأَتِي حَاجَةٌ ، قَالَ ارْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

২৪৪৫ আবু নু'আইম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর আমার স্ত্রী

হজ্জ আদায়ের সংকল্প করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফিরে যাও এবং তোমার জীবন সঙ্গে হজ্জ করে নাও।'

১৭২৩. بَابُ إِنْ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

১৯২৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন

২৪৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدْعَى الْإِسْلَامَ ، هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيَّنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ بِهِ جِرَاحٌ شَدِيدٌ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلَا فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

২৮৮৬ আবুল ইয়ামান ও মাহমুদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এসময় সংবাদ এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে

ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো কখনো) এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন।

১৯২৬. بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ أَمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

১৯২৪. পরিচ্ছেদ : শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা

২৪৬৭ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسْرُنِي أَوْ قَالَ مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنْ عَيْنِيهِ لَتَذَرَفَانِ

২৮৪৭ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিতে গিয়ে বললেন, (মোতার যুদ্ধে) যামিদ (ইবন সাবিত (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন, এরপর জাফর (ইবন আবু তালিব (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর খালিদ ইবন অলীদ (রা) মনোনয়ন ছাড়াই পতাকা ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আর বললেন, এ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় অথবা রাবী বলেন, তাদের কাছে পছন্দনীয় নয় যে, তারা দুনিয়ায় আমার নিকট অবস্থান করতো। রাবী বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন) আর তাঁর চক্ষু যুগল হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

১৯২৫. بَابُ الْعَوْنِ بِالْكَدِّ

১৯২৫. পরিচ্ছেদ : সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা

২৪৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكَوَانٌ وَعَصِيَّةٌ وَبَنُو لَحْيَانَ فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَأَسْتَمَدُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُسَمِّيهِمْ

الْقُرَاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيَصْلُونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بَيْتَ
مَعُونَةَ غَدْرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَنْتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانِ وَبَنَى
لَحْيَانِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِهِمْ قُرْآنًا أَلَا بَلَغُوا عَنَّا قَوْمَنَا
بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ بَعْدُ

[২৮৪৮] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট রি-ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বানু লাহ্ইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এবং তারা তাঁর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন নবী ﷺ সন্তর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁদের ক্বারী নামে আখ্যায়িত করতাম। তাঁরা দিনের বেলায় লাকড়ী সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সালাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তাঁরা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছল, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদের হত্যা করে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রিল, যাকওয়ান ও বানু লাহ্ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দুআ করে একমাস যাবত কনুতে নাযিলা পাঠ করেন। কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাদের সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে থাকেন : “আমাদের সংবাদ আমাদের কাওমের নিকট পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।” এরপর এ আয়াত পাঠ করা বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মানসুখ হয়ে যায়।

১৯২৬. بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرِصَتِهِمْ ثَلَاثًا

১৯২৬. পরিচ্ছেদ : শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাগনে তিন দিন অবস্থান করা

[২৮৪৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرِصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ * تَابَعَهُ
مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ

[২৮৪৯] মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র)..... আবু তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন, তখন তিনি তাদের বহিরাগনে তিন রাত অবস্থান করতেন। মুআয ও আবদুল আ'লাও আবু তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় রাওহা ইবনে উবাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১৯২৭. **بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحَلِيفَةِ فَاصْبَنَّا غَنَمًا وَأَبْلًا ، فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ بَبْعِيرٍ**

১৯২৭. পরিচ্ছেদ : সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গণীমতের মাল বন্টন করা। রাফে' (রা) বলেন, আমরা যুল-হলাইফা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা (গণীমত স্বরূপ) উট ও বকরী লাভ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করেন

২৮৫০ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ

২৮৫০ হুদবা ইবন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জিরানা নামক স্থান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বন্টন করেছিলেন।

১৯২৮. **بَابُ إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدُّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ**

১৯২৮. পরিচ্ছেদ : যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল লুট করে নেয়, তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়। ইবন নুমায়র ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁর একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রু তা আটক করে। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। তখন সে ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেই তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আর তাঁর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাকিরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। তখন খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পর তা তাঁকে ফেরত দিয়ে দেন

২৮৫১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدُّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ ، عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَارَ اشْتَقَّ مِنَ الْعِيرِ وَهُوَ حِمَارًا الْوَحْشِ أَى هَرَبَ .

[২৮৫১] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা)-এর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। এরপর খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা) রোম জয় করেন। তখন তিনি সে গোলামটি আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আর আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে পৌঁছে যায়। এরপর উক্ত এলাকা মুসলমানদের করতলগত হলে তারা ঘোড়াটি ইবন উমর (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, عَزَّ শব্দটি عَزَّ থেকে উদ্গত। আর তা হল বন্য গাধা। عَزَّ-এর অর্থ مَرْبٍ অর্থাৎ পলায়ন করেছে।

[২৮৫২] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ وَآمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ فَآخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هَزَمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ

[২৮৫২] আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, যখন মুসলমানগণ রোমীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় মুসলমানদের অধিনায়ক হিসেবে খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা)-কে আবু বকর সিদ্দীক (রা) নিয়োগ করেছিলেন। সে সময় শত্রুরা তাঁর ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। এরপর যখন শত্রুদল পরাজিত হল তখন খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা) তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে ফেরত দেন।

১৭২৭. بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرُّطَانَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ ، وَقَالَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ ، إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ .

১৯২৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে (৩০ : ২২) এবং তিনি আরও বলেছেন : আর আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। (১৪:৪)

[২৮৫৩] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بِهِيْمَةً لَنَا وَطَحْنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرُ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلَا بِكُمْ

২৮৫৩ আমর ইবন আলী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার একটি বকরী ছানা যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যবের আটা পাকিয়েছে। আপনি কয়েকজন সঙ্গীসহ আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, হে আহলে খন্দক! জাবির তোমাদের জন্য খাবার আয়োজন করেছে, তাই তোমরা চল।

২৮৫৪ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَى قَمِيصٍ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَنَةُ سَنَةٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ سَنَةٌ قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْلَى وَأَخْلَفِي ثُمَّ أَبْلَى وَأَخْلَفِي ثُمَّ أَبْلَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِيتُ حَتَّى ذُكِرْتُ

২৮৫৫ হিব্বান ইবন মুসা (র)..... উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সান্না-সান্না। (রাবী) আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে নবুয়্যাতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন 'ছোট মেয়ে তাকে করতে দাও।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরিধান কর)। আবদুল্লাহ (ইবন মুবারক) (র) বলেন, উম্মে খালিদ (রা) এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে।

২৮৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ ثَمَرَةً مِنْ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَخْ كَخْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عِكْرَمَةُ سَنَةُ الْحَسَنَةِ بِالْحَبَشَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ تَعِشْ امْرَأَةً مِثْلُ مَا عَاشَتْ هَذِهِ يَعْنِي أُمَّ خَالِدٍ

২৮৫৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইবন আলী (রা) সাদ্কার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে রাখেন। তখন নবীশ্রেষ্ঠকাখ্-কাখ্ (ফেলে দাও, ফেলে দাও) বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা (বানু হাশিম) সাদ্কা খাই না। ইকরিমা (র) বলেন, সান্না হাবশী ভাষায় সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, উম্মে খালিদের মত কোন মহিলা এত দীর্ঘজীবী হয়নি।

১৭৩. بَابُ الْغُلُولِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৯৩০ পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল আত্মসাত করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর যে ব্যক্তি গনীমতের মাল আত্মসাত করে, সে কিয়ামতের দিন সেই মালসহ উপস্থিত হবে। (৩ : ১৬১)

২৮৫৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاءَ لَهَا ثَغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي ، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي ، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ السُّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ

২৮৫৬ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং গনীমতের মাল আত্মসাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ হওয়া ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভাঁ ভাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তাঁর কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আগুয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।

১৭৩১. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْعُلُولِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ

১৯৩১. পরিচ্ছেদ ৪ গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আত্মসাৎ করা। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বর্ণনায় তিনি আত্মসাৎকারীর মালপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন” কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর এটাই বিতর্ক।

২৮০৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرَكْرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: كَرَكْرَةُ يَعْْنَى بِفَتْحِ الْكَافِ ، وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

২৮০৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কারকারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গেল তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাৎ করেছিল। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন সালাম (র) বলেছেন, কারকারা।

১৭৩২. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْأَيْلِ وَالْغَنَمِ ، فِي الْمَغَانِمِ

১৯৩২. পরিচ্ছেদ ৪ গনীমতের উট ও বকরী (বষ্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরুহ

২৮০৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصْبَحْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ فَعَجَلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِنَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بِعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَدٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ

جَدِّي : إِنَّا نَرَجُوْهُ أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى أَفَنْذَبِحْ
بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ لَيْسَ السِّنِّ
وَالْظُّفْرِ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى
الْحَبْشَةِ

[২৮৫৮] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে যুল-হলাইফায় অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর আমরা গনীমত স্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ লোকদের পেছন সারিতে ছিলেন। লোকেরা তাড়াতাড়ি করে (জন্তু যবেহ করে) ডেগ চড়িয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেগগুলো (উপুড় করে ফেলার) নির্দেশ দিলেন এবং উপুড় করে ফেলে দেওয়া হল। এরপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। তাঁরা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, আল্লাহ তা'আলা তার গতিরোধ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ সকল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যেও কতক বন্য জন্তুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করবে।' রাবী বলেন, আমার দাদা রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেছেন, আমরা আশা করি কিংবা বলেছেন আশঙ্কা করি যে, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখি হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবেহ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যায় যবেহকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে (বিস্মিল্লাহ পাঠ করা হয়েছে) তা আহা কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছি : তা এই যে, দাঁত হল হাঁড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।'

১৭৩৩. بَابُ الْبَشَارَةِ فِي الْفَتْوحِ

১৯৩৩. পরিচ্ছেদ : বিজয়ের সুসংবাদ দান করা

[২৮৫৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي
قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيهِ خُثْعَمٌ يُسَمَّى كَعْبَةَ
الْيَمَانِيَةِ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةً مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ
فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضْرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى
رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ،
فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ

رَسُولُ جَرِيرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرْكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرُجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُبَسَّدٌ بَيَّتُ فِي خَنْعَمٍ

২৮৫৯ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে আমাকে সান্ত্বনা দিবে না?’ এ ঘরটি খাসআম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা’বা বলা হতো। এরপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়শ’ লোক নিয়ে রওয়ানা হলাম। তাঁরা সবাই নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। আমি নবী ﷺ-কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দু’আ করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করুন।’ অবশেষে জারীর (রা) তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ভেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর নবী ﷺ-কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। জারীর (রা)-এর দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সস্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের ন্যায় করে ছেড়েছি। (অর্থাৎ তা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু’আ করলেন। মুসান্নাদ (র) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত যুলখালাসা অর্থ খাসআম গোত্রের একটি ঘর।

১৯৩৬. بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

১৯৩৫. পরিচ্ছেদ : সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা। কাব ইবন মালিক (রা)-কে যখন তাওবা কবুলের সুসংবাদ দান করা হয়, তখন তিনি সংবাদদাতাকে পুরস্কার স্বরূপ দু’খানা কাপড় দান করেন

১৯৩৬. بَابُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

১৯৩৬. পরিচ্ছেদ : (মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই

২৮৬০ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا

২৮৬০ আদম ইবন আবু ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, ‘মক্কা বিজয়ের পর থেকে (মক্কা থেকে) হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়্যাত অবশিষ্ট রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদের আহ্বান জানান হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।’

২৮৭৭ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِاَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ فَقَالَ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ اُبَايِعُهُ عَلَى الْاِسْلَامِ

২৮৭৭ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র).....মুজাশি ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাশি তাঁর ভাই মুজালিদ ইবন মাসউদ (রা)-কে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার কাছে হিজরত করার জন্য বাইয়াত করতে চায়।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বায়য়াত নিচ্ছি।'

২৮৭৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمَرُوْا وَابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُوْلُ : ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرِ فَقَالَتْ لَنَا : اِنْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ مِنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ

২৮৮২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা).....আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইবন উমাইর (রা) সহ আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি সাবীর পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, 'যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করেছেন, তখন হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

১৭৩৬. بَابُ اِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ اِلَى النَّظَرِ فِي شُعُوْرِ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجَرَّيْدِهِنَّ

১৯৩৬. পরিশ্বেদ : প্রয়োজনবোধে জিস্মী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবাহ করা, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নাকরমানী করে

২৮৭৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عَثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةٍ وَكَانَ عَلَوِيًّا اِنِّي لَاَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّ اَصْحَابَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالزُّبَيْرُ فَقَالَ اِنْتَوَا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا (ط)

وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً اَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَاتَيْنَا الرُّوضَةَ ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ
قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِي فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنِّ اَوْ لَا جُرِدْنِكَ فَاَخْرَجَتْ مِنْ حُجْرَتِهَا
فَارُسَلَ اِلَى حَاطِبٍ ، فَقَالَ لَا تَعْجَلْ وَاللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا اَزِدَّتْ لِلْاِسْلَامِ اِلَّا
حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِكَ اِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ
وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ اَحَدٌ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَّخِذَ عَنْدهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ
قَالَ عُمَرُ : دَعْنِيْ اَضْرِبْ عَنْقَهُ فَاِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ : مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ
اطَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَهَذَا الَّذِي جَرَّاهُ

২৮৬৬ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব তায়ফী (র).....আবু আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন উসমান (রা)-এর সমর্থক। তিনি ইবন আতিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যিনি আলী (রা)-এর সমর্থক ছিলেন, কোন বস্তু তোমাদের সাথী (আলী (রা))-কে রক্তপাতে সাহস যুগিয়েছে, তা আমি জানি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবাইর (ইবন আওয়াম) (রা)-কে প্রেরণ করেছেন, আর বলেছেন, তোমরা খাক বাগান অভিমুখে চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।’ আমরা সে বাগানে পৌছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে বলল, (হাতিব) আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, ‘হয় তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব।’ তখন সে মহিলা তার কেশের ভাঁজ থেকে পত্রখানা বের করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদের পত্রসহ প্রত্যাবর্তনের পর) হাতিবকে ডেকে পাঠান। তখন সে বলল, ‘আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি কুফরী করিনি, আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগই বর্ধিত হয়েছে। আপনার সাহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন নেই, মক্কায় যার সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজন না আছে। যদ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন। আর আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছি। (যার বিনিময়ে তারা আমার মাল-আওলাদ হিফাজত করবে।)’ তখন নবী ﷺ তাকে সজ্ঞাবাদীরূপে স্বীকার করে নিলেন। উমর (রা) বললেন, ‘লোকটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই, সে তো মুনাফিকী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তুমি জান কি? অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা আহলে বদর সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত রয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল কর।’ একথাই তাঁকে (আলী (রা) দুঃসাহসী করেছে।

১৭৩৭. بَابُ اسْتِقْبَالِ الْعَزَاةِ

১৯৩৭. পরিচ্ছেদ : বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো

২৮৬৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ

جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلْنَا وَتَرَكْنَا

[২৮৬৪] আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র).....ইবন আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন যুবাইর (রা), ইবন জাফর (রা)-কে বললেন, তোমার কি স্মরণ আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম ? ইবন জাফর (রা) বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসেন।

[২৮৬৫] حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا نَتَلَقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

[২৮৬৬] মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

১৭৩৮. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ

১৯৩৮. পরিচ্ছেদ : জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে :

[২৮৬৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ : أَيُّوْنَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَأْتِيُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

[২৮৬৮] মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, শুনাহ থেকে তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজ্দাকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাস্ত করেছেন।

[২৮৬৯] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَةً مِنْ

عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةً بِنْتُ حَيٍّ
فَعَثَرَتْ نَاقَتَهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا ، فَأَقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ : عَلَيْكَ الْمَرْأَةُ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا
فَالْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبُهُمَا فَرَكِبَا وَ اكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

[২৮৬৭] আবু মামার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসফান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন। তিনি সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা)-কে তাঁর পেছনে সাওয়ারীর উপর বসিয়েছিলেন। এ সময় উট পিছলিয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়ে ছিটকে পড়েন। এ দেখে আবু তালহা (রা) দ্রুত এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগে মহিলার খোঁজ নাও। আবু তালহা (রা) তখন একখানি কাপড় দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর নিকট আসলেন এবং উক্ত কাপড়খানি দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীকে ঠিক করলেন। তাঁরা উভয়ে আরোহণ করলেন, আর আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চারপাশে বেষ্টন করে চললাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ পড়লেন, *أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ* আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকলেন।

[২৮৬৮] حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةٌ يُرِدِفُهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ
الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَإِنْ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ :
أَحْسَبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعْثَرِهِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا : وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ
فَالْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَالْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا
فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتَيْهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا

بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ : أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّونَ تَأْتِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

২৮৬৮ আলী (রা)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী ﷺ -এর সঙ্গে চলছিলেন। আর নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। পশ্চিমধ্যে এক জায়গায় উটনীটির পা পিছলিয়ে গেল। এতে নবী ﷺ ও সাফিয়া (রা) ছিটকে পড়ে গেলেন। আর আবু তালহা (রা) তার উট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বললেন, 'ইয়া নবী আল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না। তবে তুমি মহিলাটির খোঁজ নাও।' আবু তালহা (রা) একখানা কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর কাছে গেলেন আর সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন সাফিয়া (রা) উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আবু তালহা (রা) তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীটি উত্তমরূপে বাঁধলেন। আর তাঁরা উভয়ে (তার উপর) আরোহণ করে চলতে শুরু করেন। অবশেষে যখন তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন, "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।" আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকেন।

১৯৩৭. بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

১৯৯৩. পরিচ্ছেদ ৪ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা

২৮৬৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ

২৮৬৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, '(হে জাবির!) মসজিদে প্রবেশ কর এবং দু' রাকআত সালাত আদায় কর।'

২৮৭০ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضَحَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

[২৮৭০] আবু আসিম (র).....কাব (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন।

১৭৬. بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

১৯৪০ পরিচ্ছেদ : সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহার করা আর (আবদুল্লাহ) ইবন উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না

[২৮৭১] حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً وَزَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ سَمْعٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ بَعِيرًا بِوَقِيتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ

[২৮৭২] মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবেহ করতেন। আর মুআয (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (জাবির (রা) বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি উট দু' উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তা যবেহ করা হয় এবং সকলে তার গোশ্ঠ আহার করে। আর যখন তিনি মদীনায পৌছলেন তখন আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

[২৮৭৩] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ * صِرَارٌ مَوْضِعُ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ

[২৮৭৪] আবুল ওয়ালীদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'দু' রাকআত সালাত আদায় করে নাও।' সিরার হচ্ছে মদীনার উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১৯৬১. بَابُ فَرَضِ الْخُمْسِ

১৯৪১. পরিচ্ছেদ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া

۲۸۷۳ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِي بِإِذْخِرٍ ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوْأغَيْنِ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحَبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَرَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَايَ قَدْ أُجِبْتُ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَتُ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذْتُ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ، فَلَمْ أَملِكْ عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَالُوا : فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاَنْطَلَقْتُ حَتَّى ادْخُلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ الَّذِي لَقِيتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِي ، فَأَجَبْتُ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرْتُ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَأَرْتَدِي ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَاذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ ،

فَإِذَا هُمْ شَرَبُوا فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحَمَّرَةً عَيْنَاهُ فَتَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَتَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَتَنَظَرَ إِلَى سُرَّتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَتَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عِبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَتَكَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَقْبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ

[২৮৭] আবদান (র).....আলী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গণীমতের মালের মধ্য থেকে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নবী ﷺ খুমুসের মধ্য থেকে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সাথে বাসর যাপন করব, তখন আমি বানু কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস (জঙ্গল হতে) সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছা তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সম্পন্ন করব। ইতিমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান (বসার আসন) থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর আমার উটনী দু'টি জনৈক আনসারীর হজরার পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রু সঞ্চার করতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সাথে আছে।' আমি নবী ﷺ -এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইবন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হামযা আমার উট দু'টির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাজর ফেড়ে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সাথে আছে।' তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়িয়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইবন হারিসা (রা) তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে মত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাকে তার কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযা তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাকাল। তারপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। পুনরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভীর প্রতি তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাল। এরপর হামযা বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম। (এ ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বকাল ঘটনা)।

২৮৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَوَرَّثُوا مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا أَنِّي عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخَشَى أَنْ تَرَكَتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيعَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٌ فَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَأَمَسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْما لِحَقُوقِهِ الَّتِي تَعْرِوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِعْتَرَاكَ إِفْتَعَلْتُ مِنْ عُرْوَتِهِ أَصَبْتُهُ وَعَنْهُمْ يَعْرِوهُ وَاعْتَرَانِي

২৮৭৬ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইনতিকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। তখন আবু বাকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টিত হবে না আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদকা রূপে গণ্য হয়।' এতে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সাদকাতে তাঁর অংশ দাবী

করেছিলেন। আবু বকর (রা) তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনার সাদকাকে উমর (রা) তা আলী ও আব্বাস (রা)-কে হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে পূর্ববৎ রেখে দেন। উমর (রা) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হবেন।' যুহরী (র) বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা অদ্যাবধি সেরূপই রয়েছে।

২৮৭৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكُ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَكِّيٌّ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَا مَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْبِضْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتُ بِهِ غَيْرِي قَالِ أَقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ ، قَالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، قَالَ نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ

بَيْنَهُمَا ، وَارْحَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ ، قَالَ عُمَرُ : تِيدُكُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي
بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا
نُورَتْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ
قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَتَعْلَمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي
أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَى بِشَيْءٍ
لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ
مَا أَحْتَاظَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَبَهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَاكُمْوه وَبَنَاهَا فِيكُمْ ،
حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً
سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ، قَالُوا نَعَمْ
: ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : ثُمَّ
تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهَا
أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا
لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُّ
أَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ
لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تَكَلِّمَانِي ، وَكَلِمَتُكُمْمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمْمَا وَاحِدٌ ، جِئْتَنِي
يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيحَتَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ ، وَجَاءَنِي هَذَا ، يُرِيدُ عَلِيًّا ،

يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمْ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً ، فَلَمَّا بَدَأَ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ قُلْتُ : إِنْ شِئْتُمَْا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ ، عَلَى أَنْ عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَتَعْمَلَانَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ مِنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعُهَا إِلَيْنَا ، فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمْ بِذَلِكَ ، قَالَا نَعَمْ ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِيَاذِنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيْنَا ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ

২৮৭৫ ইসহাক ইবন মুহাম্মদ ফারবী (র).....মালিক ইবন আউস ইবন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে বসা ছিলাম, যখন রোদ প্রখর হল তখন উমর ইবন খাতাব (রা)-এর দূত আমার নিকট এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে উমর (রা)-এর নিকট পৌছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বসা ছিলেন। যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক! তোমার পোত্রের কতিপয় লোক আমার নিকট এসেছেন। আমি তাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! এ কাজটির জন্য আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে তুমি তা গ্রহণ কর। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোগান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান ইবন আফ্ফান, আবদুর রাহমান ইবন আউক, সুবাইর (ইবন আওয়াম) ও সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক সময় পরে এসে বলল, আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে দাও। এরপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বানু নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করছিলেন। উসমান (রা) এবং তাঁর সাধারণ বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন! এদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন থেকে নিরুদ্ধেগ করে দিন। উমর (রা) বললেন, একটু ধামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যার আদেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণ) মীয়াস বন্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদ্কারপে

গণ্য হয়? এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ বলেছেন। এরপর উমর (রা) আলী এবং আব্বাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এরূপ বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফায়-এর সম্পদ থেকে স্বীয় রাসূল ﷺ -কে বিশেষভাবে দান করেছেন যা তিনি ছাড়া কাউকেই দান করেন নি। এরপর উমর (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْلُطُ رُسُلَهُ ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْلُطُ رُسُلَهُ ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَا مِثْلَ شَيْءٍ قَدِيرٍ আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে তাঁদের অর্থাৎ ইহুদীদের নিকট থেকে যে ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ) দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ তা'আলাই তো যাদের উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৫৯ : ৬)। সুতরাং এ সকল সম্পত্তি নির্দিষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি থেকে যা উদ্ধৃত রয়েছে, তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর সন্তান (রাহতুলমালে) জমা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এরূপই করেছেন। আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি তা অবগত আছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয় অবগত আছেন? এরপর উমর (রা) বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দিলেন তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সবার আয়-উৎপাদন যে সব কাজে ব্যয় করতেন, সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রা)-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবু বকর (রা)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) যা যা করতেন, তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যপ্রিয় রয়েছি। এরপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই। আর আপনাদের ব্যাপার একই। হে আব্বাস (রা)! আপনি আমার নিকট আপনার ভ্রাতৃপুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন আর আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইনি আমার নিকট তাঁর স্বামী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমরা নবীগণের সম্পদ বন্টিত হয় না আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকা-রূপে গণ্য হয়।' এরপর আমি সঙ্গত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তিকে আপনাদের দায়িত্বে অর্পণ করব। এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দিব। এ শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয় আমদানী সে সকল কাজে ব্যয় করবেন, যে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) ও আমি আমার খিলাফতকালে এয়াবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলেছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকট সমর্পণ করুন। আমি উক্ত শর্তের

উপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি। আপনাদেরকে (উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণকে) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাঁদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চান? আল্লাহর কসম! যার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এক্ষেত্রে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অপারগ হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে আমিই যথেষ্ট।

১৯৬২. بَابُ آدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الدِّينِ

১৯৪২. পরিচ্ছেদ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ

[২৮৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَدِمَ وَقَدْ عَبَدَ الْقَيْسُ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِّيَّةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ ، إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمَرُّنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَعَقْدُ بِيَدِهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُوَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمَزْفَتِ

[২৮৭৬] আবু নু'মান (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুযার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ করুন, যার উপর আমরা আমল করব এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও তা আমল করতে আহ্বান জানাব। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের অঙ্গুলিতে তা গণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমাত লব্ধ সম্পদের

এক পঞ্চমাংশ আদায় করা^১। আর আমি তোমাদের শুক লাউয়ের খোলে তৈরী পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরী পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরা প্রলিণ্ড মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

১৭৬৩. بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণ

২৮৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مَوْنَةَ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৮৭৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘(আমার ওফাতের পর) আমার উত্তরাধিকারীগণ একটি দীনারও ভাগ বন্টন করে নিবে না। আমি যা রেখে যাব, তা থেকে আমার সহধর্মিণীগণের ব্যয়ভার ও আমার কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা সাদ্কারূপে গণ্য হবে।’

২৮৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبْدٍ ، إِلَّا شَطَرُ شَعِيرَفِي رَفِ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكَلْتُهُ فَنَفِنِي

২৮৭৮ আবদুল্লাহ ইবন আবু শাইবা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পড়ে রয়েছিল। আমি তা থেকে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এরপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল।’

২৮৭৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةٌ

১। চারটি কাজের নির্দেশের কথা থাকলেও এখানে পাঁচটির উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এই উপজাতিটি যুদ্ধমান ছিল তাই খুমুসের বিষয়টি এখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে।

২৮৭৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আমার ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুদ্ধাজ, সাদা খচ্চর ও কিছু যমীন ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি এবং তাও তিনি সাদ্কারূপে রেখে গেছেন।'

১৭৬৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَقَرْنَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

১৯৪৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত যে সবার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। (৩৩-৩৩) (হে মুসলমানগণ) তোমরা নবী ﷺ -এর ঘরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবে না। (৩৩ : ৫৩)

২৮৮০. حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ

২৮৮০ হিব্বান ইবন মুসা ও মুহাম্মদ (র).....উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করে রোগের পরিচর্যা বিষয়ে তাঁর অপর সহধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চান। তাঁরা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।'

২৮৮১. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحَرِي وَنَحْرِي وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رَيْقِي وَرَيْقِهِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكِ فَضَعَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذَتْهُ فَمَضَغَتْهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ

২৮৮১ ইবন আবু মারইয়াম (র)....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় নবী ﷺ -এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (মৃত্যুকালেও) তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, আবদুর রাহমান (রা) একটি মিসওয়াক নিয়ে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চিবুতে অপারগ হন। তখন আমি সে মিসওয়াকটি নিয়ে নিজে চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত মেজে দেই।

২৪৮৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزْوَرُّهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فِي الْعَشْرِ الْوَأَخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا ، قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا

২৮৮২ সাঈদ ইবন উফাইর (র)..... আলী ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাফিয়া (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। তখন তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। এরপর যখন তিনি (সাফিয়া (রা) ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা)-এর দরজার নিকটবর্তী মসজিদের দরজার নিকট পৌছলেন তখন দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, একটু থাম, (এ মহিলা আমার স্ত্রী) তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একরূপ বলাটা তাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের রক্ত কণিকার ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করে। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, না জানি সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে দেয়।'

২৪৮৮ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ارْتَفَقْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ

২৮৮৩ ইব্রাহীম ইবন মুনির (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর ঘরের উপর (ছাদে) আরোহণ করি। তখন আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ কিবলাকে পেছন দিকে রেখে শাম (সিরিয়া) মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছেন।

২৮৮৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا

২৮৮৬ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত তখন আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো তার আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে যায়নি।

২৮৮৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

২৮৮৭ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুত্বা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি আয়িশা (রা)-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই (পূর্বদিক) ফিতনা, যে দিক থেকে সূর্য উদয়ের সময় শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে।

২৮৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ ، إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

২৮৮৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আমরা বিন্ত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আয়িশা (রা) আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মনে হয়, সে অমুক, হাফসা (রা)-এর দুধ চাচা। (নবীজী বললেন) দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।

১৯৬০. بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دَرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدْحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ

الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَعْلِهِ وَأَنْبِئَتْهُ مِمَّا شَرِكَ فِيهِ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَقَاتِهِ

১৯৪৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সে সব থেকে যা ব্যবহার করেছেন, আর তা যার বটনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন

٢٨٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أُسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ ، بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللَّهُ سَطْرٌ

২৮৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (র).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আবু বকর (রা) খলীফা হন, তখন তিনি তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে একটি নিয়োগপত্র লিখে দেন। আর তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুহর দ্বারা মুহরাংকিত করে দেন। উক্ত মুহরে তিনটি লাইন খোদিত ছিল। এক লাইনে মুহাম্মদ, এক লাইনে রাসূল ও এক লাইনে আল্লাহ।

٢٨٨٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ ، فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ঈসা ইব্ন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা) দু'টি পশম বিহীন পুরাতন চপ্পল বের করলেন, যাতে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। সাবিত বুনাঈ (র) পরে আনাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি নবী ﷺ -এর পাদুকা (মুবারক) ছিল।

٢٨٨٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتِ الْيَنَاءُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا ، وَقَالَتْ فِي هَذَا نَزَعَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، أَخْرَجَتِ الْيَنَاءُ عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْمَلْبَدَةُ

[২৮৮৯] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) একটি মোটা তালী বিশিষ্ট কবল বের করলেন আর বললেন, এ কবল জড়ানো অবস্থায়ই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। আর সুলাইমান (র) হুমাইদ (র) সূত্রে আবু বুরদা (রা) থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) ইয়ামানে তৈরী একটি মোটা তহবন্দ এবং একটি কবল যাকে তোমরা জোড়া লাগানো বলে থাক, আমাদের কাছে বের করেন।

[২৮৯০] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ عَاصِمٌ رَأَيْتُ الْقَدَحَ ، وَشَرِبْتُ فِيهِ

[২৮৯০] আবদান (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গার স্থানে রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগালেন। আসিম (র) বলেন, আমি সে পেয়ালাটি দেখেছি এবং তাতে আমি পান করেছি।

[২৮৯১] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّوْلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَقِيَهُ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، وَإَيْمُ اللَّهِ لَنَنْ أَعْطِيَتْنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي ، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَمُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَتَنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ أَيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوْقَى لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تُجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا

২৮৯১ সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ জারমী (র).....আলী ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন তাঁরা ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার নিকট থেকে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনায় আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে? তবে তা বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়্যার (রা) বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা পর্যন্ত কেউ আমার নিকট থেকে তা নিতে পারবে না। একবার আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা) থাকা অবস্থায় আবু জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মিশ্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুত্বা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। রাসূলুল্লাহ ﷺ (উক্ত ভাষণে) বললেন, 'ফাতিমা আমার থেকে (অতি আদরের)। আমি আশঙ্কা করছি সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

২৮৯২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَّوْا سَعَاءَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ عَلَى إِذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُرْ سُعَاتِكَ يَعْمَلُوا بِهَا فَأَتَيْتُهَا بِهَا ، فَقَالَ أَغْنَى عَنْهَا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعُفَهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا * قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي خَذُ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ

২৮৯২ কুতাইবা (র).....ইব্ন হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যদি উসমান (রা)-এর সমালোচনা করতেন, তবে সেদিনই করতেন, যেদিন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত উসূলকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। আলী (রা) আমাকে জানিয়েছেন, উসমান (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমান। কাজেই আপনার কর্মচারীদের কাজ করার আদেশ দিন। তারা যেন সে অনুসারে কাজ করে। তা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমার এটির দরকার নেই। তারপর আমি তা নিয়ে আলী (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি। তখন তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও।

হুমাইদী (র)..... ইবন হানাফিয়াহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, আমাকে পাঠিয়ে বলেন, এ ফরমানটি নাও এবং এটি উসমান (রা)-এর কাছে নিয়ে যাও, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকা (যাকাত) সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

১৭৬১. بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلِ الصَّفَةِ وَالْأَرَامِلَ حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتَ إِلَيْهِ الطَّحْنُ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ فَوَكَّلَهَا إِلَى اللَّهِ

১৯৪৬ পরিচ্ছেদ ৪ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাতি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। যখন ফাতিমা (রা) তাঁর নিকট আটা পিষার কষ্টের কথা জানিয়ে বন্দীদের থেকে তাঁর খেদমতের জন্য দাসী চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে সুফা ও বিধবাদের অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি তাঁকে আত্মাহর সোপর্দ করেন

২৮৭৩ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلَىُّ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِسَبْيٍ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ عَلَىُّ مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ

২৮৯৩ বদল ইবন মুহব্বার (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আয়িশা (রা)-এর কাছে তা উল্লেখ করেন। তারপর নবী ﷺ এলে আয়িশা (রা) তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সম্ভান দিব না? (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহ

আকবার', তেত্রিশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'সুব্‌হানালাহ' বলবে, এ-ই তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।'

১৯৬৭. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ يَعْزِي لِلرَّسُولِ قَسَمَ ذَلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَاللَّهُ يُعْطِي**

১৯৪৭ পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : নিচয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসুলের। (৮ : ৪১) তা বটনের ইখতিয়ার রাসুলেরই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি বটনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন

[২৮৯৬] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثٍ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَاتَّيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ * وَقَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي

[২৮৯৪] আবুল ওয়ালীদ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আনসারীর এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করল। মানসূর (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে শুধু বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নবী ﷺ-এর

কাছে এলাম। আর সুলায়মান (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তখন সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না। আমাকে বটনকারী করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বটন করি।' আর হুসাইন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি বটনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে বটন করি।' আর আমর (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি তার সন্তানের নাম কাসিম রাখতে চেয়েছিল, তখন নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না।'

২৮৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَسَنْتِ الْأَنْصَارُ تَسْمَوْنَ بِاسْمِي وَلَا تَكْنُونَا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ

২৮৯৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক জনের পুত্র সন্তান জন্ম হয়। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। নবী ﷺ বললেন, ‘আনসারগণ ভুলই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনীয়াত ব্যবহার করো না। কেননা, আমি তো কাসিম (বন্টনকারী)।’

২৮৯৬ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهِهُ فِي الدِّينِ وَاللَّهِ الْمُعْطَى وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

২৮৯৬ হিব্বান ইবন মুসা (র)..... মু‘আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বন্টনকারী। এ উম্মাত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত আর তারা থাকবে বিজয়ী।’

২৮৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هَلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أُعْطِيَكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ

[২৮৯৭] মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বঞ্চিতও করি না। আমি তো কেবল বন্টনকারী, যেভাবে আদিষ্ট হই, সেভাবে ব্যয় করি।'

[২৮৯৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ أَبِي عِيَّاشٍ وَأَسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[২৮৯৮] আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র)..... খাওলাহ আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।'

১৭৪৮ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أُحِلَّتْ لَكُمْ الْغَنَائِمُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَهِيَ لِلْعَامَةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ

১৯৪৮. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : তোমাদের জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন (সূরা কাত্ত্ব : ২০) [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] গণীমত সাধারণ মুসলমানের জন্য ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (যোদ্ধাদের জন্য)

[২৮৯৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

[২৮৯৯] মুসাদ্দাদ (র)..... উরওয়া আল-বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশগুলো বাঁধা রয়েছে কল্যাণ, সাওয়াব ও গণীমত কিয়ামত পর্যন্ত।

[২৯০০] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى

فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَتُنْفِقَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯০০ আবুল ইয়ামান (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিসরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কিসরা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা অবশ্যই ব্যয় করবে উভয় সাম্রাজ্যের ধন ভান্ডার আত্মাহুত পথে।

২৯.১ حَدَّثَنَا اسْحَقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى
بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ
كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯০১ ইসহাক (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিসরা ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর আর কোন কিসরা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই ব্যয় হবে উভয় সাম্রাজ্যের ধনভান্ডার আত্মাহুত পথে।

২৯.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ

২৯০২ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

২৯.৩ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَكْفُلُ اللَّهُ لِمَنْ
جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ
يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ
غَنِيمَةٍ

২৯০৫ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত অর্জন করেছে তা সহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।

২৯.৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بَضْعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بَيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشُّمُسِ أَنْكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنْ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيَبَايَعُنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَلْتَبَايَعُنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاؤُا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجَزَنَا فَأَحْلَاهَا لَنَا

২৯০৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরী করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষা করেছে। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনীমত একত্রিত করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালাল না। নবী ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনীমতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার কাছে বাইআত করে। সে সময় একজনের হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে।

কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার কাছে বাইআত করে। এ সময় দু' ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মস্তক সমতুল্য স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। তারপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিলেন।

১৭৬. بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الرِّقْعَةَ

১৯৫২. পরিচ্ছেদ : গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাযির হয়েছে

২৭.৫ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمَتْهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

২৯০৫ সাদাকা (র)..... যায়দ ইবন আসলাম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছেন।

১৭৭. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

১৯৫০ পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?

২৭.৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِي لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২৯০৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গনীমতের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে জনসাধারণের খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে আর যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করল?' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সেই আল্লাহর রাহে জিহাদকারী।'

১৯৫১. بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

১৯৫১. পরিচ্ছেদ : ইমামের নিকট যা আসে তা বন্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া

২৯.৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَيْتَ لَهُ أَقْبِيَّةً مِنْ دِيبَاجٍ مُزْرَرَةً بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةِ بْنِ نُوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ ، فَقَالَ يَا أَبَا الْمِسُورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ يَا أَبَا الْمِسُورِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ ، رَوَاهُ ابْنُ عُلْيَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَّةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

২৯০৭ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওহ্‌হাব (র).....আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে সোনালী কারুকর্ম খচিত কিছু রেশমী কাবা জাতীয় পোষাক হাদীয়া দেয়া হল। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তা বন্টন করে দেন এবং তা থেকে একটি কাবা মাখরামা ইবন নাওফল (রা)-এর জন্য আলাদা করে রাখেন। তারপর মাখরামা (রা) তাঁর পুত্র মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা)-কে সাথে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন আর (পুত্রকে) বললেন, তাঁকে আমার জন্য আহবান কর। তখন নবী ﷺ তার আওয়াজ শুনেতে পেলেন। তিনি একটি কাবা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর এর কারুকর্ম খচিত অংশ তার সামনে তুলে ধরে বললেন, হে আবুল মিসওয়্যার! আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আর মাখরামা (রা)-এর স্বভাবে কিছুটা রুচুতা ছিল। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবন উলাইয়া (র)-ও আইউব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাতিম ইবন ওয়ায়দান (র) বলেন, আইউব (র) ইবন আবু মুলায়কা (র) সূত্রে মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কয়েকটি কাবা জাতীয় পোষাক এসেছিল। (বাকী অংশ আগের মত)। লাইস (র) ইবন আবু মুলাইকা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আইয়ুব (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

১৯৫২. بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْظَةَ وَالنُّضَيْرَ وَمَا أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ فِي

نَوَائِبِهِ

১৯৫২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কিরূপে কুরায়যা ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন?

২৯.৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النِّخْلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

২৯০৮ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু খেজুর গাছ নির্দিষ্ট করতেন কুরায়যা ও নাযীরের উপর বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। তারপর তিনি সে গাছগুলো তাদের ফেরত দিয়ে দেন।

১৯৫৩. بَابُ بَرَكَةِ الْغَزَايِ فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَلَاةِ الْأَمْرِ

১৯৫৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে

২৯.৯ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدِكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الْيَوْمَ الظَّالِمَ أَوْ مَظْلُومٌ وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَاقَتِلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنْ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لِدَيْنِي افْتَرَى دَيْنَنَا يُبْقَى مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَىَّ بَعِ مَالَنَا وَأَقْضِ دَيْنِي وَأَوْصِي بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِبَنِيهِ يَعْنِي لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ أَثْلَاثًا ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لَوْلَدِكَ ، قَالَ هِشَامُ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ يُوصِيَنِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بُنَىَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ ، قَالَ فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ يَا أَبَا مَنْ مَوْلَاكَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ ، إِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلَى

الزُبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيهِ ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضَيْنِ مِنْهَا الْغَابَةَ وَاحِدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِضَرَ ، قَالَ وَأَنْمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْكَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَّ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جَبَايَةَ خَرَجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ قَالَ فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٌ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُّ لِهَذِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفِي أَلْفٍ وَمِائَتِي أَلْفٍ قَالَ مَا أَرَأَكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا ، فَإِنْ عَحِزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةَ أَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِالْأَلْفِ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ ، فَلْيُؤَاغِنَا بِالْغَابَةِ ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا ، قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخَّرُونَ إِنْ أَخَرْتُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا ، قَالَ قَالَ فاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُومَتِ الْغَابَةُ ، قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ أَلْفٍ ، قَالَ كَمْ بَقِيَ ، قَالَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ

سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ
وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ
سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ
قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : اقْسِمُ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا قَالَ لَهُمْ وَاللَّهِ لَا
اقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ
دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلَنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى
أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ
فَأَصَابَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَلْفٌ أَلْفٌ وَمِائَتَا أَلْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ
أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ

২৯০৯ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্রযুদ্ধের দিন যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে পুত্র! আজকের দিন জালিম অথবা মাজলুম ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাজলুম হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার ঋণ সম্পর্কে বেশী চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আদায় করার পর আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক তৃতীয়াংশের ওসীয়াত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের) পুত্রদের জন্য তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ, তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। হিশাম (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর কোন কোন পুত্র যুবায়র (রা)-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন, খুবায়ের ও আব্বাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঋণ সম্পর্কে ওসীয়াত করছিলেন এবং বলছিলেন, হে পুত্র! যদি এ সবার কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যখনই তাঁর ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সন্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দিন। আর তাঁর করয শোধ হয়ে যেতো। এরপর যুবায়র (রা) শহীদ হলেন এবং তিনি নগদ কোন দীনার রেখে যাননি আর না কোন দিরহাম। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে একটি হল গাবা। আরো রেখে

যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কূফায় একটি ও মিসরে একটি। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বলেন, যুযায়র (রা)-এর ঋণ থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুযায়র (রা) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।^১ যুযায়র (রা) কখনও কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বলেন, তারপর আমি তাঁর ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং দেখলাম তাঁর ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, সাহাবী হাকীম ইবন হিয়াম (রা) আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, হে ভাজিহা। বল তো আমার ভাইয়ের কত ঋণ আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বললেন, এক লাখ।^২ তখন হাকীম ইবন হিয়াম (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ ঋণ শোধ হতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) তাঁকে বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কী ধারণা করেন? হাকীম ইবন হিয়াম (রা) বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এর সামর্থ রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বলেন, যুযায়র (রা) গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) তা ষোল লাখের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুযায়র (রা)-এর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হবে। তখন আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) তাঁর নিকট এলেন। যুযায়র (রা)-এর নিকট তার চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা)-কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বললেন, না। আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) বললেন, তবে আমাকে এক টুকরা ভূমি দাও। আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বললেন, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) গাবার জমি থেকে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার জমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে এলেন। সে সময় তাঁর কাছে আমার ইবন উসমান, মুনযির ইবন যুযায়র ও আবদুল্লাহ ইবন যামআ (রা) উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির ইবন যুযায়র (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আমার ইবন উসমান (রা) বলেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আবদুল্লাহ ইবন যামআ (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, আর কি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) তাঁর অংশ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছয় লাখে

১. ঋণ হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমানত হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে না। তোমার নিজের স্বার্থেই তা আমার নিকট ঋণ হিসাবে রেখে দাও, আমানত হিসাবে রেখ না।

২. এখানে আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) তার পিতার ঋণের প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ না করে কিছু পরিমাণ ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

বিক্রয় করেন। তারপর যখন ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন যুবায়র (রা)-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ যুবায়র (রা)-এর কাছে ঋণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। তারপর যখন চার বছর অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, যুবায়র (রা)-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হলো। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর যুবায়র (রা)-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল।

১৯৫৬. **بَابُ إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمْرٍ بِالْمَقَامِ هَلْ يُسَهَّمُ لَهُ**

১৯৫৪. পরিচ্ছেদ : ইমাম যদি কোন দূতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?

[২৭১.] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُوَهَّبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا تَغِيَّبُ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ

[২৯৯০] মূসা ইব্ন ইসমাইল (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আর তিনি ছিলেন পীড়িত। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও (গনীমাতের) অংশ তুমি পাবে।'

১৯৫৫. **بَابُ مَنْ قَالَ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازُنُ النَّبِيُّ ﷺ بِرِضَاعِهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعِدُّ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمْسِ وَمَا أُعْطِيَ الْأَنْصَارَ وَمَا أُعْطِيَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ**

১৯৫৫. পরিচ্ছেদ : যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এর প্রমাণ : হাওয়াযিন, তাদের গোদ্রে নবী (সা)-এর দুধ পানের সৌজন্যে তারা যে আবেদন করেছিল, তারই প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ থেকে তাদের সে দাবী আদায় করিয়ে নেন। 'নবী ﷺ লোকদেরকে ফায় ও

গনীমত-এর অংশ থেকে খুমুস দানের যে প্রতিশ্রুতি দান করতেন।’ ‘আর যা তিনি আনসারদের প্রদান করেছেন’ এবং ‘যা তিনি খায়বারের খেজুরের থেকে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে দান করেছেন’

২৭১৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصَدَقُهُ فَأَخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَمَّا السَّبْيُ وَأَمَّا الْمَالُ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَضَرَ هُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا : فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَطِيبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ ، مَنْ أَوَّلَ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَدْنَى مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا فَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا عَنْ سَبْيِ هَوَّازَنَ

২৯১৯ সাঈদ ইব্ন উফাইর (রা)..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁকে মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) রেওয়ায়ত করেছেন যে, যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, তাদের মাল ও বন্দী উভয়ই ফেরত দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমার নিকট সত্য কথা অধিক প্রিয়। তোমরা দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর। হয় বন্দী, নয় মাল। আর আমি তো তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) প্রতীক্ষা করেছিলাম আর

তায়্যেফ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ দিন থেকে বেশী সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। অবশেষে যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'টোর মধ্যে যে কোন একটিই ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত লাভই পছন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের এ সকল ভাই তাওবা করে আমার নিকট এসেছে। আর আমি সমীচীন মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের ফেরত দিব। যে ব্যক্তি সজুইচিতে তা করতে চায়, সে যেন তা করে আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় যে, তার অংশ বহাল থাকুক, সে যেন অপেক্ষা করে (কিংবা) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথম যে গনীমতের মাল দান করবেন, আমি তাকে তা দিয়ে দিব, তাও করতে পারে। সমবেত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সজুইচিতে সেটি গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সঠিক জানতে পারিনি, তোমাদের মধ্যে কে এতে সম্মতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই, তোমরা ফিরে যাও এবং নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। লোকেরা চলে গেল। আর তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফেরত এল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা সজুইচিতে (বন্দী ফেরত দানের ব্যাপারে) সম্মতি দিয়েছে। (ইবন শিহাব বলেন) হাওয়াযিনের বন্দীগণ সম্পর্কিত বিবরণ আমাদের নিকট এরূপই পৌছেছে।

২৭১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكَلْبِيُّ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ أَحْفَظُ عَنْ زُهْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأَتَى ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ أَحْمَرُ كَانَهُ مِنَ الْمَوَالِي ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلَ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَا حَدَثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْجَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَهَبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْأَشْجَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ ذَوْدِ غُرِّ الدُّرَى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارِكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيتَ ، قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَإِذَا رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

[২৯১২] আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুদ্বাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবু মূসা (রা) বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশআরী ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার কাছে তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা হলাম বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের মঙ্গল হবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি কি তা ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহর কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইনশাআল্লাহ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি মঙ্গলজনক মনে করি, তখন সেই মঙ্গলজনকটি আমি করি এবং কাফ্ফারা দিয়ে কসম থেকে মুক্ত হই।

[২৯১৩] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفِلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

[২৯১৩] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত স্বরূপ তাঁরা বহু সংখ্যক উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কারস্বরূপ আরো একটি করে উট দেয়া হয়।

[২৯১৪] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْفِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسَمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ

২৯১৪ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সেনাদের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত দান করতেন।

২৯১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَّغْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانُ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُحْمٍ إِمَّا قَالَ فِي بَضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ وَوَأَفَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدَمْنَا جَمِيعًا فَوَأَفَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْأَلَهُمْ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتَحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرَ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ

২৯১৬ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা.....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত করার সংবাদ পৌছে। তখন আমরাও তাঁর নিকট হিজরত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এবং আমার আরো দু'ভাই এর মধ্যে ছিলাম। আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাদের একজন হলেন আবু বুরদাহ, অপরজন আবু রুহ্ম। রাবী হয়ত বলেছেন, আমার গোত্রের আরোও কতিপয় লোকের মধ্যে ; কিংবা বলেছেন, আমার গোত্রের তিপ্পান্ন বা বায়ান্ন জন লোকের মধ্যে। তারপর আমরা একটি নৌযানে আরোহণ করলাম। ঘটনাক্রমে আমাদেরকে নৌযানটি হাবশার নাজ্জাশী বাদশাহর দিকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হই। জাফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করুন। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলে একত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌছলাম, যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খায়বারে লব্ধ গনীমতে) আমাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), কিংবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদেরও তা থেকে দিয়েছেন। আমাদের ব্যতীত খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকেই তা থেকে অংশ দেন নি, জাফর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণের সাথে আমাদের এ নৌযানে আরোহীদের মধ্যে বন্টন করেছেন।

۲۹۶۶ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِبْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٌ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحُتًا لِي ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْتَوُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَمَا أَنْ تُعْطِنِي ، وَأَمَا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي ، قَالَ قُلْتُ تَبْخَلُ عَنِّي مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ - قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحُتًا لِي وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَخَذْتُ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَيُّ دَاءٍ آذَوْا مِنَ الْبُخْلِ

২৯১৬ আব্বী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমার নিকট বাহুরাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে (দুই হাত মিলিয়ে) এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দান করব। নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল অবধি তা এলো না। তারপর যখন বাহুরাইনের মাল এল, তখন আবু বকর (রা) ঘোষণা দানকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যার কোন ঋণ বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে। এরপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত এত ও এত দেয়ার কথা বলেছেন। তখন আবু বকর (রা) তিনবার অঞ্জলি ভরে দান করেন। সুফিয়ান (রা) তাঁর দুই হাত একত্র করে অঞ্জলি করে আমাদের বললেন, ইব্ন মুনকাদির এরূপই বলেছেন। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি (জাবির) আবু বকর (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর কাছে এলাম। তখনও তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললাম, আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। আবার আমি আপনার নিকট চেয়েছি, তখনও আপনি আমাকে দেননি। পুনরায় আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। এখন আমাকে আপনি দেবেন, না হয় আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমাকে বলছ, ‘কার্পণ্য করবেন?’ আমি যতবারই তোমাকে দিতে অস্বীকার করি না কেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমাকে দেই। সুফিয়ান (র) বলেন, আমরা (র)

মুহাম্মদ ইবন আলী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবু বকর (রা) আমাকে এক অঞ্জলি দিয়ে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শত। তখন তিনি বললেন, এরূপ আরও দু'বার নিয়ে নাও। আর ইবনুল মুনকাদিরের বর্ণনায় আছে যে, (আবু বকর (রা) বলেছেন), 'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ কী হতে পারে?'

২৭১৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اعْدِلْ قَالَ لَقَدْ شَقِيتَ إِنْ لَمْ اَعْدِلْ

২৯১৭ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'য়রানা নামক স্থানে গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, (বন্টন) ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগ্য।'

১৭৫৬. بَابُ مَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ

১৯৫৬. পরিচ্ছেদ : খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী ﷺ -এর অনুগ্রহ

২৭১৮ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

২৯১৮ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... জুবাইর ইবন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধ বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'যদি মুতয়িম ইবন আদী (রা) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।'

১৭৫৭. بَابُ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ لِلْإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطَى بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ، مَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي الْمُطَلَبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعْطَهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخْصُ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لَمْ يَشْكُوا إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّهُمْ فِي جَنْبِهِ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ

১৯৫৭. পরিচ্ছেদ : খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতিয়ার ও বাদ দিতে পারার মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না। এর দলীল এই যে, নবী ﷺ বাদ দিতে পারতেন খুমুস থেকে বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবকেই দিয়েছেন। উমর ইবন আবদুল আযীয (র) বলেছেন, ﷺ সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তার উপর কোন আধীয়ারকে অগ্রাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ হিসাবে যে, তারা তাঁর নিকট তার অভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছে আর এ হিসাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করায় তারা যগোত্র ও বজ্রনদের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন

২৭১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ - قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ وَقَالَ ابْنُ اسْحَقَ عَبْدُ شَمْسٍ، وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لَأُمِّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مَرْةٍ وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ

২৯১৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... জুবাইর ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইবন আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বানু মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সাথে একই পর্যায়ে সম্পর্কিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বানু মুত্তালিব ও বানু হাশিম একই পর্যায়ে। লায়স (র) বলেন, ইউনুস (র) আমাকে এ হাদীসটিতে অতিরিক্ত বলেছেন যে, জুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানু আবদ শামস ও বানু নাওফলকে অংশ দেননি। ইবন ইসহাক (র) বলেন, আবদ শামস, হাশিম ও মুত্তালিব একই মায়ের, গর্ভজাত সহোদর ভাই। তাঁদের মা আতিকা বিনতে মুররা আর নাওফল তাদের বৈমায়েয় ভাই ছিলেন।

১৯৫৮. ۱۹۵۸. بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمَّسِ الْأَسْلَابُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ مِنْ غَيْرِ الْخُمْسِ وَحُكْمُ الْأَمَامِ فِيهِ

১৯৫৮. পরিচ্ছেদ : নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করা; যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সেসঙ্গে নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করেই তা তারই প্রাপ্য আর ইমাম কর্তৃক এরূপ আদেশ দান করা

[২৭২.] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَقْفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةُ أَسْنَانُهُمَا تَمْنِيَّتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعِ مِثْلَهُمَا فَعَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمَّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَرُّنَّ رَأْيَتُهُ لَا يَفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَعَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي عَنْهُ فَأَبْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضْرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ أَنْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِثْلَهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَتَنَظَرُ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كَلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْجَمُوحِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُونُسَ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ

[২৯২০] মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছে। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে অনুরূপ বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী

করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার থেকে শ্রান্ত মালামাল মুআয ইবন আমর ইবন জামুহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয ইবন 'আফরা ও মুআয ইবন 'আমর ইবন জামুহ।

[২৭২৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَّقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدْرَتْ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَنْتِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحَقْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ أَنْ النَّاسَ رَجَعُوا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةُ مِثْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهَا إِذَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلْبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ

[২৭২৭] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হনাইনের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে ছোটোছুটি আরম্ভ হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত হানলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। মৃত্যু তাকেই পাকড়াও করল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর আমি উমর (রা)-এর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কি হয়েছে? উমর (রা) বললেন, আল্লাহর হুকুম। এরপর লোকজন ফিরে এলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছে যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছে যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বার অনুরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন সম্পূর্ণ ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু কাতাদা (রা) সত্য বলেছে। সে ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন, কখনো না, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে কোন সিংহ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূল ﷺ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নবী ﷺ বললেন, আবু বকর (রা) ঠিকই বলেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে দিলেন। আমি তা থেকে একটি বর্ম বিক্রি করে বানু সালমায় একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি লাভ করি।

১৭৫৭. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْخُمْسِ وَنَحْوِهِ
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৫৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

۲۹۲۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ

أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ
عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرَضُ
عَلَيْهِ حَقُّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأَ
حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوَفِّيَ

[২৯২২] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা নির্লোভ অন্তরে গ্রহণ করে, তার তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে আহার করে কিন্তু উদর পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আপনার পর আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আর কারো মাল কামনা করব না।' পরে আবু বকর (রা) (তঁার খিলাফত কালে) হাকীম ইবন হিয়াম (রা)-কে ভাতা নেওয়ার জন্য আহ্বান করতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রা) তাকে ভাতা দানের উদ্দেশ্যে আহ্বান করেন কিন্তু তিনি তঁার নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'হে মুসলিমগণ। আমি হাকীম ইবন হিয়াম (রা)-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি। যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্পদ থেকে হিসসা রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম ইবন হিয়াম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আর কারো নিকট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নি।

[২৯২৩] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى اعْتِكَافٍ
يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ
حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّبْكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْظِرْ مَا
هَذَا فَقَالَ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّبْيِ قَالَ أَذْهَبَ فَأَرْسَلَ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ
نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَعْرِانَةِ وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَخَفْ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَالَ مِنَ الْخُمْسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي
النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ

২৯২৩ আবুন নু'মান (র)..... নাফে (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহেলী যুগে আমার উপর একদিনের ইতিকাফ (মান্নত) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি (র) বলেন, উমর (রা) হুনাইনের যুদ্ধের বন্দী থেকে দু'টি দাসী লাভ করেন। তখন তিনি তাদেরকে মক্কায় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক ছেড়ে দেয়ার আদেশ দান করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটোছুটি লাগল। উমর (রা) আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উমর (রা) বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু'জনকে ছেড়ে দাও। নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিয়েররানা থেকে উমরা করেন নি। যদি তিনি উমরা করতেন তবে তা আবদুল্লাহ (রা) থেকে গোপন থাকতো না। আর জারীর ইবন হাযিম (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন যে, (উমর (রা) দাসী দু'টি) খুমস থেকে পেয়েছিলেন। মা'আমার (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে নয়রের (মান্নতের) ব্যাপারটির উল্লেখ করেন; কিন্তু একদিনের কথা বলেনি।

২৯২৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنْعَ آخَرِينَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلْعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ ، وَأَكْلَ قَوْمًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ زَادَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيٍ فَقَسَمَهُ بِهَذَا

২৯২৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আমর ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দলকে দিলেন আর অন্য দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনক্ষুণ্ণ হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যহারা হওয়ার আশঙ্কা করি। আর অন্যদল যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও অমুখাপেক্ষিতা দান করেছেন, তার উপর ছেড়ে দেই। আর আমর ইবন তাগলিব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমর ইবন তাগলিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার পরিবর্তে যদি আমাকে লাল বর্ণের উট দেওয়া হত তাতে আমি এতখানি

খুশী হতাম না। আর আবু আসিম (র) জারীর (র) থেকে হাদীসটি এতটুকু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেছেন যে, হাসান (র) বলেন, আমাকে আমার ইবন তাগলিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু মাল অথবা বন্দী আনীত হয়, তখন তিনি তা বন্টন করেন।

[২৭২০] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي أُعْطِيَ قُرَيْشًا أَتَأْلَفُهُمْ لَأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

[২৯২৬] আবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি কুরাইশদের দিয়ে থাকি তাদের মন রক্ষা করার জন্য। কেননা তারা জাহেলী যুগের কাছাকাছি।'

[২৭২৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةِ مِنَ الْأَيْلِ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدْعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسُ: فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فَقَهَاؤُهُمْ: أَمَا ذَوُو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أَنَسٌ مِنَّا حَدِيثُهُ أَسَنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرَكُ الْأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُعْطِيَ رِجَالًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أُثْرَةً

شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ

[২৯২৬] আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দেওয়ার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের থেকে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তাদের উক্তি পৌছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছাড়া আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নিকট তোমাদের সম্পর্কে যে কথা পৌছেছে তা কি?' তাঁদের মধ্যে সমঝদার লোকেরা তাঁকে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে মুরাব্বীরা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণরা বলেছে : আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারী থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ সদা সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে (মনযিলে) ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চাইতে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এতে সন্তুষ্ট।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে হাউয়ে (কাওসারে) মিলিত হবে।' আনাস (রা) বলেন, কিন্তু আমরা (আনসারগণ) ধৈর্যধারণ করতে পারি নি।

[২৯২৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ عُلِقَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِصَاهِ نَعْمًا لَقَسَمْتُه بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا

২৯২৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ উয়াইসী (র)..... জুবাইর ইব্ন মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন, আর তখন তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়েন থেকে আসছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁর কাছে গনীমতের মাল চাইতে এসে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরল। এমনকি তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তাঁর চাদর আটকে ধরল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থামলেন। তারপর বললেন, 'আমার চাদরখানি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সমপরিমাণ পশু থাকত, তবে সেগুলো তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। এরপরও আমাকে তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বল চিন্তা পাবে না।'

২৯২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِي غَلِيظَ الْحَاشِيَةِ ، فَأَرَدَكُهُ أَعْرَابِي فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ ثَمٍّ قَالَ مُرَلِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

২৯২৮ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। তখন তিনি মোটা পাড়ের নাজরানে প্রস্তুত চাদর পরিহিত ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে টেনে ধরল। অবশেষে আমি লক্ষ্য করলাম, তার জোরে টানার কারণে নবী ﷺ -এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈন বলল, 'আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

২৯২৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَسًا فِي الْقِسْمَةِ أَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَأَثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ ، قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا ، أَوْ مَا أُرِيدَ فِيهَا وَجَهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ

يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا
فَصَبِرَ

[২৯২৯] উসমান ইব্ন আবু শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুলাইনের দিনে নবী  কোন কোন লোককে বন্টনে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি আকরা 'ইবন হাবিছকে একশ' উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। সম্ভ্রান্ত আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বন্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম। এখানে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নবী  -কে অবশ্যই জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ  বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল  যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-এর প্রতি রহমত করুন, তাঁকে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'

[২৯৩০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَنْقَلَ
النُّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ
مِنِّي عَلَى ثُلَاثِي فَرَسَخٍ وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ

[২৯৩০] মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)..... আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ মাথায় করে সে জমীন থেকে খেজুর দানা বহন করে আনতাম, যা রাসূলুল্লাহ  যুযায়র (রা)-কে দান করেছিলেন। যে জমীনটি আমার ঘর থেকে এক 'ফারসাখে'র দু'তৃতীয়াংশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। আর আবু যামরাহ (র)..... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ  যুযায়র (রা)-কে বানু নাযীর গোত্রের সম্পত্তি থেকে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন।

[২৯৩১] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقِدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ

الْأَرْضُ لِمَا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ ، وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَرُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَأَقْرُوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي
إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ أَوْ أَرِيحَا

[২৯৩১] আহমদ ইবন মিকদাম (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজায় ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জমীন বিজিত হওয়ার পর তা আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তাদের এখানে এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, যতদিন আমরা চাই তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। তারা এভাবে রয়ে গেল। অবশেষে উমর (রা) তাঁর শাসনামলে তাদের তায়মা আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন।

১৭৬. بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

১৯৬০. পরিশ্ছেদ : দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়

[২৭৩৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُعْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى اِنْسَانٌ
بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَانْزَوْتُ لَأَخْذِهِ فَالْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ
مِنْهُ

[২৯৩২] আবুল ওয়ালীদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ফেলে দিল ; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নেয়ার জন্য উদ্যত হলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমি তা নেয়ার ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

[২৭৩৮] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِثْبَ فَنَأْكُلُهُ
وَلَا نَرْفَعُهُ

২৯৩৩ মুসাদ্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালে মধু ও আঙ্গুর পেতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম এবং জমা রাখতাম না।

২৭৩৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لِيَالِي خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاَهَا ، فَلَمَّا غَلَّتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْفَوْا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لَأَنَّهَا لَمْ تَخْمَسْ قَالَ وَقَالَ أُخْرُونَ حَرَّمَهَا الْبَيْتَةُ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَيْتَةُ

২৯৩৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....(আবদুল্লাহ) ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যবেহ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে বলক আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল : তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত থেকে তোমরা কিছুই খাবে না। আবদুল্লাহ (ইবন আবু আওফা) (রা) বলেন, আমরা (কেউ কেউ) বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা থেকে খুমুস বের করা হয় নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে নিশ্চিতভাবে হারাম করেছেন। (শায়বানী বলেন,) আমি এ ব্যাপারে সাঈদ ইবন জুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চিতভাবে তিনি তা হারাম করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১৭৬১. بَابُ الْجَزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ يَعْنِي أَذِلَّةَ الْمَسْكِنَةِ مَصْدَرِ الْمَسْكِينِ اسْكُنْ مِنْ فُلَانٍ أَحَوْجُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى السُّكُونِ وَمَا جَاءَ فِي اخْذِ الْجَزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ

وَالْعَجَمُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ، قَالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الْيَسَارِ

১৯৬১. পরিচ্ছেদ : যিশ্বিদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না এবং শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যা হারাম করেছেন, তা হারাম বলে মানে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৯ : ২৯)। আয়াতে উল্লেখিত مسكين শব্দের মূল হচ্ছে مسكنة অর্থ হলো অভাবগ্রস্ত مَنْ أَسْكَنَ مِنْ فُلَانٍ এর অর্থ সে অমুক থেকে অধিক অভাবগ্রস্ত। এ শব্দটি سكن ধাতু থেকে নিস্পন্ন নয়। صَاغِرُونَ এর অর্থ লালিত। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও আজমীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ। ইবন উয়াইনা (র) (আবদুল্লাহ) ইবন আবু নাজীহ (র) থেকে বলেন যে, আমি মুজাহিদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি যে, সিরিয়া বাসীদের উপর চার দীনার এবং ইয়ামান বাসীদের উপর এক দীনার করে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়। তিনি বললেন, তা স্বচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে

۲۹۳۵ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بِجَالَةِ سَنَةِ سَبْعِينَ ، عَامَ حَجِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ ، قَالَ كُنْتُ لِحِزِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَمِّ الْأَحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ ، فَرَقُّوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْجَوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجَزِيَّةَ مِنَ الْجَوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ

২৯৩৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... (আমর) ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন যায়দ ও আমর ইবন আউস (র) সহ যমযমের সিঁড়ির নিকট বসেছিলাম, হিজরী সত্তর সনে যে বছর মুসআব ইবন যুযায়র (রা) বসরাবাসীদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেছিলেন। তখন বাজালাহ তাদের উভয়কে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জায়হ ইবন মুআবিয়া (রা)-এর লেখক ছিলাম। আমাদের নিকট উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একখানি পত্র আসে যে, যে সব মাজুসী^১ মাহরামদের^২ সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর উমর (রা) মাজুসীদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজার এলাকার মাজুসীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

১। পারসিক অগ্নিপূজক সম্প্রদায়।

২। মাহরাম-যাদের বিবাহ করা শরীয়াতে স্থায়ীভাবে হারাম।

২৭৩৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ
 الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيَّ
 وَهُوَ حَلِيفٌ لِابْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ شَهِيدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزِيرَتِهَا وَكَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ
 الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ
 أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ
 أَنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُمْ وَقَالَ أَظَنُّكُمْ
 قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا : أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :
 فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى
 عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
 فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ

২৯৩৬ আবুল ইয়ামান (র)..... মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার ইব্ন আউফ
 আনসারী (রা) যিনি বনী আমির ইব্ন লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে
 বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য
 পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইব্ন হাযরামী
 (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবাইদা (রা) বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন।
 আনসারগণ আবু উবাইদার আগমন সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাতে সবাই উপস্থিত
 হন। যখন রাসূলুল্লাহ তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে উপস্থিত
 হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবু
 উবাইদা (রা) কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,
 ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আশা রাখ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে
 দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ
 প্রসারিত হয়ে পড়বে যে রূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি
 আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস
 করেছে।’

۲۹۳۷ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا
 الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ
 النَّاسُ فِي أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْلَمَ الْهَرَمُزَانُ فَقَالَ إِنِّي
 مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِي هَذِهِ قَالَ نَعَمْ: مِثْلُهَا وَمِثْلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ
 مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رَجُلَانِ فَإِنْ كُسِرَ
 أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجُلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ
 نَهَضَتِ الرَّجُلَانِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرَّجُلَانِ وَالْجَنَاحَانِ
 وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِشْرَى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسٌ، فَمُرَّ
 الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِشْرَى - وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
 حَيَّةَ قَالَ فَتَدَبَّنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا
 بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلٌ كِشْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ
 لَهُ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِثْلُكُمْ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا أَنْتُمْ
 فَقَالَ نَحْنُ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيدٍ نَمَصُّ الْجِلْدَ
 وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ،
 فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِينَ، إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ
 أَنْفُسِنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا ﷺ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ
 حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُودُّوا الْجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ
 رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّْا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرِ مِثْلُهَا قَطُّ،
 وَمَنْ بَقِيَ مِنَّْا مَلَكَ رِقَابَكُمْ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: رَبِّمَا أَشْهَدُكَ اللَّهَ مِثْلُهَا مَعَ
 النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَنْدِمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ كَثِيرًا كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَضَرَ حَتَّى تَهْبُ
الْأَرْوَاحُ، تَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ

[২৯৩৭] ফাযল ইব্ন ইয়াকুব (র).....জুবাইর ইব্ন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় শহরের দিকে সেনা দল পাঠালেন। সে সময় হুরমযান (মাদায়েনের শাসক) ইসলাম গ্রহণ করে। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দূশমন যে সব লোক বাস করছে, তাদের উদাহরণ একটি পাখির ন্যায়, যার একটি মাথা, দু'টি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে পাখিটি উভয় পা, একটি ডানা ও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। যদি অপর ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে দু'টি পা ও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই একেজো হয়ে যাবে। কিসরা শত্রুদের হলো মাথা, কায়সার হল একটি ডানা, আর পারস্য হল অপর ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে এ আদেশ করুন, তারা যেন কিসরার উপর আক্রমণ করে। বকর ও যিয়াদ (র) উভয়ে জুবাইর ইব্ন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর উমর (রা) আমাদের ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইব্ন মুকাররিনকে আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রু দেশে পৌছলাম, কিসরার এক সেনাপতি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। তখন তার পক্ষ থেকে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরা (ইব্ন শু'বা) (রা) বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য (কুফরীতে) এবং কঠিন বিপদে (দারিদ্র্যে) ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথর পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও যমীনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য থেকে আমাদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবী ও আমাদের রবের রাসূল ﷺ আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর কিংবা জিযিয়া দাও। আর আমাদের নবী ﷺ আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নিয়ামত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায় নি। আর আমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। নু'মান (র) (মুগীরাকে) বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথী করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও লাঞ্চিত করেনি আর আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

১৭৬২. بَابُ إِذَا وَاَدَعَ الْأِمَامُ مَلَكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ

১৯৬২. পরিচ্ছেদ ৪ ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সন্ধি করে, তবে কি তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে?

২৭৩৮ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

২৯৩৮ সাহল ইবন বাক্কার (র)..... আবু হুমাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তখন আয়লার অধিপতি নবী ﷺ -এর জন্য একটি সাদা খচ্চর হাদীয়া দিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চাদর দান করলেন এবং এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন।

১৭৬৩. بَابُ الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْأَلُ الْقَرَابَةُ

১৯৬৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়াত। অসীয়াত শব্দের অর্থ অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি, আর ذِمَّة শব্দের অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক

২৭৩৭ حَدَّثَنَا أَدُمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بِنَ قَدَامَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَوْصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ

২৯৬৩ আদম ইবন আবু ইয়াস (র)..... জুয়াইরিয়া ইবন কুদামা তামিমী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবন খাতাব (রা)-কে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়াত করুন।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের আল্লাহর অঙ্গীকার রক্ষার অসীয়াত করছি। কারণ এ হল তোমাদের নবীর অঙ্গীকার এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।'

১৭৬৪. بَابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجَزِيَّةِ وَلِمَنْ يَقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجَزِيَّةُ

১৯৬৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিযিয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন। আর ফায় ও জিযিয়া কাদের মধ্যে বন্টিত হবে?

২৭৪০ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ

بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ :
 ذَلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ
 فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

[২৯৪০] আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
 ﷺ বাহরাইনের ভূমি লিখে দেওয়ার জন্য আনসারদের ডাকলেন। তখন তাঁরা বললেন, না, আল্লাহর
 কসম! আমরা সে পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের ভাই কুরায়শদের জন্যও অনুরূপ লিখে না
 দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সম্পদ তো তাদের জন্য যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চাইবেন। কিন্তু তারা
 সে কথাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পরে দেখতে পাবে যে, অন্যকে
 তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমরা (হাউযে কাউসারে) আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া
 পর্যন্ত সবর করবে।

[২৯৪১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي
 رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ
 أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ
 الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَّةٌ
 فَلْيَأْتِنِي فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا
 مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ لِي أُحِثُّهُ فَحَثَوْتُ
 حَثْوَةً فَقَالَ لِي عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاذَلْ هِيَ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْطَانِي أَلْفًا
 وَخَمْسُمِائَةً ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثَرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ ،
 وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا ، قَالَ خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ
 ذَهَبَ يَقُلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أُمِّرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ
 أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرْنَا مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أُمِّرْ بَعْضَهُمْ

يَرْفَعُهُ عَلَى قَالَ لَا قَالَ فَرَفَعَهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يَتَّبِعُهُ بَصَرُهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

২৯৪১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দিব। পরে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইত্তিকাল করেন আর বাহরাইনের মাল এসে যায় তখন আবু বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যে ব্যক্তির কোন প্রতিশ্রুতি থাকে, সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দিব। আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, তুমি অঞ্জলি ভরে নাও। আমি এক অঞ্জলি উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, এগুলো গুণে দেখ। আমি গুণে দেখলাম যে, তাতে পাঁচশ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিলেন। আর ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট বাহরাইনের মাল এলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও আর এ মাল এর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগত মালের চাইতে অনেক বেশী ছিল। এ সময় আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা নাও। তিনি তার কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন। তারপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, কাউকে আমার উপর এ বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনি তা থেকে কিছু কমিয়ে ফেললেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তারপর বললেন, কাউকে আমার উপর বোঝাটি উঠিয়ে দিতে বলুন। তিনি বললেন, না। তখন আব্বাস (রা) বললেন, আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তারপর তিনি আবার তা থেকে কমালেন, এরপর কাঁধের উপর উঠিয়ে রওনা হলেন। তাঁর এ অগ্রহ দেখে বিশ্বয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে থাকলেন,--যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে দাঁড়াননি।

১৭৬০. بَابُ إِثْمٍ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

১৯৬৫ পরিচ্ছেদ : বিনা অপরাধে জিম্মিকে যে হত্যা করে, তার পাপ

২৭৬২ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا تَوَجَّدَ مِنْ مَسِيرَةٍ
أَرْبَعِينَ عَامًا

২৯৪২ কাইস ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের স্বাগ পাবে না। আর জান্নাতের স্বাগ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।'

১৭৬৬. بَابُ اخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْرَكُمْ مَا
أَقْرَكُمْ اللَّهُ بِهِ

১৯৬৬. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করা। উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (ইয়াহুদীদের) এখানে রাখেন, ততদিন আমি তোমাদের এখানে রাখব।

২৭৬৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
الْمَقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي
الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا
بَيْتَ الْمَدْرَاسِ ، فَقَالَ اسْلَمُوا تَسْلَمُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ،
وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا
فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاغْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

২৯৪৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহুদীদের নিকট চল। আমরা চললাম এবং তাদের তাওরাত পাঠকেন্দ্রে পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ থেকে নির্বাসন করব। যদি তোমাদের কেউ তাদের মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে ফেলে। আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের।

২৭৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلِ
أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمَ

الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَى ، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ : مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ، قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ ، فَقَالَ انْتُونِي بِكَتِفِ أَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٍ ، فَقَالُوا مَا لَهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهَمُوهُ ، فَقَالَ ذَرُونِي فَإِلَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ فَأَمَرَ هُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، وَالثَّلَاثَةُ أَمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَأَمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيَتْهَا ، قَالَ سَفِيَانُ هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ

২৯৪৪ মুহাম্মদ (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : বৃহস্পতিবার! তুমি জান কি বৃহস্পতিবার কেমন দিন? এ বলে তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুতে কঙ্কর ভিজে গেল। (সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন) আমি বললাম, হে ইব্ন আব্বাস (রা)! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমার নিকট গর্দানের হাঁড় নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন একটি লিপি লিখে দিব এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণের বিতর্ক হল। অথচ নবীর সামনে বিতর্ক করা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ বললেন, নবী ﷺ-এর কি হয়েছে? তিনি কি অর্থহীন কথা বলছেন? আবার জিজ্ঞাসা করে দেখ। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা তোমরা আমাকে যার প্রতি ডাকছ তার চাইতে উত্তম। তারপর তিনি তাঁদের তিনটি বিষয়ে আদেশ দিলেন। (১) মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবে, (২) বহিরাগত প্রতিনিধিদের সেভাবে উপটোকন দিবে যেভাবে আমি তাদের দিতাম। (বর্ণনাকারী বলেন যে,) তৃতীয়টি হয়ত তিনি বলেননি, নয়ত তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। সুফিয়ান (র) বলেন, এই উক্তিটি বর্ণনাকারী সুলাইমান (র)-এর।

১৭৭৬. بَابُ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

১৯৬৭. পরিশ্লেদ : মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা যায়?

২৭৪০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَتْ خَيْبَرَ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْمِعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودٍ

فَجُمِعُوا لَهُ ، فَقَالَ : اِنِّي سَأَلْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِي عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَبُوَكُمْ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ اَبُوَكُمْ فُلَانٌ ، قَالُوا صَدَقْتَ ، قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ اِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ ، يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي اَبِينَا ، فَقَالَ لَهُمُ مَنْ اَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيْهَا يَسِيْرًا ، ثُمَّ تَخَلَّفُوْنَا فِيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِخْسَوْا فِيْهَا ، وَاللّٰهُ لَا نَخْلُكُمُ فِيْهَا اَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِي عَنْ شَيْءٍ اِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ، قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِيْ هَذَا الشَّاةِ سُمًّا ، قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ قَالُوا : اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ ، وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرْكُ

২৯৪৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি (ভূনা) বকরী হাদীয়া দেওয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নবী ﷺ আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহুদী আছে, সকলকে একত্রিত কর। তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে? তারা বলল, 'হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব।' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, 'অমুক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, 'আপনিই সত্য বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।' তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা দোযখবাসী?' তারা বলল, 'আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান করব, তারপর আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।' নবী ﷺ বললেন, 'দূর হও, তোমরাই তথায় থাকবে। আল্লাহর কসম। আমরা কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল?' তারা বলল, 'আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে স্বস্তি লাভ করব আর আপনি যদি নবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

১৭৬৮. بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ عَهْدَهُ

১৯৬৮. পরিচ্ছেদ : চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ

বুখারী শরীফ (৫)—৪৩

২৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَ بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَاءِ إِلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ

২৯৪৬ আবু নু'মান (র).....আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রুকু'র আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকু'র পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তারপর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত রুকু'র পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানু সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকের নিকট পাঠালেন। তখন বানু সুলাইমের লোকেরা তাঁদের আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ক্বারীদের জন্য যতখানি ব্যথিত হতে দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত হতে দেখিনি।

১৭৬৭. بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجَوَارِهِنَّ

১৯৬৯. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান

২৭৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّیُّ عَلِیُّ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ قَدْ أَجَرْتَهُ فُلَانُ بْنُ

هَبِيرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمُّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَلِكَ ضُحَى

২৯৪৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তাঁকে এ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! যখন তিনি গোসল থেকে ফারোগ হলেন, একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকআত সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করলেন। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সহোদর ভাই আলী (রা) হুবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করেছে, আর আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী (রা) বলেন, তা চাশতের সময় ছিল।

১৭৭. بَابُ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَوَارِهِمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ

১৯৭০. পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ে। কোন সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে

২৭৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُوهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصُّحُفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجَرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْأَيْلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى فِيهَا مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ

২৯৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....ইব্রাহীম ইব্ন তাইমী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের কাছে আন্নাহর কিতাব ও এই সাহীফায় যা আছে, তা ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে, যখমসমূহের দণ্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে সওয়ার পর্যন্ত মদীনা হারাম হওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে (সুন্নাত বিরোধী) বিদ্আত উদ্ভাবন করে কিংবা বিদ্আতীকে আশ্রয় দেয়, তার

উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করেন না। আর যে নিজ মাওলা (প্রভু) ব্যতীত অন্যকে মাওলা (প্রভু) রূপে গ্রহণ করে, তার উপর অনুরূপ লানত। আর নিরাপত্তা দানে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও অনুরূপ লানত।

১৭৭১. **بَابُ إِذَا قَالُوا صَبَّأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا قَالَ مَتَرَسٌ فَقَدْ أَمَنَهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا ، وَقَالَ تَكَلَّمُ لَا بَأْسَ**

১৯৭১. পরিচ্ছেদ : যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালরূপে “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” বলতে না পারে এবং “আমরা দীন পরিবর্তন করেছি” বলে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, খালিদ ইবন ওয়ালাদ (রা) সে সব লোকদের কতল করলেন। (এ সংবাদ পৌছার পর) নবী ﷺ বললেন, আয় আল্লাহ! খালিদের একাজে আমি সম্পর্কহীন প্রকাশ করছি। উমর (রা) বলেন, কেউ যদি বলে, مَتَرَسٌ (মাতারাস) ‘ভয় করা না, তবে সে তাকে নিরাপত্তা দান করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা সকল ভাষা জানেন। উমর (রা) (হারমুযান পারসীকে) বললেন, কথা বল, কোন অসুবিধা নেই। (এতে নিরাপত্তা দান করা হল)

১৭৭২. **بَابُ الْمَوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ ، وَآتَمَّ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ جَنَحُوا لِلِاسْلَمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ . إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .**

১৯৭২. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ করে না তার ওনাহ। আর (আল্লাহ তা’আলার বাণী) : “তারা (কাফির) যদি সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (আনফাল) : ৮ ৬১)

২৭৬৭ **حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشَرُّهُ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحِيصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحِيصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَحَطُّ فِي دَمِهِ قَتِيلًا ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ مُحِيصَةَ وَحُويصَةَ ابْنًا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِيرٌ كَبِيرٌ**

وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ اتَّحَلَفُونَ وَتَسْتَحَقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ
أَوْ صَاحِبِكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرِ ، قَالَ فَتُبِّرُكُمْ يَهُودُ
بِخَمْسِينَ يَمِينًا فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ
مِنْ عِنْدِهِ

[২৯৪৯] মুসাদ্দাদ (র).....সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সাহল ও মুহাযিয়া ইবন মাসউদ ইবন যায়দ (রা) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহাযিয়া আবদুল্লাহ ইবন সাহলের কাছে আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহাযিয়া তাঁকে দাফন করলেন। তারপর মদীনাতে এলেন। আবদুর রহমান ইবন সাহল ও মাসউদের দুই পুত্র মুহাযিয়া নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর আবদুর রহমান ইবন সাহল (রা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহাযিয়া ও হুওয়াযিয়া উভয় কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বললেন, আমরা কিরূপে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তাঁরা বললেন, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কিরূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আবদুর রাহমানকে তাঁর ভাইয়ের দীয়াত পরিশোধ করলেন।

১৭৭৩. بَابُ فَضْلِ الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ

১৯৭৩. পরিচ্ছেদ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার ফযীলত

[২৭৫০] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ
قُرَيْشٍ كَانُوا تَجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا
سَفْيَانَ فِي كُفَّارٍ قُرَيْشٍ

[২৯৫০] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র)..... আবু সুফিয়ান ইবন হারব ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (রোমান সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের সেই কাফেলাসহ যারা সিরিয়ায়

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তা সে সময় যখন কুরাইশ কাফিরদের পরীক্ষায় আবু সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি চুক্তি করেছিলেন।

১৯৭৬. **بَابُ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّ إِذَا سَحَرَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سُئِلَ أَعْلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَنَعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ**

১৯৭৪. পরিচ্ছেদ : যদি কোন যিশী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে? ইবন ওহাব (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন যিশী যদি যাদু করে, তবে কি তাকে হত্যা করা হবে? তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাদুকরকে হত্যা করেন নি। সে আহলে কিতাব ছিল

২৯৫১ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ**

২৯৫১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। ফলে তাঁর ধারণা হতো যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি।

১৯৭৫. **بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسَبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْتَّوْمِينِ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الْآيَةِ**

১৯৭৫. পরিচ্ছেদ : বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুসলিমদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন..... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) (৮ : ৬২)

২৯৫২ **حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدٍ اللَّهَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِي ثُمَّ فَتَحُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُصَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِيفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ**

مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هَذَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

[২৯৫২] হুমায়দী (র)..... আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাঁবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামাত গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, তারপরও তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেওয়া সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। তারপর এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে। তারপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মুকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

১৭৭৬. بَابُ كَيْفَ يَنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ وَقَوْلُهُ : وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ الْآيَةُ

১৯৭৬. পরিচ্ছেদ : চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে? আব্বাহ তাআলার বাণী : যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তবে আপনার চুক্তিও যথাযথ বাতিল করবেন। (৮ : ৫৮)

[২৭৫৩] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤْذَنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ وَيَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْفَرُ فَانْبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحْجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكٌ

[২৯৫৩] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে সে সকল লোকের সঙ্গে পাঠান যারা মিনায় কুরবানীর দিন এ ঘোষণা দিবেন : এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না আর বায়তুল্লাহ শরীফে কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না আর কুরবানীর দিনই হল হজ্জে আকবরের দিন। একে আকবর এ জন্য বলা হয় যে, লোকেরা (উমরাহকে) হজ্জে আসগার

(ছোট) বলে। আবু বকর (রা) সে বছর মুশরিকদের চুক্তি রহিত করে দেন। কাজেই হুজ্জাতুল বিদার বছর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুজ্জ করেন, তখন কোন মুশরিক হুজ্জ করেনি।

১৭৭৭. **بَابُ اثْمٍ مِّنْ عَاهِدٍ ثُمَّ غَدَرَ وَقَوْلِ اللَّهِ : الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ الْآيَةِ**

১৯৭৭. পরিচ্ছেদ : যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের শুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আপনি যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তারপর তারা প্রতিবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে.....(শেষ পর্যন্ত)। (সূরা আনফাল : ৫৬)

২৭০৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، مَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَاهَا

২৯৫৪ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালমন্দ করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।

২৭০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَّثًا أَوْ أَوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ

مَوَالِيَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ - قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجُتَبَّئُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَانِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ، قَالُوا عَمَّ ذَاكَ ، قَالَ تَنْتَهَكَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ

২৯৫৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন এবং এ কাগজে যা লিখা আছে তা ছাড়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। (উক্ত লিপিতে রয়েছে) নবী ﷺ বলেছেন, আযির পর্বত থেকে এ পর্যন্ত মদীনার হরম এলাকা। যে কেউ দীনের ব্যাপারে বিদ্‌আত উদ্ভাবন করে কিংবা কোন বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত। তার কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবুল হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা একই পর্যায়ে। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তা বিফলিত করে তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত এবং ফিরিশ্তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবুল হবে না। আর যে স্বীয় মনীষের অনুমতি ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত এবং ফিরিশ্তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবুল হবে না। আবু মূসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুসলিমদের কাছ থেকে (জিযিয়া স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাকে বলা হল, হে আবু হুরায়রা (রা) আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, কসম সে মহান সত্তার যার হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত (অর্থাৎ মুহাম্মদ) এর উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বলল, কি কারণে এমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রদত্ত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করা হবে। ফলে আল্লাহ তাআলা জিম্মীদের অন্তরকে কঠোর করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না।

بَابُ ١٩٧٨ .

১৯৭৮. পরিচ্ছেদ :

۲۹۵۶ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّينَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ : ائْتَهُمُوا

رَأَيْكُمْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَلَوْ اسْتَطِيعَ أَنْ أَرُدُّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لَأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسهَلُنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِنَا هَذَا

[২৯৫৬] আবদান (র)..... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু ওয়াইল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফফীনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাহল ইবন হুнайফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজ মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমি নিজেকে আবু জান্দলের দিন (হুদায়বিয়ার দিন) দেখেছি। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তবে তা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতাম। বস্তুত আমরা যখনই কোন ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের কাঁধে তলোয়ার তুলে নিয়েছি, তখন তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এমনভাবে যা আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

[২৯৫৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهَمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قِتَالُنَا فِي الْجَنَّةِ وَقِتْلَاهُمْ فِي النَّارِ ، قَالَ بَلَى قَالَ : فَعَلَى مَا نُعْطِي الدُّنْيَا فِي دِينِنَا أَنْرَجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا فَإِنِ انْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ فَتَحَ هُوَ ، قَالَ نَعَمْ

[২৯৫৭] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সিফফীন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। সে সময় সাহল ইবন হুнайফ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ

মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা যথোচিত মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে উমর ইবন খাত্তাব (রা) এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা (মুশরিকরা) বাতিলের উপর? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী। উমর (রা) বললেন, তবে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবন খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না। তারপর উমর (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, তিনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে হেয় করবেন না। তারপর সূরা ফাতহ নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শেষ পর্যন্ত উমর (রা)-কে পাঠ করে শোনান। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

۲۹۵۸ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُدَّتْهُمْ مَعَ أَبِيهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِهَا

২৯৫৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র)..... আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সাথে আমার নিকট এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল তখন আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে সদ্‌বহার করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদাচরণ কর।'

১৭৭৭. بَابُ الصَّالِحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ

১৯৭৯. পরিচ্ছেদ : তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা

۲۹۵۹ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَوْسُفَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ

إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ قَاسْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجَلْبَانِ السِّلَاحِ وَلَا يَدْعُو مِنْهُمْ أَحَدًا ، قَالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعَكَ وَلَبَايَعْنَاكَ وَلَكِنْ أَكْتُبُ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ أُمِّحْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَاللَّهُ لَا أَمْحُوهُ أَبَدًا ، قَالَ فَأَرْنِيهِ قَالَ فَأَرَاهُ آيَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الْآيَامَ أَتَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا مَرُّ صَاحِبِكَ فَلْيَرْتَحِلْ فذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ

[২৯৫৯] আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র).....বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন উমরা করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মক্কায় আসার অনুমতি চেয়ে মক্কায় কাফিরদের নিকট দূত পাঠান। তারা শর্তারোপ করে যে, তিনি সেখানে তিন রাতের অধিক থাকবেন না এবং অস্ত্রকে কোষাবদ্ধ না করে প্রবেশ করবেন না। আর মক্কাবাসীদের কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে না। বারা (রা) বলেন, এ সকল শর্ত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) লেখা আরম্ভ করলেন এবং সন্ধিপত্রে লিখলেন, “এটা সে সন্ধিপত্র যার উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ফায়সালা করেছেন।” তখন কাফিররা বলে উঠল, ‘আমরা যদি একথা মেনে নিতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তবে তো আমরা আপনাকে বাধাই দিতাম না এবং আপনার হাতে বায়আত করে নিতাম। কাজেই এরূপ লিখুন, এটি সেই সন্ধিপত্র যার উপর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ফায়সালা করেছেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখতেন না। তাই তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (শব্দটি) মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তা মুছব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আলী (রা) তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সে দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা আলী (রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে বল, যেন তিনি চলে যান। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন।

১৭৮. بَابُ الْمَوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتُ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْرِكُمْ مَا أَقْرِكُمُ اللَّهُ بِهِ

১৯৮০. পরিচ্ছেদ ৪ সময় নির্ধারণ না করে সন্ধি করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ৪ আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাখেন

১৯৮১. بَابُ طَرَحِ جَيْفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبَيْتِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

১৯৮১. পরিচ্ছেদ ৪ মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা

২৭৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسُلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ أَوْ أَبِي بَنٍ خَلْفٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَالْقُوا فِي بَيْتٍ غَيْرِ أُمَيَّةٍ أَوْ أَبِي فَانَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا ، فَلَمَّا جَرَّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبَيْتِ

২৯৬০ আবদুল্লাহ ইবন উসমান (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (কাবা শরীফে) সিজদারত ছিলেন, তাঁর আশে-পাশে কুরাইশ মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবন আবু মুআইত উটনীর গর্ভ থলে এনে নবী ﷺ -এর পিঠে ফেলে দেয়। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠ থেকে তা অপসারণ করেন আর যে ব্যক্তি একাজ করেছে তার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ! আপনি শাস্তি দিন আবু জাহল ইবন হিশাম, উত্বা ইবন রাবীআ, শায়বা ইবন রাবীআ, উকবা ইবন আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবন খালফ (অথবা রাবী বলেছেন), উবাই ইবন খালফকে। (ইবন মাসউদ (রা) বলেন), আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সকলকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়, উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত। কেননা, সে ছিল স্থূলদেহী। যখন তার লাশ টেনে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কূপে ফেলার আগেই তার জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৮২. بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

১৯৮২. পরিচ্ছেদ : নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অসীকার ভঙ্গকারীর পাপ

২৭৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْآخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

২৯৬৬ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক অসীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা হবে। (আবদুল্লাহ ও আনাস (রা)-এর মধ্যে) একজন বলেছেন, পতাকাটি স্থাপিত হবে অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে এবং তা দিয়ে তাকে চেনানো হবে।

২৭৭৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يُنْصَبُ لِفُغْدَرَتِهِ

২৯৬৭ সুলাইমান ইবন হারব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) অসীকার ভঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক অসীকার ভঙ্গকারীর জন্য (কিয়ামতের দিন) একটি পতাকা স্থাপন করা হবে।

২৭৭৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَثُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ لَا هَجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا ، وَقَالَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقَطُ لِقُطْعَتِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْأَذْخَرُ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ قَالَ : إِلَّا الْأَذْخَرُ

২৯৬৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, (মক্কা থেকে এখন আর) হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এও বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারও জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্যই হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কতন করা যাবে না; শিকারকে উত্যক্ত করা যাবে না আর পথে পড়ে থাকা বস্তু কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না।' তখন আব্বাস (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ইযখির ব্যতীত। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইযখির ব্যতীত।'

کِتَابُ بَدَءِ الْخَلْقِ
সৃষ্টির সূচনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা

১৯৮৩. مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّبُّعُ ابْنُ خُثَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنٌ وَهَيْنٌ مِثْلُ لَيْنٍ وَلَيْنٍ وَمَيِّتَ وَمَيِّتَ وَضَيِّقٌ وَضَيِّقٌ ، أَفَعَيْنَا أَفَاعِيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ لُغُوبٌ اللُّغُوبُ النَّصَبُ أَطْوَارًا ، طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ

১৯৮৩. মহান আল্লাহর বাণীঃ আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, আবার তিনিই তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম : ২৭) রাবী ইবন খুসাইম এবং হাসান বসরী (র) বলেন, সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। আর হَيْنٌ ও هَيْنٌ যার অর্থ সহজ, উচ্চারণের দিক দিয়ে যথাক্রমে لَيْنٌ ও لَيْنٌ এবং مَيِّتٌ ও مَيِّتٌ, وَضَيِّقٌ ও وَضَيِّقٌ এর অনুরূপ। أَفَعَيْنَا এর অর্থ আমার পক্ষে কি এটা কঠিন, যখন তিনি তোমাদের পয়দা করেছেন এবং তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন? اللُّغُوبُ ক্লান্তি। أَطْوَارًا কখনও এ অবস্থায়, আবার কখনও অন্য অবস্থায় -সে তার মর্যাদা অতিক্রম করল।

২৭৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا قَالُوا بَشَرْتَنَا فَأَعْطَنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَبِلْنَا فَاخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ

بَدَأَ الْخَلْقَ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ لِيَتْنِي
لَمْ أَقُمْ

[২৯৬৪] মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানু তামীমের একদল লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এল, তখন তিনি তাদের বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন তারা বলল, আপনি তো সুসংবাদ জানিয়েছেন, এবার আমাদের দান করুন। এতে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। এ সময় তাঁর কাছে ইয়ামনের লোকজন আসল। তখন তিনি বললেন, হে ইয়ামনবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তামীম সম্প্রদায়ের লোকেরা তা গ্রহণ করেনি। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। তখন নবী ﷺ সৃষ্টির সূচনা এবং আরশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এর মধ্যে একজন লোক এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটনীটি পালিয়ে গেছে। হায়! আমি যদি উঠে না চলে যেতাম।^১

২৯৬৫ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا
جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ
فَاتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا قَدْ
بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ اقْبَلُوا
الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ، قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَالُوا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ
غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكُتِبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخُلِقَ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ فَنَادَى مُنَادٌ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ فَنَاطَلَتْ فَإِذَا هِيَ
تَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوِدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهَا وَرَوَى عِيْسَى عَنْ رَقَبَةَ
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَأِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ
أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ
نَسِيَهُ

১। এটা ইমরানের উক্তি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘আমি যদি উটনীর খোঁজে নবী ﷺ-এর খেদমত হতে উঠে না যেতাম, তা হলে আমি তাঁর পবিত্র বাণী শুনা হতে বঞ্চিত হতাম না।’

[২৯৬৫] উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার উটনীটি দরজার সাথে বেঁধে নবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে তামীম সম্প্রদায়ের কিছু লোক এল। তিনি বললেন, হে তামীম সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। উত্তরে তারা বলল, আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। একথা দু'বার বলল। এর পর তাঁর কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসল। তিনি তাদের বললেন, হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ বানু তামীমগণ তা গ্রহণ করে নাই। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বলল, আমরা দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার খেদমতে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন, (শুরুতে) একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, আর তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরাশ ছিল পানির উপরে। এরপর তিনি লাওহে মাহফুজে সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। এ সময় জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, হে ইবন হুসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি এর তালাশে চলে গেলাম। দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় ময়দান ব্যবধান হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তখন উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। ইসা (র).....তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা নবী ﷺ আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী তাদের নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

[২৭৬৬] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَمَا شَتَمُهُ أَيُّ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأْنِي

[২৯৬৬] আবদুল্লাহ ইবন আবু শাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে গালমন্দ করে অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অস্বীকার করে অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ করা হচ্ছে, তার এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর তা অস্বীকার করা হচ্ছে, তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে কখনও তিনি আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না।

[২৭৬৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

২৯৬৭ কুতাইবা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টি কার্য সমাধা করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাব লাওহে মাহফুজে লিখেন, যা আরশের উপর তাঁর কাছে বিদ্যমান। নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার ক্রোধের চেয়ে প্রবল।

১৯৮৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضَيْنِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ الْآيَةُ وَالسَّقْفُ الرَّفُوعُ السَّمَاءُ سَمَكُهَا بِنَاءُهَا وَالْحُبْكُ اسْتَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا ، أَذْنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ ، وَالْقَتَّ أَخْرَجَتْ ، مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَحَاها دَحَاها ، بِالسَّاهِرَةِ وَجْهَ الْأَرْضِ ، كَانَ فِيهَا الْحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهْرُهُمْ

১৯৮৪. পরিচ্ছেদ : সাত যমীন। মহান আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং যমীনও, ওদের অনুরূপভাবে (৬৫ : ১২) السَّمَاءُ سَمَكُهَا -এর ভিত্তি! -তার সমতা-- সৌন্দর্য أَذْنَتْ -সে শুনল ও মান্য করল। -সে (যমীন) তার সকল মৃতকে বের করে দেবে এবং তা খালি হয়ে যাবে ওদের থেকে। -তাকে সকল দিক থেকে বিছিয়ে দিয়েছে। -ডুপুঠ যা সকল প্রাণীর নিদ্রা ও জাগরণের স্থান

২৯৬৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَسٍ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرِ مِنْ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضَيْنِ

২৯৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু সালমা ইবন আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন), কয়েকজন লোকের সাথে একটি জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আয়িশা (রা)-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, হে আবু সালমা! জমা-জমির ঝামেলা থেকে দূরে থাক। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ অন্যের জমি জুলুম করে আত্মসাৎ করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের হার তার গলায় পরানো হবে।^১

২৯৬৭ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

২৯৬৮ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র).....সালিম (রা)-এর পিতা (ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধসিয়ে দেওয়া হবে।

২৯৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، أَلْسَنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ تِلْكَ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبٌ مُضَرٌ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

২৯৭০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা).....আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন থেকে সময় যেকল্পে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেকল্পে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরপর রয়েছে। আর এক মাস হলো রজব -ই-মুযার^২ যা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

২৯৭১ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ أَنَّهُ خَاصَمْتُهُ أَرَوَى فِي حَقِّ زَعَمَتِ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ

১। আল্লাহ তাকে মাটিতে পুঁতে দেবেন। এরপর আত্মসাৎকৃত জমি তার গলায় বেড়ী বা হাসুলীর মত বানিয়ে পরিণত দেয়া হবে। (কিরমানী শরহে বুখারী।)

يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ - قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ

২৯৭১। উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র).....সাইদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত, 'আরওয়া' নামক জনৈকা মহিলা এক সাহাবীর (সাইদের) বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট (জমি সংক্রান্ত বিষয়ে) তার ঐ পাওনা সম্পর্কে মামলা দায়ের করল, যা তার (মহিলাটির) ধারণায় তিনি (সাইদ) নষ্ট করেছেন। ব্যাপার শুনে সাইদ (রা) বললেন, আমি কি তার (মহিলাটির) সামান্য হকও নষ্ট করতে পারি? আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি জুলুম করে অন্যের এক বিষত যমীনও আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। ইব্ন আবুয যিনাদ (র) হিশাম (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি (হিশামের পিতা উরওয়া) (রা) বলেন, সাইদ ইব্ন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম (তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন)।

১৭৮৫. بَابُ فِي النُّجُومِ وَقَالَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ، خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لثَلَاثَ : جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا ، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بَغْيَرٌ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَ الْآبُ مَا يَأْكُلُ الْإِنْعَامُ ، الْآتَامُ الْخَلْقُ ، بَرَزَخٌ حَاجِزٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْفَاظًا ، مُلْتَفَةٌ وَالْغُلْبُ الْمُلْتَفَةُ فِرَاشًا مِهَادًا كَقَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ نَكَدًا قَلِيلًا

১৭৮৫. পরিচ্ছেদ : নক্ষত্ররাজি প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন, (আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ) আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (৬৭ : ৫) (এ সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন) এ সব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১) বানিয়েছেন এদেরকে আসমানের সৌন্দর্য, (২) শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ করার জন্য (৩) এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসেবে। অতএব যে ব্যক্তি এদের সম্পর্কে এছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা দেয় সে ভুল করে, নিজ প্রাণ্য হারায় এবং সে এমন বিষয়ে কষ্ট করে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, -অর্থ পরিবর্তন আর -অর্থ ভণ্ডা যা চতুর্দিক জন্তু ভক্ষণ করে, -অর্থ মাখলুক -অর্থ ব্রজ্জ প্রতিবন্ধক আর মুজাহিদ (র) বলেন, -অর্থ জড়ানো আর -অর্থ ঘন ও সন্নিবেশিত বাগান। -অর্থ বিছানা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী : আর তোমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে অবস্থান স্থল। -অর্থ অল্প

১। মুযার একটি সম্প্রদায়ের নাম। আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে এ সম্প্রদায়টি রজব মাসের সন্ধান প্রদর্শনে অতি কঠোর ছিল। তাই এ মাসটিকে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে হাদীসে “রজব-মুযার” বলা হয়েছে।

فَإِنَّمَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا ، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

২৯৭২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যার (রা)-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজ্জায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজ্জা করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথে এসেছ সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে—এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণী : আর সূর্য গমন করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটাই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬ : ৩৮)

২৯৭৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكُورَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৯৭৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে লেপটিয়ে দেওয়া হবে।

২৯৭৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

২৯৭৪ ইয়াহইয়া ইবন সুলাইমান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এ দু'টো আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন সালাত আদায় করবে।

২৭৭৫ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

২৯৭৫ ইসমাইল ইবন আবু উওয়াইস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহর যিক্র করবে।

২৭৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ آدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِيَ آدْنَى مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

২৯৭৬ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যেদিন সূর্যগ্রহণ হল, সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বললেন, এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকু করলেন এরপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ এবং তিনি পূর্বের ন্যায় দাঁড়ালেন। আর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন কিন্তু তা প্রথম কিরাআত থেকে কম ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন কিন্তু তা প্রথম রাকআতের তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সিজদা করলেন। তিনি শেষ রাকআতেও অনুরূপই করলেন, পরে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খুত্বা দিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে বললেন, অবশ্য এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্র গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে তখনই সালাতে ভয়-ভীতি নিয়ে ধাবিত হবে।

২৭৭৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

২৯৭৭ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)....আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না বরং উভয়টি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। অতএব যখন তোমরা তা সংঘটিত হতে দেখবে, তখন তোমরা সালাত আদায় করবে।

১৯৮৭. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ : وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، قَاصِفًا تَقْصِفُ كُلُّ شَيْءٍ لَوَاقِحَ مَلَقِحَةٍ مُلْقِحَةٍ اعْصَارُ رِيحٍ عَاصِفٍ تَهْبُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرٌّ بَرْدٌ نُشْرًا مُتَفَرِّقَةٌ

১৯৮৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তিনিই আপন অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে বায়ু প্রেরণ করেন (২৫ : ৪৮) - قَاصِفًا - অর্থ যা সব কিছু ভেঙ্গে দেয়। - مُلْقِحَةٍ - লَوَاقِحَ - শব্দটির মূল্যায়ন, যার অর্থ বৃষ্টি বর্ষণকারী। - اعْصَارُ - ঝঞ্ঝা বায়ু যা যমীন থেকে আকাশের দিকে উল্লসিত প্রবাহিত হতে থাকে, যাতে আগুন বিরাজ করে। - صِرٌّ - অর্থ শীতল। - نُشْرًا - অর্থ বিস্তৃত

২৭৭৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكْتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ

২৯৭৮ আদম (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২৭৭৭ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَادْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا امْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمُ الْآيَةُ

২৯৭৯] মাকী ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পেছনে সরে যেতেন। আবার কখনও ঘরে প্রবেশ করতেন, আবার বের হয়ে যেতেন আর তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে যখন আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করত তখন তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত। আয়িশা (রা)-এর কারণ জানতে চাইলে নবী ﷺ বলেন, আমি জানি না, এ মেঘ ঐ মেঘও হতে পারে যা দেখে আদ জাতি যেমন বলেছিল : এরপর যখন তারা তাদের উপত্যকার অভিমুখে উক্ত মেঘমালা অগ্রসর হতে দেখল। (৪৬ : ২৪)

১৯৮৮. **بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ : وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَحْنُ الصَّافُونَ الْمَلَائِكَةُ**

১৯৮৮. পরিচ্ছেদ : ফিরিশ্তার বিবরণ। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) নবী ﷺ -এর নিকট বললেন, ফিরিশ্তাকুলের মধ্যে জিব্রাইল (আ) ইয়াহুদীদের শত্রু।^১ আর ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, لَنَحْنُ الصَّافُونَ এই উক্তি ফিরিশ্তাদের

২৯৮. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاتَيْتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مِلَانٍ حَكْمَةً وَإِيمَانًا ، فَشَقُّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ مَلِيَ حَكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيَتْ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ ، وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَاتَيْتُ عَلَى أَدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ

১। একথা বলার সময় আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) ইয়াহুদী ছিলেন। এখানে তিনি শুধুমাত্র ইয়াহুদীদের ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। কারণ ইয়াহুদীদের উপর সকল আযাবের সংবাদ জিব্রাইল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। কাজেই তারা তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করত।

ابْنِ وَنْبِیٍّ ، فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ
مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ ارْسِلْ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ
الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَاتَيْتُ عَلَى عَيْسَى وَيَحْيَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخِ وَنْبِیٍّ ،
فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّلَاثَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ
مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ ارْسِلْ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ
جَاءَ ، فَاتَيْتُ عَلَى يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخِ وَنْبِیٍّ
فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ
مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ ارْسِلْ اِلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ
جَاءَ ، فَاتَيْتُ عَلَى اِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخِ وَنْبِیٍّ ،
فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ
مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ ارْسِلْ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ
جَاءَ ، فَاتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخِ وَنْبِیٍّ ،
فَاتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ
مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ وَقَدْ ارْسِلْ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ
جَاءَ ، فَاتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخِ وَنْبِیٍّ
فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَّى ، فَقِيلَ مَا اَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بَعَثَ
بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهِ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِي ، فَاتَيْنَا السَّمَاءَ
السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ
وَقَدْ ارْسِلْ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ، فَاتَيْتُ عَلَى اِبْرَاهِيمَ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنْبِیٍّ ، فَرَفَعَ لِيَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورُ
فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ

أَلَفَ مَلَكٌ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبَقَهَا كَأَنَّهُ قِلَالٌ هَجَرَ وَوَرَقَهَا كَأَنَّهُ أَذَانُ الْفَيْوَلِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ وَالْفُرَاتُ وَالنَّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَى خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالَجَةِ فَإِنْ أُمِّتَكَ لَا تَطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَاتَّيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَاتَّيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزَيْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا، وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

[২৯৮০] হুদবা ইবন খালিদ ও খলীফা (ইবন খাইয়াত) (র).....মালিক ইবন সা'সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি কাবা ঘরের নিকট নিদ্রা ও জাগরণ-এ দু'অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর তিনি দু' ব্যক্তির মাঝে অপর এক ব্যক্তি অর্থাৎ নিজের অবস্থা উল্লেখ করে বললেন, আমার নিকট স্বর্গের একটি তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার বুক থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল। এরপর আমার পেট যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হল। তারপর তা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করা হল এবং আমার নিকট সাদা চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর হতে ছোট আর গাধা থেকে বড় অর্থাৎ বুরাক। এরপর তাতে আরোহণ করে আমি জিব্রাঈল (আ) সহ চলতে চলতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে গিয়ে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? উত্তর দেয়া হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি আদম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, পুত্র ও নবী! তোমার প্রতি ধন্যবাদ। এরপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন

করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ঈসা ও ইয়াহুইয়া (আ)-এর নিকট আসলাম। তাঁরা উভয়ে বললেন, ভাই ও নবী! আপনার প্রতি ধন্যবাদ। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? উত্তরে বলা হল, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইউসুফ (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে আমি সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, আর তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? জবাবে বলা হল, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইদ্রীস (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? বলা হল আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন হল আপনার সঙ্গে আর কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। বললেন, তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমরা হারুন (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলাম। জিজ্ঞাসা করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ভাই ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর আমি যখন তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে রব! এ ব্যক্তি যে আমার পরে প্রেরিত, তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেহেশতে যাবে। এরপর আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম। প্রশ্ন করা হল, এ কে? বলা হল, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হল, তাঁকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে? তাঁকে ধন্যবাদ। আর তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর আমি ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, হে পুত্র ও নবী! আপনাকে ধন্যবাদ। এরপর বায়তুল মামুরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মামুর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সালাত আদায় করেন। এরা এখান থেকে একবার বের হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ প্রবেশ। তারপর আমাকে 'সিদ্রাতুল মুনতাহা' দেখানো হল। দেখলাম, এর ফল যেন, হাজারা নামক স্থানের মটকার ন্যায়। আর তার পাতা যেন হাতীর কান। তার মূলদেশে চারটি ঝরণা প্রবাহিত। দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। এ সম্পর্কে আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টির একটি হল (ইরাকের) ফুরাত আর অপরটি হল (মিশরের) নীল নদ। তারপর আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। আমি তা গ্রহণ করে মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কি করে এলেন? আমি বললাম, আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি আপনার চেয়ে মানুষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি

আর আপনার উম্মাত এত (সালাত আদায়ে) সমর্থ হবে না। অতএব আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং তা কমানোর অনুরোধ করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং তাঁর নিকট আবেদন করলাম। তিনি সালাত চল্লিশ ওয়াস্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটল। আর সালাতও ত্রিশ ওয়াস্ত করে দেয়া হল। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে তিনি সালাত বিশ ওয়াস্ত করে দিলেন। আবার অনুরূপ হল। তিনি সালাতকে দশ ওয়াস্ত করে দিলেন। এরপর আমি মুসা (আ)-এর কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, এবার আল্লাহ সালাতকে পাঁচ ওয়াস্ত ফরয করে দিলেন। আমি মুসার নিকট আসলাম। তিনি বললেন, কি করে আসলেন? আমি বললাম, আল্লাহ পাঁচ ওয়াস্ত ফরয করে দিয়েছেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বললেন, আমি বললাম, আমি তা মেনে নিয়েছি। তখন আওয়াজ এল, আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিয়েছি। আর আমি প্রতিটি পূণ্যের জন্য দশগুণ সওয়াব দিব। আর বায়তুল মামুর সম্পর্কে হাম্মাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

২৭৮৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২৯৮৯ হাসান ইবন রাবী (র).....যায়দ ইবন ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীৰ্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয় নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে (ফিরিশ্তাকে) লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার আমল, তার রিয্ক, তার জীবনকাল এবং সে কি পাপী হবে না পুণ্যবান হবে। এরপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। তখন সে জাহান্নামবাসীর মত আমল করে আর একজন আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তার আমলনামা তার উপর অগ্রগামী হয়। ফলে সে জান্নাতবাসীর মত আমল করে।

২৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ

২৭৮২ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিব্রাইল (আ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রাইল (আ)-ও তাকে ভালবাসেন এবং জিব্রাইল (আ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

২৭৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُفَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

২৭৮৩ মুহাম্মদ (ইবন ইয়াহইয়া) (র).....নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, ফিরিশতাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশে (আল্লাহর) মীমাংসাকৃত বিধান আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। এরপর তারা তা গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে (মানুষের কাছে) বলে থাকে।

২৭৮৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلَاوِلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُ وَجَاوَأُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

২৯৮৪ আহমদ ইবন ইউনুস (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন জুমুআর দিন হয় তখন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশতা এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে, তার নাম লিখে নেয়। তারপর পরবর্তীদের পর্যায়ক্রমে নাম। ইমাম যখন (মিহারে) বসে পড়েন তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা মসজিদে এসে যিক্র (খুত্বা) শুনতে থাকেন।'

২৭৮৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أَنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ التَفْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشَدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ

২৯৮৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....সাইদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমর (রা) মসজিদে নববীতে আগমন করেন, তখন হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর (রা) তাকে বাধা দিলেন) তখন তিনি বললেন, এখানে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর উপস্থিতিতেও আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। তারপর তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি; আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। “হে আল্লাহ! আপনি তাকে রুহুল কুদুস (জিব্রাঈল (আ)) দ্বারা সাহায্য করুন।” তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

২৭৮৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانٍ أَهْجَهُمْ أَوْ هَاجَهُمْ وَجَبْرِيلُ مَعَكَ

১। মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)-এর প্রতি উমর (রা) আপত্তি করাতেন তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতেও মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

[২৯৮৬] হাফস ইবন উমর (র).....বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাস্‌সান (রা)-কে বলেছেন, তুমি তাদের (কাফিরদের) কুৎসা বর্ণনা কর অথবা তাদের কুৎসার উত্তর দাও। তোমার সাথে (সাহায্যার্থে) জিব্রাঈল (আ) আছেন।

[২৯৮৭] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِي سِكَّةِ بَنِي غَنَمٍ ، زَادَ مُوسَى مَوْكِبَ جَبْرِئِيلَ

[২৯৮৭] ইসহাক (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন বানু গানমের গলিতে উর্ধ্বে উত্তিত ধূলা স্বয়ং দেখতে পাচ্ছি আর (রাবী) মুসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, জিব্রাঈলের বাহনের পদচালনা করান।^১

[২৯৮৮] حَدَّثَنَا فَرَوَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّي ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ ، وَيَتِمُّ لِيَ الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْيَى مَا يَقُولُ

[২৯৮৮] ফারওয়াহ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট ওহী কিরূপে আসে? তিনি বললেন, 'এর সব ধরনের ওহী নিয়ে ফিরিশতা আসেন। কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় শব্দ করে (আসে) যখন ওহী আমার নিকট আসা শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি যা বলেছেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। আর এরূপ শব্দ করে ওহী আসাটা আমার নিকট কঠিন মনে হয়। আর কখনও কখনও ফিরিশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে আসেন এবং আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই।'

[২৯৮৯] حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَى فُلٌ هَلُمَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

১। কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) কাফিরদের কুৎসা করতেন। জিব্রাঈল (আ) তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। তখন তাঁদের পদচালনার কারণে যে ধূলি উর্ধ্বে উঠত আমি যেন তা বানু গানমের গলিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি।

২৯৮৯ আদম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের তত্ত্বাবধায়কগণ ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবু বকর (রা) বললেন, এমন ব্যক্তি সে তো এমন ব্যক্তি যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের একজন হবে।

২৯৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ

২৯৯০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিব্রাইল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না। একথা দ্বারা তিনি নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করেছেন।

২৯৯১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّحٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجِبْرِيلَ لَا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَتَنَزَّلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا الْآيَةُ

২৯৯১ আবু নু'আইম (র) ও ইয়াহুইয়া ইব্ন জাফর (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার নিকট যতবার আসেন তার চেয়ে বেশী আমার সাথে কেন দেখা করেন না? রাবী বলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ব্যতীত আসতে পারি না। আমাদের সামনে এবং আমাদের পেছনে যা কিছু আছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। (সূরা মারযাম : ৬৪)

২৯৯২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

২৯৯২ ইসমাইল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জিব্রাইল (আ) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি সর্বদা তাঁর নিকট অধিক ভাষায় পাঠ করে শুনতে চাইতাম। অবশেষে তা সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় সমাপ্ত হয়।'^১

২৭৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْأَسْنَادِ نَحْنُوهُ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ

২৯৯৩ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দানশীল ছিলেন আর রমযান মাসে যখন জিব্রাইল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো বেশী দানশীল হয়ে যেতেন। জিব্রাইল (রা) রমযানের প্রত্যেক রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে যখন জিব্রাইল (আ) দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণে প্রেরিত বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন। আবদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। মা'মার (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন আর আবু হুরায়রা (রা) এবং ফাতিমা (রা) নবী ﷺ থেকে ফিডারিসে'ল-এর স্থলে كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ -এর বর্ণনা করেছেন।

২৭৭৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَمَلَى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بِهَذَا مِنْ بَنِي أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

১. নবী ﷺ কুরআন শুধুমাত্র কুরায়শী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। পরে নবী ﷺ -এর বাসনা অনুযায়ী আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়। পরে যখন এতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়; তখন একমাত্র কুরায়শী ভাষা রেখে বাকী সব আঞ্চলিক ভাষা রহিত করে লোকজ ভাষা রচনা করা হয়।

يَقُولُ : نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ
ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خُمُسَ صَلَوَاتِ

২৯৯৪ কুতাইবা (রা).....ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইবন আবদুল আযীয (র) আসরের সালাত কিছুটা দেৱী করে আদায় করলেন। তখন তাঁকে উরওয়া (রা) বললেন, একবার জিব্রাঈল (আ) আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করালেন। তা শুনে উমার ইবন আবদুল আযীয (র) বললেন, হে উরওয়া! কি বলছ, চিন্তা কর। উত্তরে তিনি বললেন, আমি বশীর ইবন আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার জিব্রাঈল (আ) আসলেন, এরপর তিনি আমার ইমামতী করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। তারপরও আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি তাঁর আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুনছিলেন।

২৭৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ

২৯৯৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, একবার জিব্রাঈল (আ) আমাকে বললেন, আপনার উম্মাত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। নবী ﷺ বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে। জিব্রাঈল (আ) বললেন, যদিও (সে যিনা করে ও চুরি করে তবুও)।^১

২৭৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقِبُونَ مَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ

১। অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের ওপর ঈমান নিয়ে মতাবরণ করে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। তবে শাস্তির উপযোগী গুনাহ করে থাকলে তা মাফ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হবে। এরপর জান্নাতে যাবে।

২৯৯৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ একদলের পেছনে আর একদল আগমন করেন। একদল ফিরিশ্‌তা রাতে আসেন আর একদল ফিরিশ্‌তা দিনে আগমন করেন। তাঁরা ফজর ও আসর সালাতে একত্রিত হয়ে থাকেন। তারপর যারা তোমাদের কাছে রাত্রিযাপন করেছিল তারা আল্লাহর কাছে উর্ধ্বে চলে যান। তখন তিনি তাদেরকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি তাদের চেয়ে এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবহিত আছেন। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের সালাতের অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা তাদের কাছে সালাতের অবস্থাতেই পৌঁছেছিলাম।

১৯৮৯. بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৯৮৯ পরিচ্ছেদ : যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়

২৯৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَسَادَةً فِيهَا تَمَائِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهَهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ الْوَسَادَةِ ، قُلْتُ وَسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّهُ مَنْ صَنَعَ الصُّورَ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

২৯৯৭ মুহাম্মদ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি বালিশ তৈরী করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। এরপর তিনি আমার ঘরে এসে দু'দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনি এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন আমি সে জন্য তৈরী করেছি। নবী ﷺ বললেন, (হে আয়িশা (রা)) তুমি কি জান না? যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে (রহমতের) ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে? তাকে (আল্লাহ) বলবেন, 'তুমি যে প্রাণীর ছবি বানিয়েছ, এখন তাকে প্রাণ দান কর।'

২৭৭৮ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَازِيلُ

২৯৯৮ ইবন মুকাতিল (র)..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে কুকুর থাকে আর প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।

২৭৭৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجَرٍ مَيْمُونَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسْتَرٍ فِيهِ ثَصَاوِيرٌ، فَقُلْتُ: لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي الثَّصَاوِيرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ، أَلَا سَمِعْتَهُ، قُلْتُ: لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ

২৯৯৯ আহমদ (র)..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।' বুসর (র) বলেন, এরপর যায়িদ ইবন খালিদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরে একটি পর্দায় কিছু ছবি দেখতে পেলাম। তখন আমি (বুসর) ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কি আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেননি? তখন তিনি বললেন, তিনি (যায়িদ ইবন খালিদ (র) বলেছেন, প্রাণীর (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ের মধ্যে কিছু অংকন করা নিষিদ্ধ নয়, তুমি কি তা শুননি? আমি (বুসর) বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তা বর্ণনা করেছেন।

৩০০০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْرِيلُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

৩৩০০ ইয়াহুইয়া ইব্ন সলাইমান (র).....সালিম (রা) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ-কে (সাক্ষাতের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। (কিন্তু তিনি সময় মত আসেন নি। নবী ﷺ-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে।

৩.১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩৩০১ ইসমাইল (র).....আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সালাতে) ইমাম যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক। আপনার জন্য সকল প্রশংসা) কেননা যার এ উক্তি ফিরিশ্তাগণের উক্তির অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৩.২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَادَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ

৩৩০২ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ‘তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ এ বলে দু‘আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন (এ দু‘আ চলতে থাকবে) যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি সালাত ছেড়ে না দাঁড়াবে অথবা তার উয়ু ভঙ্গ না হবে।’

৩.৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْقَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

৩০০৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র).....সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে মিশ্বারে উঠে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি; **يَا مَالِكُ** (আর তারা ডাকল, হে মালিক!) (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশ্তার নাম)। সুফিয়ান (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে **يَا مَالِكُ** স্থলে **يَا مَالِ** রয়েছে।

৩.০৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعُقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَمَتْنِي ، فَانْظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنَّ شِئْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

৩০০৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদের দিনের চাইতে কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কাওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তা তো হয়েছি। তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইবন আবদে ইয়ালাল ইবন আবদের কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌছা পর্যন্ত আমার চিন্তা লাঘব হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে দৃষ্টি দিলাম। তার মধ্যে ছিলেন জিব্রাইল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কাওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা প্রতি উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাঁকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশ্তা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর

বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইনকে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী ﷺ বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

৩.৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحٍ

৩০০৫ কুতাইবা (র)..... আবু ইসহাক শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যির ইব্ন হুবাইস (রা)-কে মহান আল্লাহর এ বাণীঃ “ফলে তাদের মধ্যে দু’ ধনুকের পরিমাণ বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইল। তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।” (৫৩ : ৯-১০) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জিব্রাইল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ’টি ডানা ছিল।

৩.৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ

৩০০৬ হাফস ইব্ন উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতঃ “নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন” (৫৩ : ১৮)-এর মর্মার্থে বলেন, তিনি (নবী ﷺ) সবুজ বর্ণের রফরফ^২ দেখেছেন, যা আকাশের দিগন্তকে ঢেকে রেখেছিল।

৩.৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنبَأَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقِهِ سَادًّا مَا بَيْنَ الْأَفْقِ

১। আখশাবাইন : দু’টি কঠিন শিলার পাহাড়।

২। রফরফ অর্থ সবুজ কাপড়ের বিছানা।

৩০০৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন, সে ব্যক্তি বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিব্রাঈল (আ)-কে তাঁর আসল আকৃতি এবং অবয়বে দেখেছেন। তিনি আকাশের দিগন্ত জুড়ে অবস্থান করছিলেন।

৩.৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ الْأَشْوَعِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَيَّنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قَالَتْ : ذَاكَ جِبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ ، فَسَدَّ الْأَفُقَ

৩০০৮ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে আল্লাহর বাণীঃ “এরপর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাঁদের মধ্যে দু’ধনুকের ব্যবধান অথবা তার চেয়েও কম। (৫৩ : ৮,৯)-এর মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তিনি জিব্রাঈল (আ) ছিলেন। তিনি স্বভাবত মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে আসতেন। কিন্তু এবার তিনি কাছে এসেছিলেন তাঁর মূল আকৃতি ধারণ করে। তখন তিনি, আকাশের সম্পূর্ণ দিগন্ত ঢেকেছিলেন।

৩.৯ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اتَّيَانِي فَقَالَا : الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَا لَكَ خَازِنُ النَّارِ ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ

৩০০৯ মুসা (রা).....সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি দেখছি, দু’ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তারা বলল, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিল সে হলো, দোযখের দারোগা মালিক আর আমি হলাম জিব্রাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল।

৩.১০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضَبَانَ ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ - تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَ أَبُو حَمْزَةَ وَ ابْنُ دَاوُدَ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

৩০১০ মুসাদ্দাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকেন আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্ষোভ

নিয়ে রাত যাপন করে, তবে ফিরিশতাগণ এমন স্ত্রীর উপর ভোর পর্যন্ত লানত দিতে থাকে। শুবা, আবু হামযা, ইবন দাউদ ও আবু মুআবিয়া (র) আমশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবু আওয়ানা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

৩.১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجِئْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجُزُ الْأَوْثَانُ

৩০৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। (হেরা গুহায় ওহী নাযিলের পর) আমার থেকে কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। (একদিন) আমি পথ চলতে ছিলাম। এরই মধ্যে আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি উঠালাম। ইহাং দেখতে পেলাম, হেরা পর্বতের গুহায় আমার কাছে যে ফিরিশতা এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে আছেন। আমি তাতে ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। তারপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে আসলাম এবং বললাম, আমাকে কব্বল দ্বারা আবৃত কর, আমাকে কব্বল দ্বারা আবৃত কর। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন : **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** : উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর.....অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। (৭৪ : ১-৫) আবু সালামা (রা) বলেন, অত্র আয়াতে **الرُّجُزُ** দ্বারা প্রতিমা বুঝানো হয়েছে।

৩.১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمٍّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي مُوسَى رَجُلًا أَدَمَ طَوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبِطَ الرَّأْسِ ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَالِدَجَالَ

فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ آيَاهُ ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ لِقَائِهِ ، قَالَ أَنَسٌ وَأَبُو
بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِينَةَ مِنَ الدَّجَالِ

[৩০৯২] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও খালীফা (র).....নবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মিরাজের রাত্রিতে আমি মূসা (আ)-কে দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের পুরুষ ছিলেন; দেহের গঠন ছিল লম্বা। মাথার চুল ছিল কুঞ্চিত। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক। আমি ইসা (আ)-কে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন মধ্যম গঠনের লোক। তাঁর দেহবর্ণ ছিল সাদা লালে মিশ্রিত। তিনি ছিলেন মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট। মাথার চুল ছিল অকুঞ্চিত। জাহান্নামের খাজাঞ্চি মালিক এবং দজ্জালকেও আমি দেখেছি। (সে রাতে) আব্বাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বিশেষ করে যে সকল নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন তন্মধ্যে এগুলোও ছিল। সুতরাং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে না। আনাস এবং আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিরিশ্তাগণ মদীনাতে দাজ্জাল থেকে পাহারা দিয়ে রাখবেন।

১৯৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مُخْلُوقَةٌ ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : مُطَهَّرَةٌ مِّنَ الْحَيْضِ وَالْبَوْلِ وَالْبِرَاقِ كُلِّمَا رَزِقُوا أَتَوْا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَتَوْا بِآخَرَ ، قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ أَتَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَتَوْا بِهِ مُتَشَابِهًا ، يُشَبِّهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ قَطُوفُهَا يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَاءُوا دَانِيَةً قَرِيبَةً الْأَرَاكَ السَّرُّرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ النَّضْرَةُ فِي الْوُجُوهِ وَالسَّرُورُ فِي الْقَلْبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَلَسِبِيلاً حَدِيدَةً الْجُرَيْةُ غَوْلٌ وَجَعُ الْبُطْنِ يَنْزِفُونَ لَا تَذْهَبُ عَقُولُهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَهَاقًا مُمْتَلِنًا كَوَاعِبَ نَوَاحِدِ الرُّحَيْقِ الْحَمَرُ التَّسْنِيمُ يَعْلَوُ شَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، خَتَامُهُ طِينُهُ مَشْكٌ نَضَاحَتَانِ فَيَاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُونَةٌ مِّنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضَيْنُ النَّاقَةِ وَالْكُوبُ مَالًا أَذُنُ لَهُ وَلَا عُرْوَةٌ ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الْأَذَانِ وَالْعُرَا ، عُرْبًا مُثْقَلَةٌ ، وَاحِدُهَا عُرُوبٌ ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصَبْرٍ ، يُسَمَّى بِهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرَبِيَّةِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَنْجَةُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الْأَشْكَلَةُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحُ جَنَّةٍ وَرَخَاءٌ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ ، وَالْمَنْضُودُ الْمَوْزُ وَالْمَخْضُودُ الْمَوْقَرُ حَمَلًا ، وَيُقَالُ أَيضًا لَا شَوْكَ لَهُ وَالْعُرْبُ الْمُحَبِّاتُ إِلَى أَرْوَاجِهِمْ وَيُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارٍ وَقُرْشٌ مَّرْفُوعَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، لَغَوًا بَاطِلًا تَأْثِيمًا كَذِبًا أَفْئَانٌ أَغْصَانٌ وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانَ مَا يُجْتَنَى

قَرِيبٌ مِّدْهَامَتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ

১৯৯০. পরিচ্ছেদ : জান্নাতে বৈশিষ্টের বর্ণনা আর তা সৃষ্টবস্তু। আবুল আলীয়া (র) বলেন, مُطَهَّرَةٌ -মাসিক ঋতু, পেশাব ও খুখু হতে পবিত্র। -يَخْنُ وَيُخْنُ -যখনই তাদের সামনে কোন এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে, এরপরই অন্য এক প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হবে। তারা (জান্নাতবাসীরা) বলবে, এগুলো তো ইতিপূর্বেই আমাদেরকে পরিবেশন করা হয়েছে। اتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا তাদেরকে পরস্পর সদৃশ খাবার পরিবেশন করা হবে অথচ সেগুলো স্বাদে হবে বিভিন্ন। قُطُوفُهَا -তারা যেভাবে ইচ্ছা ফল ফলাদি গ্রহণ করবে। دَانِيَةً -নিকটবর্তী। الْأَرَاكُ -পালঙ্কসমূহ। হাসান বসরী (র) বলেন, النَّضْرَةُ -চেহারার সজীবতা। আর السُّرُورُ -মনের আনন্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, سَلْسَبِيلًا -দ্রুত প্রবাহিত পানি। -পরিপূর্ণ। غُلٌّ পেটের ব্যথা। يَزْفُونَ -তাদের বুদ্ধি লোপ পাবে না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, دِمَاقًا -নিঃসৃত হয়। তার মোড়ক হবে কন্তুরী। نَضَاجَتَانِ -দুই উজ্জ্বলিত (প্রস্রবণ)। مَوْضُونَةٌ -সোনা ও মনি মুক্তা দিয়ে তৈরী। এ শব্দটি হতেই وَضِيْنُ النَّاقَةِ -এর উৎপত্তি অর্থাৎ উটের পিঠের গদী। وَالْكُؤْبُ -হাতল -صَبُورٌ -যেমন -عُرْبٌ -সোহাগিনী। একবচনে -عُرْبٌ -এর বহুবচন -صَبُورٌ -মক্কাবাসী একে -عُرْبَةٌ -মদীনাবাসী -غَنَجَةٌ আর ইরাকীরা -شَكْلَةٌ বলে থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, رَوْحٌ -জান্নাত ও স্বচ্ছল জীবন। الرِّيحَانُ -জীবিকা। -الْمَخْضُودُ -কলা। -الْمَخْضُودُ -কাঁদী ভরা এটাও বলা হয়। যার কাঁটা নেই। -العُرُوبُ -স্বামীদের কাছে সোহাগিনী। مَسْكُوبٌ -প্রবাহিত। فُرُشٌ مَوْفُوعَةٌ -একটির উপর আরেকটি বিছানা -لَوْ -অলীক কথা। تَائِيْمًا -মিথ্যা। أَفْنَانٌ -ডালসমূহ। وَجْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ -দুই বাগিচার ফল হবে তাদের নিকটবর্তী বা নিকট থেকে গ্রহণ করবে। مِدْهَامَتَانِ -এ বাগিচা দু'টি ঘন সবুজ

۳. ۱۳ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ

৩০১৩ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার পরকালের আবাসস্থল তার কাছে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতবাসী হয় তবে তাকে জান্নাতবাসীর আবাসস্থল আর যদি সে জাহান্নামবাসী হয় তবে তাকে জাহান্নামবাসীর আবাসস্থল দেখানো হয়।

۳. ۱۴ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

৩০১৪ আবুল ওয়ালীদ (র).....ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে গরীব লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।'

৩.১৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكَى عُمَرُ فَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

৩০১৫ সাঈদ ইবন আবু মারয়ম (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে অবস্থিত। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে উষ্য করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? তারা উত্তরে বললেন, উমরের। তখন তাঁর (উমরের) আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হল। আমি পেছনের দিকে ফিরে চলে আসলাম।' একথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার সম্মুখে কি আমার মর্যাদাবোধ থাকতে পারে?'

৩.১৬ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرَانَ الْجَوْنِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلْخِيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طَوَّلَهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ لَا يَرَاهُمُ الْآخِرُونَ - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الصَّمْدُ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سِتُّونَ مِثْلًا

৩০১৬ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র).....আবদুল্লাহ ইবন কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, '(জান্নাতে মু'মিনদের জন্য) গুণগত মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতার দৈর্ঘ্য ত্রিশ মাইল। এর প্রতিটি কোণে মু'মিনদের জন্য এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।' আবু আবদুস সামাদ ও হারিস ইবন উবায়দ আবু ইমরান (র) থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) ষাট মাইল বলে বর্ণনা করেছেন।

৩.১৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَأَقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

৩০১৭ হুমাইদী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার, قُرَّةِ أَعْيُنٍ কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুকাইত রাখা হয়েছে।’ (সূরা ৩২ : ১৩)

৩.১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ ، أُنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يَرَى مِخْ سَوْقَهُمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بَكْرَةً وَعَشِيًّا

৩০১৮ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলের আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলার হাঁড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের মত থাকবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।’

৩.১৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ

الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ كَاشِدٌ
كَوَكَبٍ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مَخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ
لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، لَا يَسْقَمُونَ وَلَا
يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ أَنْيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ
وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْآلُوءَةُ - قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَغْنَى الْعُودَ وَرَشَحُهُمُ الْمِسْكُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِيُّ مِثْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ رَأَهُ
تَغْرُبَ

[৩০১৯] আবুল ইয়ামান (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল আকৃতি ধারণ করে প্রবেশ করবে আর তাদের পর যারা প্রবেশ করবে তারা অতি উজ্জ্বল তারকার মত রূপ ধারণ করবে। তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ থাকবে না আর পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের ফলে গোশত ভেদ করে পায়ের নলাস্থিত মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তারা অসুস্থ হবে না, নাক ঝাড়বে না, থুথু ফেলবে না তাদের পাত্রসমূহ হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর চিরুণীসমূহ হবে স্বর্ণের। তাদের ধনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ।' আবুল ইয়ামান (রা) বলেন, অর্থাৎ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হবে। মুজাহিদ (রা) বলেন, الْإِبْكَارُ - অর্থ উষাকালের প্রথম অংশ الْعَشِيُّ অর্থ সূর্য ঢলে পড়ার সময় হতে তার অন্তিমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কাল।

[৩.২০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدُمِيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِيَدْخُلَنَّ
الْجَنَّةَ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْخُلُ أُولَهُمْ حَتَّى أَخْرِهُمْ
وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

[৩০২০] মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (রা)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক অথবা (বলেছেন) সাত লক্ষ লোক একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ আগে কেউ পেছনে এভাবে নয় আর তাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে।

৩.২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةٌ سُنْدُسٌ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

৩০২১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ জুফী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদীয়া দেয়া হল। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন; লোকেরা (এর সৌন্দর্যের কারণে) তা খুব পছন্দ করল। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইব্ন মুআযের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

৩.২২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلَيْئِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا

৩০২২ মুসাদ্দ (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একখানা রেশমী কাপড় আনা হল। লোকজন এর সৌন্দর্য এবং কমণীয়তার কারণে তা খুব পছন্দ করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'অবশ্যই জান্নাতে সাদ ইব্ন মুআযের রুমাল এর চেয়েও অধিক উত্তম হবে।'

৩.২৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوَاطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

৩০২৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্যতম স্থানও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।'

৩.২৪ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

৩০২৪ রাওহ ইব্ন আবদুল মু'মিন (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী এক শ' বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

৩.২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَأَقْرَبُوا أَنْ شَبَّتُمْ : وَظِلٌّ مُمَدُّودٌ وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ

৩০২৫ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী একশ' বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) তিলাওয়াত করতে পার وَظِلٌّ مُمَدُّودٌ এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গার চেয়ে অনেক উত্তম যেখানে সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত যায় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

৩.২৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي هَلَالُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَى أَثَارِهِمْ كَلْحَسَنٍ كَوَكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسُدُ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَرَى مِثْلَ سَوْقَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعِظَمِ وَاللَّحْمِ

৩০২৬ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে আর তাদের অনুগামী দলের চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বলতায় আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও অধিক হবে। তাদের অন্তরসমূহ এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের পরস্পর না থাকবে কোন বিদ্বেষ আর না থাকবে কোন হিংসা আর তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা হাঁড় ও গোশত ভেদ করে দেখা যাবে।

৩.২৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

৩০২৭ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ (এর ছেলে) ইব্রাহীম (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন দাসী রয়েছে।

৩.২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَجُلٌ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ

৩০২৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল দীপ্তমান তারকা দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার ব্যবধানের কারণে। সাহাবীগণ বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ তো নবীগণের জায়গা। তাদের ছাড়া অন্যরা তথায় পৌছতে পারবে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে (তারা সেখানে পৌছতে পারবে)।

১৯৯। بَابُ ضِفَّةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعَى مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ فِيهِ عِبَادَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৯১. পরিচ্ছেদ : জান্নাতের দরজাসমূহের বিবরণ। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস জোড়া জোড়া দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে আহবান জানানো হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

৩.২৯ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

[৩০২৯] সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র).....সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হবে রাইয়ান। একমাত্র রোযাদারগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'

১৯৭২. بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ ، غَسَاقًا يَقُولُ غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْشَقُ الْجُرْحُ كَانَ الْغَسَاقُ وَالْغَسِيقُ وَاحِدٌ غَسَلَيْنِ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلَتْهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غَسَلَيْنِ فَعَلَيْنِ مِنَ الْغَسَلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالْدَّبْرِ ، وَقَالَ عِكْرَمَةُ : حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا الرِّيحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، مَا يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبٌ فِي الْأَرْضِ ذَهَبٌ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ الْحَجَارَةِ ، صَدِيدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ خَبَثٌ طَفَثَتْ ، تُورُونَ تَسْتَخْرِجُونَ ، أَوْ رَيْتُ أَوْ قَدْتُ لِلْمُقَوِّنَ لِلْمُسَافِرِينَ ، وَالْقَى الْقَفْرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَرَاطُ الْجَحِيمِ سَوَاءٌ الْجَحِيمِ وَوَسَطُ الْجَحِيمِ لَشَوْبًا يَخْلُطُ طَعَامُهُمْ وَيَسَاطُ بِالْحَمِيمِ زَفِيرٌ وَشَهيقٌ صَوْتُ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ وَرَدًّا عَطَاشًا غَيًّا خُسْرَانًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسَجَّرُونَ تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ وَنَحَاسُ الصُّفْرِ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ يُقَالُ ذُوقُوا بِأَشْرُوا وَجَرَبُوا ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْقَمْرِ مَارِجٍ خَالِصٍ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعُدُّو بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مَرِجٌ مُلْتَبَسٌ مَرِجٌ أَمْرُ النَّاسِ اخْتَلَطَ مَرِجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجَتْ دَابَّتُكَ إِذَا تَرَكْتَهَا

১৯৯২. পরিচ্ছেদ ৪ : জাহান্নামের বিবরণ আর তা সৃষ্টবস্তু। গসাক প্রবাহিত পূজ যেমন কেউ বলে, তার চোখ প্রবাহিত হয়েছে ও যা প্রবাহিত হচ্ছে। গসাক আর গসিক একই অর্থ। গসলিন যে কোন বস্তুকে দৌত করার পর তা থেকে যা কিছু বের হয়, তাকে গসলিন বলা হয়, এটা গসল শব্দ থেকে গেল—এর ওয়নে হয়ে থাকে। ইকরিমা (র) বলেছেন, গসল—এর অর্থ জাহান্নামের জ্বালানী। এটা হাবশীদের ভাষা। আর অন্যরা বলেছেন, হাবসি অর্থ দমকা হাওয়া। আর হাবসি অর্থ বায়ু যা ছুঁড়ে ফেলে। এ থেকে হয়েছে গসলিন যার অর্থ হচ্ছে যা কিছু জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হয় আর এগুলোই এর জ্বালানী। গসলিন আর শব্দটি গসল শব্দ হতে উৎপত্তি। যার অর্থ কংকরসমূহ। গসল—পূজ ও রক্ত। গসলিন নিভে গেছে। তুমরা আশুন বের করছ। অরিত অর্থ আমি আশুন জ্বালিয়েছি। মুসাফিরগণের

উপকারার্থে। আর 'أَلْفُ' তরুলতা বিহীন মাঠ। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, الْجَحِيمُ অর্থ জাহান্নামের দিক ও তার মধ্যস্থল। لَشَوْبًا - তাদের খাদ্য অতি গরম পানির সাথে মিশানো হবে। زَفِيرٌ - কঠোর চিৎকার ও আর্তনাদ। وَزِدًا - গিপাসার্ত। غَيًّا - ক্ষতিগ্রস্ত। মুজাহিদ (র) বলেছেন يُسْجَرُونَ তাদের দ্বারা আগুন জ্বালানো হবে। আর نَحَاسٌ - অর্থ শীশা যা গলিয়ে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া হবে। বলা হয়েছে تَوْقُؤًا এর অর্থ স্বাদ গ্রহণ কর এবং অভিজ্ঞতা হাসিল কর। এটা কিন্তু মুখের দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা নয়। مَارِجٌ - নির্ভেজাল অগ্নি। مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ - আমীর তার প্রজাকে ছেড়ে দিয়েছে, কথাটি এ সময় বলা হয় যখন সে তাদেরকে ছেড়ে দেয় আর তারা একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে مَرِجٌ মিশ্রিত। مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ - অর্থ তিনি দু'টি নদী প্রবাহিত করেছেন। مَرَجَتْ دَابَّتُكَ এ কথাটি সে সময় বলা হয়, যখন তুমি তোমার চতুষ্পদ জন্তুকে ছেড়ে দাও।

৩.৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدْ حَتَّىٰ فَاءَ الْفَيْءِ يَعْنِي لِلتَّلَوْلِ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩০৩৩ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ -এক সফরে ছিলেন, তখন (যুহরের সালাতের ওয়াক্ত হল) তিনি বললেন, 'ঠাণ্ডা হতে দাও।' পুনরায় বললেন, 'টিলাগুলোর ছায়া নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে দাও।' আবার বললেন, '(যুহরের) সালাত ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে।'

৩.৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

৩০৩৪ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, (যুহরের) সালাত (রৌদ্রের উত্তাপ) ঠাণ্ডা হলে পরে আদায় করবে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে।'

৩.৩৫. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا

فَإِذَنْ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ
مِنَ الزَّمْهِيرِ

[৩০৩২] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক (তা নিঃশ্বাসের প্রভাব)।'

[৩.৩৩] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعُقَدِيُّ حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّعْبِيِّ قَالَ كُنْتُ أَجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ
فَأَخَذَتْنِي الْحُمَّى فَقَالَ أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءٍ زَمْزَمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
هِيَ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ أَوْ قَالَ بِمَاءٍ زَمْزَمَ شَكَ هَمَّامٌ

[৩০৩৩] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু জামরা যুবায়ী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে বসতাম। একবার আমি জুরে আক্রান্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার গায়ের জুর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।' কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা দোষখের উত্তাপ হতেই হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর অথবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর। (এর কোনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন) এ বিষয়ে বর্ণনাকারী হাম্মাম সন্দেহ পোষণ করেছেন।

[৩.৩৪] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالمَاءِ

[৩০৩৪] আমার ইব্ন আব্বাস (র)..... রূফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ হতে। অতএব তোমাদের গায়ের সে তাপ পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'

[৩.৩৫] حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ

৩০৩৫ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।'।

৩.৩৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

৩০৩৬ মুসাদ্দাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে, অতএব তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা কর।'।

৩.৩৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فَضَلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

৩০৩৭ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো ঊনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সমপরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।'।

৩.৩৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءٌ يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

৩০৩৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র).....ইয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে মিম্বারে আরোহণ করে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, "আর তারা ডাকবে, হে মালিক।" (মালিক জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের নাম)।

৩.৩৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لَأَسَامَةَ لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أَكَلِمَهُ إِلَّا

أَسْمِعْكُمْ إِنِّي أَكَلِمَةٌ فِي السَّرْدِوْنَ أَنِ افْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنِ كَانَ عَلَى أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فَلَانُ مَا شَأْنُكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أُتِيهِ، وَأَنْهَاكُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُتِيهِ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

[৩০৩৯] আলী (র).....আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা (রা)-কে বলা হল, কত ভাল হত! যদি আপনি ঐ ব্যক্তির (উসমান (রা)-এর কাছে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের বিষয়ে) আলোচনা করতেন। উত্তরে তিনি বললেন, আপনারা মনে করছেন যে আমি তাঁর সঙ্গে (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) আপনাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব। অথচ আমি তাঁর সঙ্গে (দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে) গোপনে আলোচনা করছি, যেন আমি (বিদ্রোহের) একটি দ্বার খুলে না বসি। (এ বিদ্রোহের) আমি দ্বার উন্মুক্তকারীর প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছি, যার পরে আমি কোন ব্যক্তিকে যিনি আমাদের আমীর নির্বাচিত হয়েছেন সেজন্য তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এ কথা বলতে পারি না। লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি তাঁকে কি বলতে শুনেছেন? উসামা (রা) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তখন আগুন পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করত? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। এ হাদীসটি গুনদার (র) শুবা (র) সূত্রে আমাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৯৯৩. بَابُ صِفَةِ ابْلِيسَ وَجَنُودِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَقْذِفُونَ يُرْمُونَ دَحْورًا مَطْرُودِينَ ، وَأَصْبَ دَائِمٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَذْحُورًا مَطْرُودًا يُقَالُ مَرِيدًا مَتَمَرِدًا ، بَتَّكَهْ قَطْعُهُ ، وَأَسْتَفْزَزَ اسْتَخَفَّ ، بِخَيْلِكَ الْفُرْسَانُ وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجَرٍ ، لَاخْتَنَكْنَ لَاَسْتَاصِلْنَ ، قَرَيْنٌ شَيْطَانٌ

১৯৯৩. পরিচ্ছেদ : ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা। মুজাহিদ (র) বলেন, يُفَذِّقُونَ-তাদের নিক্ষেপ করা হবে। -تَأْخُذُوا- তাদের হাকিয়ে বের করে দেয়া হবে। -وَأَمْسَبُ- স্থায়ী। আর ইবন আব্বাস (রা) বলেন, -وَأَسْتَفْزِزُ- তুমি ভয় দেখাও। -بَخِيلُ- অস্বাধারোহী। -وَالرَّجُلُ- পদাতিকগণ। এর একবচন -رَجُلٌ- যেমন -صَاحِبٌ- এর বহুবচন -صَحَابٌ- আর -تَاجِرٌ- এর বহুবচন -تَجَّارٌ- -لَاخْتَنِكُنْ- অবশ্যই আমি সমূলে উৎপাটন করব। -قَرَيْنٌ- শয়তান

৩.৬. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا وَجَعَ الرَّجُلُ ، قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيمَاذَا قَالَ فِي مِشْطٍ وَمِشَاقَةٍ وَجَفَّ طَلْعَةٌ ذَكَرَ قَالَ فَايْنَهُ هُوَ قَالَ فِي بئْرٍ ذُرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ نَخَلُهَا كَأَنَّهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يَثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنْتُ الْبَيْرَ

৩০৪০ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। লায়স (র) বলেন, আমার নিকট হিশাম পত্র লিখেন, তাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তা ভাল করে মুখস্থ করেছেন। আয়িশা (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়। এমনকি যাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি জীর্ণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দু'আ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দু'জন লোক আসল। তাদের একজন মাথার কাছে বসল আর অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তির রোগটা কি? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইবন আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা (যাদু করল)? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সূতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল; এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, এরপর তিনি

আয়িশা (রা)-কে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মুণ্ড। তখন আমি (আয়িশা রা) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সেই কুপটি বন্ধ করে দেয়া হল।

৩.৬৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقْعُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ

৩০৪১ ইসমাঈল ইব্ন আবী উআইস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিরার সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এখনো রাত অধিক রয়েছে, অতএব শুয়ে থাক। এরপর সে লোক যদি জেগে উঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। (অলসতা দূর হয়) তারপর যদি সে উষু করে, তবে দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায় (এটা অপবিত্রতার গিরা)। আর যদি সে সালাত আদায় করে তবে সব কয়টি গিরাই খুলে যায়। আর এ ব্যক্তি খুশীর সাথে পবিত্র মনে ভোর উদযাপন করবে, অন্যথায় সে অপবিত্র মনে অলসতার সাথে ভোর উদযাপন করবে।

৩.৬৮ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ

৩০৪২ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে উল্লেখ করা হল, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন এক ব্যক্তি যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

৩.৬৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

أَمَّا إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرَزَقًا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ

৩০৪৩ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট আসে, আর তখন বলে, বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হতে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে বাঁচিয়ে রাখ। এরপর তাদেরকে যে সন্তান দান করা হবে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩.৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحِينُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ الشَّيْطَانِ ، لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ

৩০৪৪ মুহাম্মদ (ইব্ন সালাম) (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সূর্যের এক কিনারা উদিত হবে, তখন তা পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আবার যখন সূর্যের এক কিনারা অস্ত যাবে তখন তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করা বন্ধ রাখ। আর তোমরা সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়কে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা তা শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম (র) কি 'শয়তান' বলেছেন না 'আশ-শয়তান' বলেছেন তা আমি জানি না।

৩.৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، وَقَالَ عَثْمَانُ بْنُ الْهِثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ ، فَاتَانِي ات فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذَتْهُ فَقُلْتُ : لَا رَفْعَ لَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى

فَرَأَشَكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৩০৪৫ আবু মা'মার (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সালাত আদায়ের সময় তোমাদের কারো সশুখ দিয়ে যখন কেউ চলাচল করবে তখন সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে যদি অমান্য করে তবে আবারো তাকে বাধা দিবে। এরপরও যদি সে অমান্য করে তবে অবশ্যই তার সাথে লড়াই করবে। কেননা সে শয়তান। 'উসমান ইব্ন হাইসাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিতরের) হেফাজতের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এরপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

৩.৬৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَه

৩০৪৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়ে যায়।

৩.৬৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

৩০৪৭ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়।

۳.৪৮ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ، حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

৩০৪৮ হুমাইদী (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুলাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মুসা (আ) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরটির কাছে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এর কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল (১৮ : ৬২, ৬৩)। আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে স্থানটি অতিক্রম করা পর্যন্ত তিনি কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করেন নি।

۳.৪৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৩০৪৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, সাবধান! ফিতনা এখানেই। সাবধান! ফিতনা এখানেই। যেখান হতে শয়তানের শিং উদিত হবে।

۳.৫০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَحَلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ شَيْئًا وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ شَيْئًا

৩০৫০ ইয়াহুইয়া ইব্ন জা'ফর (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা বলেছেন, যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ চলে যাবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রেখে দাও।'

৩.৫১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْيٍ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتِ حَيْيٍ فَقَالَا : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا

৩০৫১ মুহাম্মদ ইব্ন গায়লান (র)..... সাফিয়্যা বিন্তে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসলাম। এরপর তাঁর সাথে কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও আমাকে পৌছে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর (সাফিয়্যার) বাসস্থান ছিল উসামা ইব্ন যায়দের বাড়িতে। এসময় দু'জন আনসারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নবী ﷺ -কে দেখল তখন তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এ মহিলাটি (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা বিন্তে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানালাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ (আমরা কি আপনার ব্যাপারে অন্যরূপ ধারণা করতে পারি?) তিনি বললেন, মানুষের শরীরে রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি আশংকা করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন ঋাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি।

৩.৫২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَتْبَانِ

فَأَحَدَهُمَا أَحْمَرَ وَجْهَهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ
كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ
عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ
وَهَلْ بَيَّ جُنُونٌ

৩০৫২ আবদান (র)..... সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন দু'জন লোক পরস্পর গালমন্দ করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে সে যে রাগ অনুভব করছে তা দূর হয়ে যাবে। (তিনি বললেন) সে যদি পড়ে “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান”-আমি শয়তান হতে আত্মাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যেন আত্মাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি?

৩.০৫৩ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
قَالَ : جَنَّبَنِي الشَّيْطَانُ ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنِي ، فَإِنْ كَانَ
بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

৩০৫৩ আদম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার জীবন নিকট গমন করে এবং বলে, “হে আত্মাহ! আমাকে শয়তান হতে রক্ষা কর আর আমাকে এ দ্বারা যে সন্তান দিবে তাকেও শয়তানের প্রভাব হতে হেফাজত কর। তাহলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্মায়, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তার উপর কোন কর্তৃত্বও চলবে না। আসমা (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন।

৩.০৫৪ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ إِنَّ
الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدُّ عَلَى يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَى فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ
فَذَكَرَهُ

৩০৫৪ মাহমুদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল। সে আমার সালাত নষ্ট করবার আশ্রয় চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

৩.০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا قُضِيَ اقْبَلْ ، فَإِذَا نُودِيَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ اقْبَلْ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذًا وَكَذَا حَتَّى لَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

৩০৫৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান (আযানের স্থান) স্বশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন (সালাতের জন্য) ইকামাত দেওয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে অমুক অমুক বিষয় মনে কর। এমনকি সে ব্যক্তি আর স্মরণ রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাকাআত পড়ল না চার রাকাআত পড়ল। এমন যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না কি তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত? তবে সে যেন দু'টি সাহ্ সিজদা করে।

৩.০৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانَ فِي جَنْبِهِ بِإِصْبَعَيْهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعَنُ ، فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

৩০৫৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার উভয় আঙ্গুল দ্বারা টোকা মারে। ইসা ইবন মরয়াম (আ)-এর ব্যতিক্রম। সে তাঁকে টোকা মারতে গিয়েছিল। (কিন্তু বার্থ হয়) তখন সে পর্দার ওপর টোকা মারে।

৩.৫৭ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ

৩০৫৭ মালিক ইবন ইসমাঈল (র)..... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম, লোকেরা বলল, ইনি আবু দারদা (রা)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মাঝে কি সে লোক আছে, যাকে নবী ﷺ-এর মৌখিক দু'আয় আত্মাহু শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন?'

৩.৫৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ وَالَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي عَمَّارًا * قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَحْدِثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقْرُهَا فِي أَذَانِ الْكُهَّانِ كَمَا تَقْرُ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ

৩০৫৮ সুলাইমান ইবন হার্ব (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাকে আত্মাহু তাঁর নবী ﷺ-এর মৌখিক দু'আয় শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন, আম্মার (রা)। লায়স (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'ফিরিশ্তাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তানেরা দু' একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয় যেমন বোতলে পানি ঢালা হয়। তখন তারা এ সত্য কথার সাথে শত প্রকারের মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বলে।'

৩.৫৯ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ : هَذَا ضَحْكُ الشَّيْطَانِ

৩০৫৯ আসিম ইব্ন আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন ‘হা’ বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

৩.৬.১ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ ابْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ فَرَجَعْتَ أَوْلَاهُمْ فَأَجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ

৩০৬০ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইবলীস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের পেছনের লোকদের প্রতি সতর্ক হও। অতএব সামনের লোকেরা পেছনের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হল। হুযায়ফা (রা) হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। (মুসলমানগণ তাঁর ওপর আক্রমণ করছে) তখন তিনি (হুযায়ফা) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! (তিনি মুসলিম) কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বলেন, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত হুযায়ফা (রা) (তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য) দু’আ ও ইস্তিগফার করতে থাকেন।

৩.৬.২ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ

৩০৬১ হাসান ইব্ন রাবী (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে মানুষের এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা হল শয়তানের এক ধরনের ছিনতাই, যা সে তোমাদের এক জনের সালাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

৩.৬২ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ

৩০৬২ আবুল মুগীরা ও সুলাইমান ইব্ন আবদুর রাহমান (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হলে এরূপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩.৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدَلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

৩০৬৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একশ বার এ দু'আটি পড়বেঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বস্তুর ওপর সর্বশক্তিমান। তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সাওয়াব তার হবে। তার জন্য একশটি সাওয়াব লেখা হবে

এবং আর একশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে মাহফুজ থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল অধিক পরিমাণ করবে।

৩.৬৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَكْلِمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَ عَالِيَةَ أَصْوَاتَهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قَمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ أَيْ عَدَوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنِنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ: أَنْتَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

৩০৬৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কথাবার্তা বলছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে কথা বলছিল। এরপর যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তারা উঠে দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তিনি মুচকি হাসছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা স্মীতহাস্যে রাখুন।' তিনি বললেন, আমার কাছে যে সব মহিলা ছিল তাদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্যাবিত হয়েছি। তারা যখনই তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তখনই দ্রুত পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকেই তাদের অধিক ভয় করা উচিত ছিল।' এরপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আত্মশত্রু মহিলাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করছ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় করছ না? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ, কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে অধিক কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

‘কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি যে পথে গমন কর শয়তান কখনও সে পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।’

২.৬৫ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَرَاهُ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ نَجَسَاتٌ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

৩০৬৫ ইব্রাহীম ইবন হামযা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা থেকে উঠল এবং উযু করল তখন তার নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত যাপন করেছে।’

১৯৯৬. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي الْآيَةِ ، بَخْسًا نَّقْصًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : أَلَمْ تَكُنْ بَنَاتُ اللَّهِ أُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ عِنْدَ الْحِسَابِ

১৯৯৬. পরিচ্ছেদ : জিন্ন জাতি এবং তাদের সাওয়াব ও আযাবের বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে জিন্ন ও মানব জাতি! তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ কি তোমাদের কাছে আসেন নি? তারা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেননি? (সূরা আনআমঃ ১৩০) بَخْسًا ক্বতি। وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا (৩৭ : ১৫৮ আয়াতের তাফসীরে) মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশ কাফিররা ফিরিশ্তাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদের মাতাদেরকে জিন্নের নেতাদের কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। মহান আল্লাহ বলেনঃ জিন্নগণ অবশ্যই জানে যে, তাদেরকে হিসাবের সময় উপস্থিত করা হবে।

৩.৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتُ

فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَاذْنَتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعَ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ
مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ
أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩০৬৬ কুতাইবা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (র)-কে বলেছেন, ‘আমি তোমাকে দেখছি তুমি ছাগপাল ও মরুভূমি পছন্দ করছ। অতএব, তুমি যখন তোমার ছাগপালসহ মরুভূমিতে অবস্থান করবে, সালাতের সময় হলে আযান দিবে, তখন তুমি উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা মুআযযিনের কণ্ঠস্বর জ্বিন, মানুষ ও যে কোন বস্তু শুনে, তারা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।’ আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

১৯৯৫. بَابُ وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ : وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ إِلَى قَوْلِهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ، مَضْرُفًا مَعْدِلًا ، صَرَفْنَا وَجَّهَنَا

১৯৯৫. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ “স্মরণ করুন ঐ সময়কে যখন আমি জিন্নদের একদলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম..... তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে পর্যন্ত।..... (সূরা আহকাফঃ ২৯-৩২)। مَضْرُفًا অর্থ ফিরিবার স্থান। صَرَفْنَا ফিরিয়ে দিলাম

১৯৯৬. بَابُ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ الذَّكْرُ مِنْهَا يُقَالُ الْحَيَّاتُ أَجْنَسٌ ، الْجَانُّ وَالْأَقَاعِي وَالْأَسَاوِدُ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَاتٍ بُسْطٍ أَجْنَحَتْهُنَّ يَقْبِضُنَّ يَضْرِبْنَ بِأَجْنَحَتِهِنَّ

১৯৯৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ আর আল্লাহ তথায় (যমীনে) প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন।” ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ثُّعْبَانٌ হলো পুরুষ সাপ। বলা হয় সাপ বিভিন্ন প্রকারের হয়, স্বেত সাপ, মাদীসাপ আর কাল সাপ, أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا অর্থ আল্লাহ তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্বে সকল জীবকে রেখেছেন, صَافَاتٍ তাদের ডানাগুলো সম্প্রসারিত অবস্থায়। يَقْبِضُنَّ তারা তাদের ডানাগুলো সংকুচিত করে।

৩. ৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ

ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ
وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لَأَقْتُلَهَا ، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلَهَا ، فَقُلْتُ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ
الْبَيُوتِ ، وَهِيَ الْعَوَامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، فَرَأَيْتُ أَبَا
لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَابِعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَاسْحَقُ الْكَلْبِيُّ
وَالزُّبَيْدِيُّ ، وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُ أَبَا لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ

[৩০৬৭] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে মিশ্বারের উপর ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছেন, 'সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে মেরে ফেল ঐ সাপ, যার মাথার উপর দু'টো সাদা রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কেননা এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়।' আবদুল্লাহ (রা) বললেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা (রা) আমাকে ডেকে বললেন, সাপটি মেরো না। তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ মারার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এরপরে নবী ﷺ যে সাপ ঘরে বাস করে যাকে 'আওয়ামির' বলা হয় এমন সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। আবদুর রাযযাক (র) মা'মার (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা অথবা যায়দ ইবন খাত্তাব (রা) আর অনুসরণ করেছেন মা'মার (র)-কে ইউনুস ইবন উয়াইনা, ইসহাক কলবী ও যুবাইদী (র) এবং সালিহ, ইবন আবু হাফসা ও ইবন মুজাম্মি (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'আমাকে দেখেছেন আবু লুবাবা ও যায়দ ইবন খাত্তাব (রা)।'

১৯৯৭. بَابُ خَيْرِ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ

১৯৯৭. পরিচ্ছেদ : মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হাগ-পাল, যা নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়

[৩.৬৮] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ

الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৩০৬৪ ইসমাইল (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে সময় অতি নিকটে যখন একজন মুসলিমের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগ-পাল। যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টির এলাকায় (ভৃগভূমিতে) চলে যাবে; সে ফিতনা থেকে স্বীয় দীন রক্ষার্থে পলায়ন করবে।

৩.৬৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْأَبِلِ ، وَالْفِدَائِينَ أَهْلُ الْوَبْرِ ، وَالسُّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ

৩০৬৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং গ্রাম্য কৃষকদের মাঝে, আর শান্তি ছাগপালের মালিকদের মাঝে।'

৩. ৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : الْإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِدَائِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْأَبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رِبِيعَةٍ وَمُضَرٍّ

৩০৭০ মুসাদ্দাদ (র)..... উক্বা ইবন আমর আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাতের দ্বারা ইয়ামানের দিকে ইশারা করে বললেন, ঈমান এদিকে। দেখ কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য ঐ সব কৃষকদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে থেকে চিৎকার করেঃ যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হবে অর্থাৎ রাবীয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মধ্যে।

৩. ৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صَبَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَاقَ الْجَمَارِ فَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَأَى شَيْطَانًا

৩০৭১ কুতাইরা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চেয়ে দু'আ কর। কেননা এ মোরগ ফিরিশতাদের দেখে স্বপ্নর যখন গাধার আওয়াজ শুনবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'

৩. ৭২ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا * قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ مَا أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

৩০৭২ ইসহাক (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকিয়ে রাখবে। কেননা এসময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অভিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, হাদীসটি আমর ইবন দীনার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে আতা (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ বলেন নি।

৩. ৭২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَدْتُ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَذَرُونِي مَا فَعَلْتُ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ إِذَا وَضِعَ لَهَا الْبَانُ

الْأَيْلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وَضِعَ لَهَا الْبَانُ الشَّاةُ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ
أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي مِرَارًا فَقُلْتُ أَفَأَقْرَأُ
التَّوْرَةَ

৩০৭৩ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কি হলো আর আমি তাদেরকে ইদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর তাদের সামনে ছাগলের দুধ রাখা হয় তারা তা পান করে (আবু হুরায়রা (রা) বলেন) আমি এ হাদীসটি কা'বের নিকট বললাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন? আপনি কি এটা নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি কয়েকবার আমাকে একথাটি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তাওরাত কিতাব পড়েছি?

৩.৭৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لِلْوَزْغِ الْفُؤَيْسِقِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

৩০৭৪ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ গিরগিট বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একে হত্যা করার আদেশ দিতে শুনেছি। আর সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী ﷺ একে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

৩.৭৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَبْرِ عَنْ
شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا
بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ

৩০৭৫ সাদাকা ইব্ন ফায়ল (র)..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে শারীক (র) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ তাকে গিরগিট বা রক্তচোষা জাতীয় টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

৩.৭৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ
يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ

[৩০৭৬] 'উবায়দা ইবন ইসমাঈল (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপকে মেরে ফেল। কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।'

[৩.৭৭] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ
الْحَبَلَ

[৩০৭৭] মুসাদ্দাদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লেজকাটা সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন, এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

[৩.৭৮] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ
الْقُشَيْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى ،
قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوا أَيُّنَ
هُوَ فَنَظَرُوا فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ فَأَخْبَرَنِي
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ ، إِلَّا كُلُّ أَبْتَرٍ ذِي طُفَيْتَيْنِ ، فَإِنَّهُ
يُسْقِطُ الْوَلَدَ ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَأَقْتُلُوهُ

[৩০৭৮] আমর ইবন আলী (র)..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) প্রথমে সাপ মেরে ফেলতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে তিনি সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখ! কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখল (এবং তাঁকে জানাল) তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেলতাম। এরপর আবু লুবার সাপের সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নবী ﷺ বলেছেন, পিঠের উপর দু'টি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজকাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরো না। কেননা এগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়। তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল।

৩.৭৭ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبَيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا

৩০৭৯ মালিক ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাপ মেরে ফেলতেন। এরপর আবু লুবাবা (রা) তাঁকে একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা বন্ধ করে দেন।

১৭৭৮. بَابُ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ

১৯৯৮. অনুচ্ছেদ : পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণীকে হরম শরীফেও হত্যা করা যাবে

৩.৮০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

৩০৮০ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী বেশী অনিষ্টকারী। এদেরকে হারাম শরীফেও হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।

৩.৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحَرِّمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ

৩০৮১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকারের অনিষ্টকারী প্রাণী যাদেরকে কেউ ইহরাম অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলে তার কোন গুনাহ নেই। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, পাগলা কুকুর, কাক এবং চিল।

৩.৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمَرُوا الْأَنْيَةَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ،
وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاكْفِتُوا صَبِيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا
وَحُطْفَةً وَأَطْفُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ، فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ
الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ

৩০৮২ মুসাদ্দাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পান-পাত্রগুলো বন্ধ করে রেখো, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রেখো আর সাঁঝের বেলায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকিয়ে রেখো। কেননা এসময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইঁদুর প্রজ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।’ ইব্ন জুরাইজ এবং হাবীব (র) আতা (র) থেকে “কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে” এর পরিবর্তে “শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে” বর্ণনা করেছেন।

৩.৮২ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا فَأَنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ إِذْ
خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرٍهَا فَابْتَدَرْنَاَهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقْتَنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقِيَتْ شَرْكُكُمْ كَمَا وَقِيْتُمْ شَرْهَا * وَعَنْ إِسْرَائِيلَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَأَنَّا
لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةٌ * وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ وَقَالَ حَفْصُ
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسَلْيَمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ

৩০৮৩ আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক গুহায় ছিলাম। তখন الْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا সূরাটি অবতীর্ণ হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় একটি সাপ বেরিয়ে আসল তার গর্ত থেকে।

আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাদের অনিষ্ট থেকে যেমন রক্ষা পেয়েছে, তোমরাও তেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছ। ইসরাঈল (র) আমাশ, ইব্রাহীম, আলকামা (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমরা সূরাটি তাঁর মুখ থেকে বের হবার সাথে সাথে শিখে নিচ্ছিলাম। আবু আওয়ানা মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর হাকস, আবু মুআবিয়া ও সুলাইমান ইবন কারম, আমাশ, ইব্রাহীম, আসওয়াদ (র)-ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

৩.৪৬ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ * قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

৩০৮৪ নাসর ইবন আলী (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে না- তাকে খাবার দিয়েছিল, না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত। আবু হুরায়রা (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৩.৪৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَارِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأَحْرَقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَأَ نَمْلَةٌ وَاحِدَةً

৩০৮৫ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন। এরপর তাঁকে একটি পিঁপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। এগুলো গাছের নীচ হতে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি নির্দেশ দিলে পিঁপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, 'তুমি একটি মাত্র পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না?'

১৭৭৭. بَابُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنْ فِي أَحَدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرَى شِفَاءٌ

১৯৯৯. পরিচ্ছেদ : তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে ডুবিয়ে দেবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিতে থাকে প্রতিষেধক

৩.৮১ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنْ فِي أَحَدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرَى شِفَاءٌ

৩০৮৬ খালিদ ইবন মাখলাদ (র)..... 'উবাইদ ইবন হুনায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। তারপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় থাকে রোগ জীবানু আর অপর ডানায় থাকে এর প্রতিষেধক।'

৩.৮২ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ غُفْرٌ لِمَرْأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبٍ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَتَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَتَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغَفَّرَ لَهَا بِذَلِكَ

৩০৮৭ আল-হাসান ইবন সাব্বাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জট্টনৈক ব্যাভিচারিণীকে (এ কারণে) ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে, একদা সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসায় তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিণী মহিলাটি তার মোজা খুলে তার উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর সে (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) কূপ হতে পানি তুলে আনল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।'

৩.৮৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهِ مِنْ

الزُّهْرِيُّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

[৩০৮৮] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবু তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।’

[৩.৮৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

[৩০৮৯] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।’

[৩.৯০] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

[৩০৯০] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে প্রতিদিন তার আমলনামা হতে এক ক্বীরাত করে সাওয়াব কমতে থাকবে। তবে কৃষিকার অথবা পশুরপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত শিকারী কুকুর এর ব্যতিক্রম।’



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ